বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৫
সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর	৫৯
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	১৪১
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	১৪৯
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	১৫৭

সড়ক পরিবহন
ও
মহাসড়ক বিভাগ

ভূমিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নেটওয়ার্কের গুরুত্ব অপরিসীম। এ লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সময়োপযোগী উদ্যোগ, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ও গণপরিবহন ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে উন্নত হচ্ছে। ফলে জনগণের যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন ও সহজতর হচ্ছে। রূপকল্প - ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ও গণপরিবহন ব্যবস্থার অধিকতর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কাজ অব্যাহত আছে।

রূপকল্প

একটি দক্ষ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ
- সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ
- দ্রুতগতিসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ
- আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সেবা সম্প্রসারণ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২টি বিভাগের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ অন্যতম। এ বিভাগটি ৬টি অনুবিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। তন্মধ্যে সম্প্রতি বাজেট এবং সম্পত্তি অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে। আরবান ট্রান্সপোর্ট অনুবিভাগ নামে একটি নতুন অনুবিভাগ সৃজন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিদ্যমান ৬টি অনুবিভাগের আওতায় ১৪টি অধিশাখা ও ৩৪টি শাখা/ইউনিট রয়েছে। এ বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নরুপ:

কার্যাবলি

- মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ
- জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ
- অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ
- নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণ
- সমন্বিত দ্রুত গতিসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পরিচালনা
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা সম্প্রসারণ
- সড়ক পরিবহন সেক্টরে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপকে উৎসাহিতকরণ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা রয়েছে, যা নিম্নরুপ:

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সুশাসন

কার্যবিধিমালা ১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/গাইডলাইন ও আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যে কোন নথিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে সেবা প্রার্থীদের হয়রানি ও দুর্ভোগ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

প্রশাসনিক সংস্কার

কাজের প্রকৃতি ও ধরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইতোমধ্যে ২টি অনুবিভাগ, ৪টি অধিশাখা ও ৭টি শাখা সৃজন করা হয়েছে। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় আরবান ট্রান্সপোর্ট অনুবিভাগ এর আওতাধীনে ২টি অধিশাখা ও ৪টি শাখা সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম হালনাগাদ করা হচ্ছে। এতে নথি নিষ্পত্তি কার্যক্রমে গতিশীলতা আরো বৃদ্ধি পাবে। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণী বিন্যাস, যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাছাই ও বিনষ্ট করায় অফিস ব্যবস্থাপনা ও কর্মপরিবেশ ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রথম ৬ মাসে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ৭৫০ কর্মঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তম্মধ্যে ৭৩৪ কর্মঘন্টা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৮%। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মোট ১১০ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ সিম্পোজিয়াম/স্টাডি ট্যুর ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭,৩৮৮ জন। দেশের অভ্যন্তরে আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ সিম্পোজিয়ামে মোট ২৮,৫৪৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেছেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ইউনিকোডভিত্তিক বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার (অভ্র) এর উপর ৩১ জন কর্মকর্তা, জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম (NESS) এর উপর ৩৩ জন কর্মকর্তা ও ১৬ জন কর্মচারী, যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এর উপর বিআরটিসি'র ১১ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারী, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের উপর সওজ অধিদপ্তরের ৪৬১ জন কর্মকর্তা ও ২২৮ জন কর্মচারী এবং বিআরটিসি'র ৪ জন কর্মকর্তা ও ২ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ৭৯৯ জন (কর্মকর্তা ৫৪০ জন ও কর্মচারী ২৫৯ জন)।

সড়ক মনিটরিং

জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক গঠিত ২৫টি মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে টিমসমূহ গঠিত। মাননীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান পর্যন্ত সকলে নিয়মিত মহাসড়কের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং করায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এতে জনসাধারণ স্বাচ্ছন্দে চলাচল করতে পারছে। মনিটরিং টিমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৌখিক ও লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পরিদর্শন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ জুলাই ২০১৪ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ পরিদর্শন করেন। এ সময়ে তিনি এ বিভাগের কর্মকর্তা ও আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধানদের সাথে সভায় মিলিত হয়ে রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনে এবং সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কে ২২টি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত দিক নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ

আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের গুরুত্ব অপরিসীম। ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে ৬টি আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত। উদ্যোগগুলো হল:

- Asian Highway Network
- South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Corridors
- Bangladesh China India Myanmar - Economic Corridor (BCIM-EC)
- South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Corridors
- Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Corridors
- Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA)

২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে যথাক্রমে Asian Highway Network ও SASEC Corridors সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ প্রতিবেদনে Bangladesh China India Myanmar - Economic Corridor (BCIM-EC) সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

Bangladesh China India Myanmar-Economic Corridor (BCIM-EC)

আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধিকরণের নানাবিধ আঞ্চলিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ সত্ত্বেও এশীয় দেশসমূহ তুলনামূলকভাবে একে অপরের সাথে ভূ-যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম সংযুক্ত। তথাপি এশীয় অঞ্চলে সুদূর অতীত থেকেই স্থলপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ঐতিহাসিক দক্ষিণাঞ্চলীয় সিল্ক রোড এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকান সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত বহুল আলোচিত স্টীলওয়েল সড়ক অথবা লেডো সড়ক মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দিল্লীর সম্রাট শেরশাহ সুরী কর্তৃক নির্মিত ঐতিহাসিক গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড (বাংলাদেশ আন্তঃ বেনাপোল-ঝিকরগাছা-যশোর-ঢাকা-সোনারগাঁও-ফেনী-চট্টগ্রাম) ভারতীয় উপমহাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার মাইলফলক। সম্প্রতি দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহ কর্তৃক এ অঞ্চলের আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি করার পূর্ব পর্যন্ত ঐতিহাসিক এসব উদ্যোগ বিস্মৃতিতেই ছিল। ঐতিহাসিক দক্ষিণাঞ্চলীয় সিল্ক রুটকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) ফোরাম এর সভায় কোলকাতা (ভারত) হতে কুনমিং (চীন) পর্যন্ত একটি কার র‍্যালী অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে কুনমিং এ অনুষ্ঠিত BCIM ফোরাম এর সভায় নিম্নরুপভাবে BCIM রুট নির্ধারণ করা হয়:

BCIM রুট

কোলকাতা (ভারত)-পেট্রাপোল (ভারত)/বেনাপোল (বাংলাদেশ)-যশোর-ঢাকা-সিলেট-শেওলা (বাংলাদেশ)/সুতারকান্দি (ভারত)-শিলচর (ভারত)-ইম্ফল (ভারত)-মোরে (ভারত)/তামু-(মিয়ানমার)-কালে (মিয়ানমার)-মান্দালে (মিয়ানমার)-মোসে (মিয়ানমার)/রালি (চীন)-তেংচং (চীন)-এরাই লেক (চীন)-ডালি (চীন)-কুনমিং (চীন)

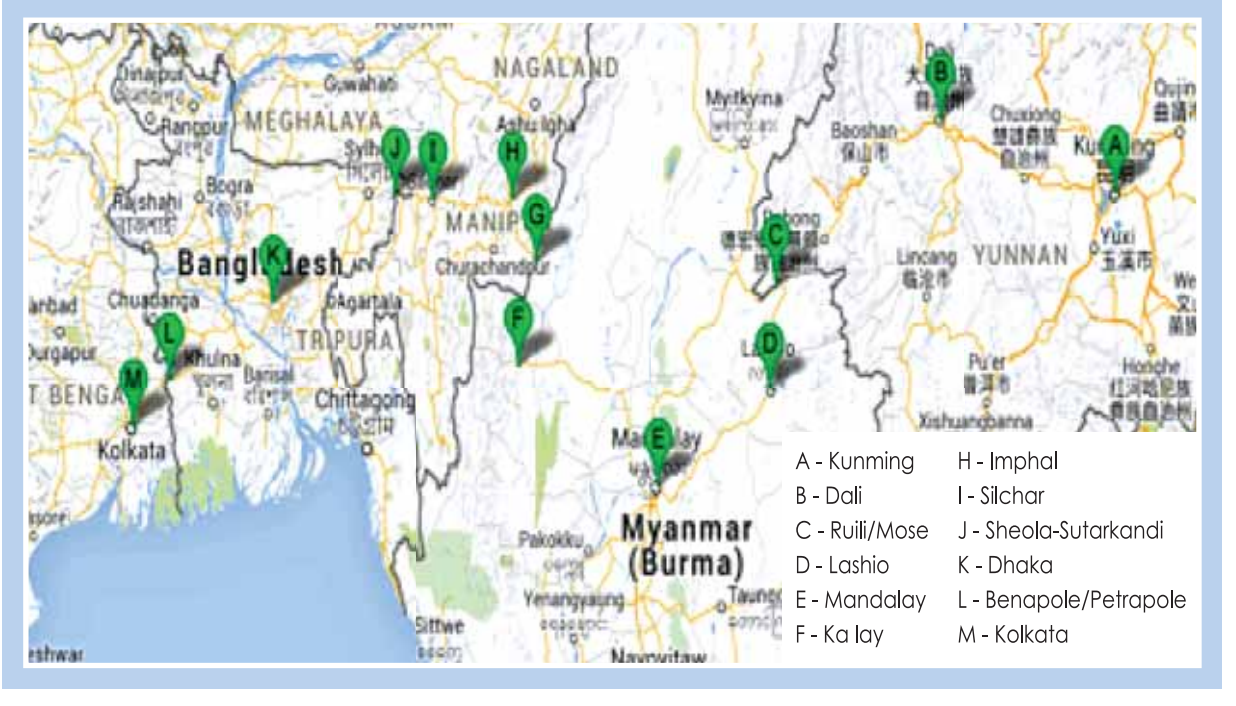

BCIM রুট ম্যাপ

BCIM বাংলাদেশ অংশের রুট

বেনাপোল-যশোর-মাগুরা-দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া-মানিকগঞ্জ-নবীনগর-সাভার-গাবতলী-যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর-ভৈরব-মাধবপুর-মিরপুর -আউশকান্দি-সিলেট-গোলাপগঞ্জ-চারখাই-শেওলা

বাংলাদেশ অংশের বর্তমান অবস্থা

- **বেনাপোল-যশোর (এন-৭০৬)** অংশটি ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি-২ শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারী ২০১৬ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হবে (৩৮ কিলোমিটার)
- **যশোর-মাগুরা (এন-৭০২)** অংশটি ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। (৪৩ কিলোমিটার)
- **মাগুরা-দৌলতদিয়া (এন-৭)** অংশটি ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে (৭৮ কিলোমিটার)
- **দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া (এন-৭/এন-৫)** একটি missing link। পদ্মা নদীতে ফেরী সার্ভিস রয়েছে
- **পাটুরিয়া-মানিকগঞ্জ-নবীনগর (এন-৫)** অংশটি ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি-২ শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারী ২০১৬ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হবে (৫৭ কিলোমিটার)
- **নবীনগর-সাভার-গাবতলী (এন-৫)** অংশটিকে ইতোমধ্যে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে (২২ কিলোমিটার)
- **গাবতলী-যাত্রাবাড়ী** অংশটি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর অন্তর্ভুক্ত এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীত হয়েছে (১৯ কিলোমিটার)
- **যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর (এন-১)** অংশটি ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ট্রাফিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৮-লেনে উন্নীতকরণ কাজ চলছে (১০ কিলোমিটার)
- **কাঁচপুর-সিলেট (এন-২)** অংশ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে (২৩০ কিলোমিটার)
- **সিলেট-গোলাপগঞ্জ-চারখাই (আর-২৫০)** অংশটি ৪- লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি-২ শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারী ২০১৬ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হবে (৩২ কিলোমিটার)
- **চারখাই-শেওলা (আর-২৮১)** অংশটি ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি-২ শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারী ২০১৬ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হবে (৮ কিলোমিটার)
- **শেওলা-সুতারকান্দি (জেড-২০১৪)** অংশটি ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি-২ শীর্ষক কারিগরী প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারী ২০১৬ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হবে (৪ কিলোমিটার)

BCIM Route Survey

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে BCIM রুটের রুট সার্ভে সম্পন্ন হয়। উক্ত সার্ভেতে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও চীনের মোট ১৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। BCIM রুট সার্ভে চীনের কুনমিং হতে শুরু হয়ে মিয়ানমার, ভারত ও বাংলাদেশ হয়ে পুনরায় ভারতের কোলকাতায় গিয়ে শেষ হয়। রুট সার্ভেতে অংশগ্রহণকারীগণ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত BCIM Forum সভায় অংশগ্রহন করেন। উক্ত সভায় ২০১৩ সালে কোলকাতা হতে কুনমিং পর্যন্ত BCIM Car Rally অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

BCIM Car Rally

BCIM Car Rally ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে কোলকাতা হতে শুরু হয়ে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও চীনের প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চীনের কুনমিং এ ০৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে শেষ হয়। উক্ত Car Rally ৪ দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডোর তথা BCIM-EC গঠনের ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

বিকল্প BCIM রুট

BCIM কার র‍্যালীর রুটটিকেই বর্তমানে BCIM-EC এর সড়ক রুট হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, BCIM সড়ক রুটটি ভারত ও মিয়ানমারের দূর্গম ও পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। এ প্রেক্ষাপটে BCIM এর বিকল্প রুট হিসেবে বিবেচনা করার নিমিত্ত BCIM-EC এর কুনমিং ও কক্সবাজার এ অনুষ্ঠিত যথাক্রমে ১ম ও ২য় সভায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিম্নের রুটটি প্রস্তাব করা হয়। উল্লেখ্য, এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এশিয়ান হাইওয়ে-৪১ এর অংশঃ

কোলকাতা (ভারত)-যশোর (বাংলাদেশ)-ঢাকা (বাংলাদেশ)-চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ)-কক্সবাজার (বাংলাদেশ)-ঘুনধুম (বাংলাদেশ) / তম্বরু (মিয়ানমার)-বাওলিবাজার (মিয়ানমার)-চত্ত (মিয়ানমার)-মান্দালে (মিয়ানমার)-লাসিও (মিয়ানমার)-মোজে (মিয়ানমার)/রালি (চীন)-ডালি (চীন)-কুনমিং (চীন)

তবে মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সংযোগ সড়ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিকল্প নিম্নবর্ণিত ০২টি অপশনও বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

Option 1	Thanchi-Modok-Likree-Napraitaung (Border with Myanmar)-Daletme (Myanmar)-Paletwa (Myanmar)- Kyauktaw (Myanmar)
Option 2	Alikadam-Poamuhuri-Likree-Napraitaung (Border with Myanmar)-Daletme (Myanmar)- Paletwa (Myanmar)- Kyauktaw (Myanmar)

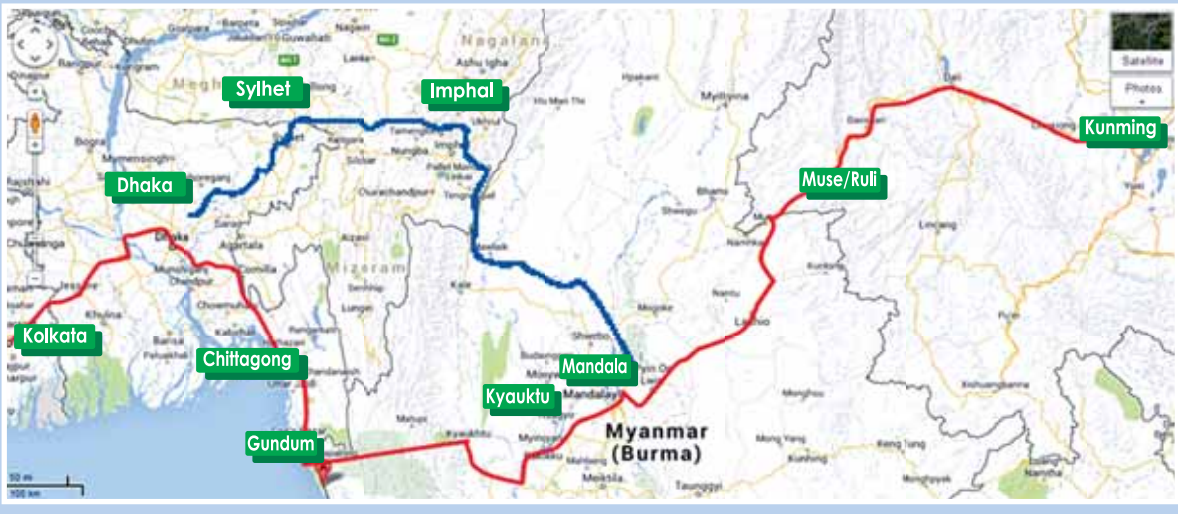

বিকল্প BCIM রুট ম্যাপ

বিকল্প BCIM রুটের বাংলাদেশ অংশের বর্তমান অবস্থাঃ

- বেনাপোল-কাঁচপুর অংশের বর্তমান অবস্থা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।
- কাঁচপুর-দাউদকান্দি (এন-১) অংশটি ইতোমধ্যে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে (২৬ কিলোমিটার)
- দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম (এন-১) অংশটি ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় সহসাই শেষ করা হবে (১৯৪ কিলোমিটার)
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-বালুখালি (এন-১) অংশটি ০২ লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক (২৪৩ কিলোমিটার)
- বালুখালি-ঘুনধুম অংশটি বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়ক (বালুখালি-ঘুনধুম সীমান্ত সড়ক) নামে পরিচিত। এ সড়কটি ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে (২ কিলোমিটার)

বিকল্প দুইটি অপশনের বাংলাদেশ অংশের বর্তমান অবস্থাঃ

Option-1 এবং Option-2 এ উল্লেখিত সড়ক দুটি উন্নয়নের জন্য পৃথক দুইটি ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা

আইন

মেট্রোরেল আইন, ২০১৫

জনসাধারণকে স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত ও উন্নত গণপরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর মহানগরী এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলায় কার্যকর করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য জেলায় সরকার, সরকারি গেজেট দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করবে সে তারিখে কার্যকর হবে।

The Tolls Act, 1851

The Tolls Act, ১৮৫১ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ অনুদিত আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

The Highways Act, 1925

The Highways Act, 1925 বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ অনুদিত আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট আইন, ২০১৫

ডিটিসিএ এলাকার (ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা) যানজট নিরসনে এবং যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলের লক্ষ্যে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট আইন, ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৫

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষ/দপ্তর/সংস্থার মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পর্যালোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ চূড়ান্ত খসড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশসহ পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের অনুশাসন প্রদান করে। তৎপ্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত সার-সংক্ষেপসহ চূড়ান্ত খসড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ৬টি পর্যবেক্ষণ প্রদান করে খসড়াটি পুনর্গঠনপূর্বক পুনরায় প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণের জন্য অনুশাসন প্রদান করে।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৫

১৯৮৩ সালের মোটর ভেহিক্যালস অর্ডিন্যান্স এর পরিবর্তে আধুনিক ও যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৫ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া আইনটি অধিকতর পরিমার্জন করা হচ্ছে।

বিধিমালা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার গেজেটেড এবং নন গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার গেজেটেড এবং নন গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ গত ৪ জুন ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ এর খসড়ার উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করে গত ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ে সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

মেট্রোরেল বিধিমালা, ২০১৫

মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ এর ৪৯ ধারা অনুসরণে এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মেট্রোরেল বিধিমালা, ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালার উপর স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে।

নীতিমালা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন সাময়িক অব্যবহৃত ভূমি ও স্থাপনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া নীতিমালাটির উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নীতিমালাটি পরিমার্জন করে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

মহাসড়কে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে গঠিত নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

সড়ক পরিহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১৩০টি প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নে ১১৬টি, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ০৯টি এবং টিএ ০৫টি) বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মোট ৪,৩৯৫.৬৬ কোটি টাকা (জিওবি ৪,০৭৯.৭৫৭ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩১৫.৯১ কোটি) বরাদ্দ পাওয়া যায়। জুন ২০১৫ পর্যন্ত জিওবি খাতে ৪,০৭৩.০০ কোটি টাকা (৯৯.৮৪%) অর্থ ছাড় করা হয় এবং এ সময়ে মোট ৪,৩৮০.৮৪ কোটি টাকা (জিওবি ৪,০৬৯.১৬ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৩১১.৬৮ কোটি টাকা) ব্যয় হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৬৬% (জিওবি ৯৯.৭৪% ও প্রকল্প সাহায্য ৯৮.৬৬%)। উল্লেখ্য যে, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৪৫টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৮টি প্রকল্প নতুনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। গত দুই অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় বর্তমান অর্থবছরেও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন হার ১০০%।

বাংলাদেশে প্রথম

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বাংলাদেশে প্রথম নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

(১) কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সুরক্ষা এবং সহজে সমুদ্রের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধার্থে ৮০ কিলোমিটার দীঘ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কে কংক্রিট টেট্রাপড (Tetrapod) দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ করা হচ্ছে।

(২) Revised Strategic Transport Plan এর আওতায় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত Mass Rapid Transit (MRT) Line-1 (এয়ারপোর্ট-খিলক্ষেত-ভাটারা-বাড্ডা-রামপুরা-খিলগাঁও-কমলাপুর রেলস্টেশন এবং পূর্বাচল-খিলক্ষেত) এবং MRT Line-5 (গাবতলী-দারুসসালাম-মিরপুর ১-মিরপুর ১০-কচুক্ষেত-বনানী-ভাটারা) এর ঘনস্থাপনাপূর্ণ ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সম্বলিত এলাকা দিয়ে Underground Metro Rail এবং MRT Line-6 এর দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশে (বাংলাদেশ ব্যাংক-কমলাপুর রেলস্টেশন) Underground Metro Rail নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

সামাজিক ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক ও বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ ঢাকা-চাঁদপুর রুটে নৌ-বিহারের আয়োজন করা হয়। সকল কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে আনন্দঘন পরিবেশে নৌ-বিহার উপভোগ করেন। এতে আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে।

নৌবিহার-২০১৫-এ অংশগ্রহণকারী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ

নৌবিহার-২০১৫-এ অংশগ্রহণকারী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের স্পাউসগণ

নৌবিহার-২০১৫ এ অংশগ্রহণকারী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের সন্তান-সন্ততি

নৌবিহার-২০১৫ এ শিশুদের স্মৃতিশক্তি প্রতিযোগিতা

নৌবিহার-২০১৫ এ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণের পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা

নৌবিহার-২০১৫ এ শিশুদের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

(খ) দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে উৎসাহিত করতে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গত ২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ এ বিভাগের মহিলা কর্মকর্তাগনের উদ্যোগে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। পিঠা উৎসবে মহিলা কর্মকর্তাগন তাঁদের হাতে তৈরী পিঠা সকল কর্মকর্তাকে পরিবেশন করেন।

পিঠা উৎসব আয়োজনকারী এ বিভাগের মহিলা কর্মকর্তাগণ ও তাঁদের তৈরী পিঠা

পিঠা উৎসবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং এ বিভাগের সচিব মহোদয় পিঠা উপভোগ করছেন

(গ) সহকর্মীর কর্মস্থল পরিবর্তন ও চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণকালে এ বিভাগ থেকে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এতে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি পায়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছে:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	অবমুক্তির তারিখ
১.	জনাব শাহ আলম মুকুল (১৫২৭৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৫.০৭.২০১৪
২.	বেগম মাহফুজা আক্তার (৬০২২৭৯)	সহকারী প্রধান	২১.০৮.২০১৪
৩.	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আবেদীন (৬৬২৯)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৪.০৯.২০১৪
৪.	জনাব মুহাম্মদ ইউছুফ (১৫২৫৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৮.০৯.২০১৪
৫.	আলম আরা বেগম (৪৮৯৩	যুগ্মসচিব	২৯.০৯.২০১৪
৬.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (০১৮৩)	উপপ্রধান	২১.১০.২০১৪
৭.	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (১৮৭৬)	অতিরিক্ত সচিব	১০.১১.২০১৪
৮.	জনাব এ কে এম বদরুল মজিদ (৪৮১১)	যুগ্মসচিব	০৭.১২.২০১৪
৯.	জনাব মোঃ মঈনুদ্দিন (২৩৫০)	অতিরিক্ত সচিব	২১.১২.২০১৪
১০.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান (৫৯৭০)	উপসচিব	২৩.০২.২০১৫
১১.	জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ (৪৭৯৫)	যুগ্মসচিব	০৫.০৩.২০১৫
১২.	বেগম রওশন আরা বেগম (৫০০২)	যুগ্মসচিব	০৭.০৫.২০১৫
১৩.	জনাব এস এম ফেরদৌস আলম (৬০৫৮)	উপসচিব	২৫.০৫.২০১৫

জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব এর বিদায় সম্বর্ধনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে যাঁরা কর্মরত ছিলেন/আছেন তাঁদের তালিকা পরিশিষ্ট-অ তে দেয়া হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

(১) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আহুত হরতাল ও সহিংস কর্মসূচীতে বিআরটিসি'র ৫৩ টি বাস ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ১৯টি বাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে এবং ৩৪ টি বাস ভাংচুর করা হয়েছে। এতে কর্পোরেশনের রাজস্ব ক্ষতিসহ সর্বমোট ৪২,০২,৩০,৪১১/- (বিয়াল্লিশ কোটি দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশত এগার) টাকা ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হরতাল ও সহিংস কর্মসূচীতে প্রথমেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিসি'র বাস আক্রান্ত হয়ে থাকে।

(২) ১,০০০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বের প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাতটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ সকল প্রকল্পে এডিপির সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ করতে হয়। ফলে সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছোট ও মাঝারি প্রকল্প প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা যায় না। এ প্রেক্ষাপটে মেগা প্রকল্পগুলিকে MTBF এর বাহিরে রেখে আলাদাভাবে বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন।

(৩) পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ৩ দিন সরকারী ছুটি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অল্প সময়ের মধ্যে রাজধানী ঢাকা থেকে নাড়ীর টানে অধিকাংশ মানুষকে গ্রামের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে হয়। কিন্তু এ স্বল্পসময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের বাড়ী যাওয়া এবং পুনরায় রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য পর্যাপ্ত পরিবহন যান এবং একই সাথে বিপুল পরিমান যানবাহন চলাচলের উপযোগী সড়ক/মহাসড়ক নেই। ফলে ঘরমুখো মানুষের নির্বিঘ্নে যাতায়াতে সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্বেও মানুষের দূর্ভোগ লাঘব প্রত্যাশিত মাত্রায় করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় উৎসবের নির্ধারিত দিনের আগের ৩ দিন ও পরের ৩ দিন সরকরী ছুটি ঘোষণা করা হলে মানুষ স্বাচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। বিষয়টি একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

(৪) বিগত ৩০ বছরের মধ্যে এ অর্থ-বছরে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয়েছে। অতিবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি সৃষ্ট বন্যা ও ফ্লাশ ফ্লাডে সারাদেশে জাতীয়, অঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কসমূহের মারাত্বক ক্ষতি হয়েছে। মহাসড়কসমূহকে যান চলাচল উপযোগী রাখা এখন বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক কার্যকর রাখার নিমিত্ত মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য অনুন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এবং
ডিজিটাল বাংলাদেশ

সময় ও ব্যয় হ্রাস এবং ঝামেলামুক্তভাবে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচীর লক্ষ্য। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এ লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম অনুশীলন করছে এবং ব্যাপকভাবে উৎসাহ ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এ বিভাগের উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল:

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১. ইন্টারএক্টিভ ওয়েবসাইট

১.১ অঙ্গীকার

- জনগণের তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা

১.২ বৈশিষ্ট্য

- ওয়েবসাইটে একটি ফিডব্যাক এ্যাপ্লিকেশন যুক্ত করা হয়েছে।
- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে জনগণকে অবহিত করার একটি অনলাইন মাধ্যম।
- এর মাধ্যমে যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে জানতে পারবে এবং মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- GRS, NIS, RTI এবং Innovation Team সহ সকল ফোকাল পয়েন্টকে নিয়ে নতুন পেজ প্রকাশ করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটের ফেসবুক বক্স ও ভিডিও বক্সকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যেখানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সম্পর্কিত ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে।

১.৪ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ ও স্টেকহোল্ডারগণ ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে ও মতামত দিতে পারছেন।

২. অনলাইন মনিটরিং অব রোড নেটওয়ার্ক

২.১ অঙ্গীকার

- উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে জনসাধারণের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করা।

২.২ বৈশিষ্ট্য

- এটি সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক ও সেতুর ক্ষতিগ্রস্থতা এবং তা মেরামতের সচিত্র অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা।
- এর মাধ্যমে এ বিভাগের আওতাধীন মহাসড়ক/সেতুসমূহের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনলাইনে জানা সম্ভব হচ্ছে।

২.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- ২৫টি মনিটরিং টিমের সকল প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd) এ প্রকাশ করা হয়। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলোকন করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ছবিসহ কর্মকান্ডের অগ্রগতি ওয়েবসাইটে আপলোড করেন। টিম তৎপ্রেক্ষিতে কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে পুনরায় মাঠ পর্যায়কে অবহিত করেন।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণও নির্ধারিত User Name এবং Password দিয়ে লগইন করে তার আওতাধীন ক্ষতিগস্ত মহাসড়ক ও সেতুর ছবিসহ প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করতে পারেন। এ বিষয়ে গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার তথ্যাদিও ছবিসহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে পারেন।
- কেন্দ্রীয়ভাবে উভয় কার্যক্রম অনলাইনে মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

২.৪ অর্জন

- অনলাইনে মনিটরিং প্রকৃতপক্ষেই সম্ভব হচ্ছে।
- অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থায় সময় ও অর্থ উভয়েরই সাশ্রয় হচ্ছে।

৩. অনলাইন গ্রিভেন্সেস রিড্রেস সিস্টেম

৩.১ অঙ্গীকার

- জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত অভিযোগ/মতামতের ভিত্তিতে বিভাগের কর্মকান্ডকে সমৃদ্ধ করা।

৩.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা সম্পর্কিত যেকোন অভিযোগ/মতামত জানানোর জন্য একটি অনলাইন মাধ্যম।
- এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে যে কোন অভিযোগ/মতামতের জবাব জনগণকে জানানো সম্ভব হচ্ছে।

৩.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- এ বিভাগের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুক পেইজে গিয়ে যে কেউ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকান্ড এবং মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অভিযোগ/মতামত বা পরামর্শ ছবিসহ প্রদান করতে পারেন। প্রাপ্ত মতামত বা পরামর্শ অত্যন্ত গুরত্বের সাথে খতিয়ে দেখে পুনরায় প্রকৃত তথ্য মতামত প্রদানকারীকে অনলাইনেই জানিয়ে দেয়া হয়।
- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত ফেসবুক একাউন্ট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ/মতামত/পরামর্শও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে খতিয়ে দেখা হয় এবং প্রকৃত অবস্থা বা গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো হয়।

৩.৪ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকান্ডে জনসাধারণের অভিযোগ/মতামতের মূল্যায়ন হচ্ছে।

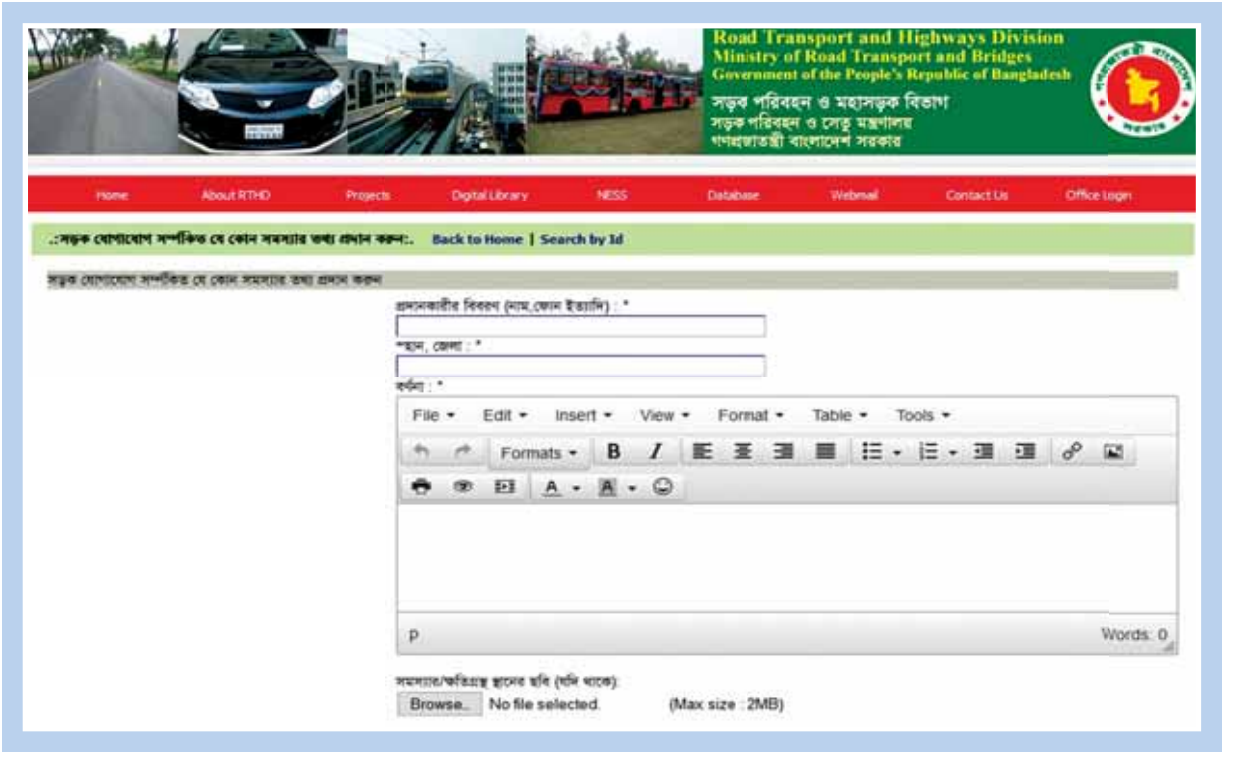

৪. ডিজিটাল লাইব্রেরী

৪.১ অঙ্গীকার

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টসের অনলাইন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৪.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস যেমন:- আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস্, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদি প্রাপ্তির অনলাইন ব্যবস্থা।

৪.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- যে কোন স্থান থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- ৯টি ব্লকে বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষিত আছে।

৪.৪ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ, জনসাধারণ ও স্টেকহোল্ডারগণ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসের সফটকপি ও হার্ডকপি তাৎক্ষণিকভাবে ওয়েবসাইটের ডিজিটাল লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন।

ডিজিটাল লাইব্রেরী

৫. অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

৫.১ অঙ্গীকার

- যথাযথভাবে ভূমির মালিকানার রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে সরকারী সম্পত্তি সুরক্ষা করা।

৫.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও বিআরটিসি'র ভূমির তথ্য উপাত্তসমূহ সংরক্ষণের অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- এ ভূমিসমূহের বতর্মান অবস্থা অনলাইনে জানা যাবে।

৫.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সওজ অধিদপ্তর ও বিআরটিসি'র মূল্যবান ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণের আধুনিক কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভূমিগ্রাসীরা আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১০টি জোনের অধীনে ৬৫টি সড়ক বিভাগে সফটওয়্যারটির প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সওজ অধিদপ্তর এর মালিকানাধীন ভূমির তথ্যাদি, ভূমির নকশা, গেজেট ইত্যাদি অনলাইনে এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- কক্সবাজার ও কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- সফটওয়্যারটিতে ভূমির তথ্যাদির পাশাপাশি ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিবরণ এবং সওজ'র এর পরিদর্শন বাংলোসমূহের তথ্য সন্নিবেশিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৪ অর্জন

- এ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমির রেকর্ড হালনাগাদ করে সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভূমি সংক্রান্ত সকল তথ্য অনলাইনে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- এতে জবরদখলকৃত ও বেহাত হয়ে যাওয়া ভূমি উদ্ধারের পথ সুগম হবে।

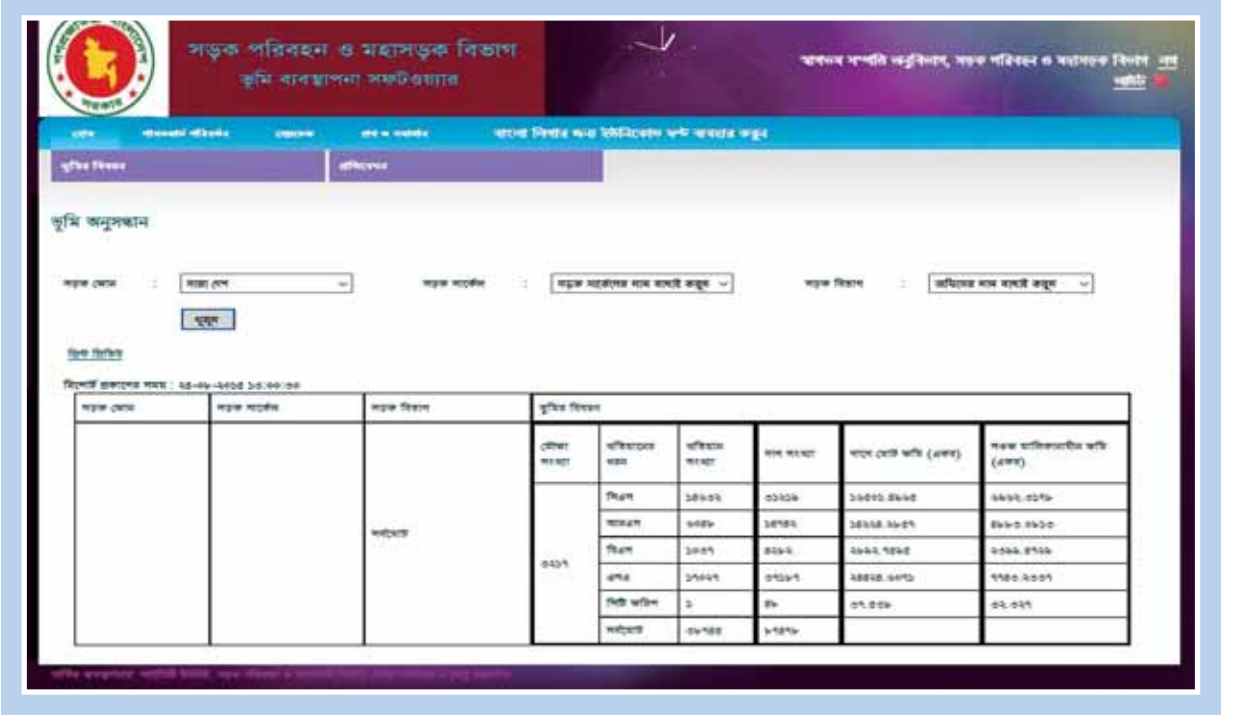

ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

৬. অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা

৬.১ অঙ্গীকার

- মামলা পরিচালনার কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করার মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ।

৬.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা সমূহের মামলাসমূহ মনিটরিং করার অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- এর মাধ্যমে মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৬.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে মামলা পরিচালনার কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত প্রত্যেকটি মামলার তথ্য এন্ট্রি দেয়া হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- এতে মামলার যে কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অনলাইনে দেখে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন।

৬.৪ অর্জন

- মামলায় জড়িত সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে।

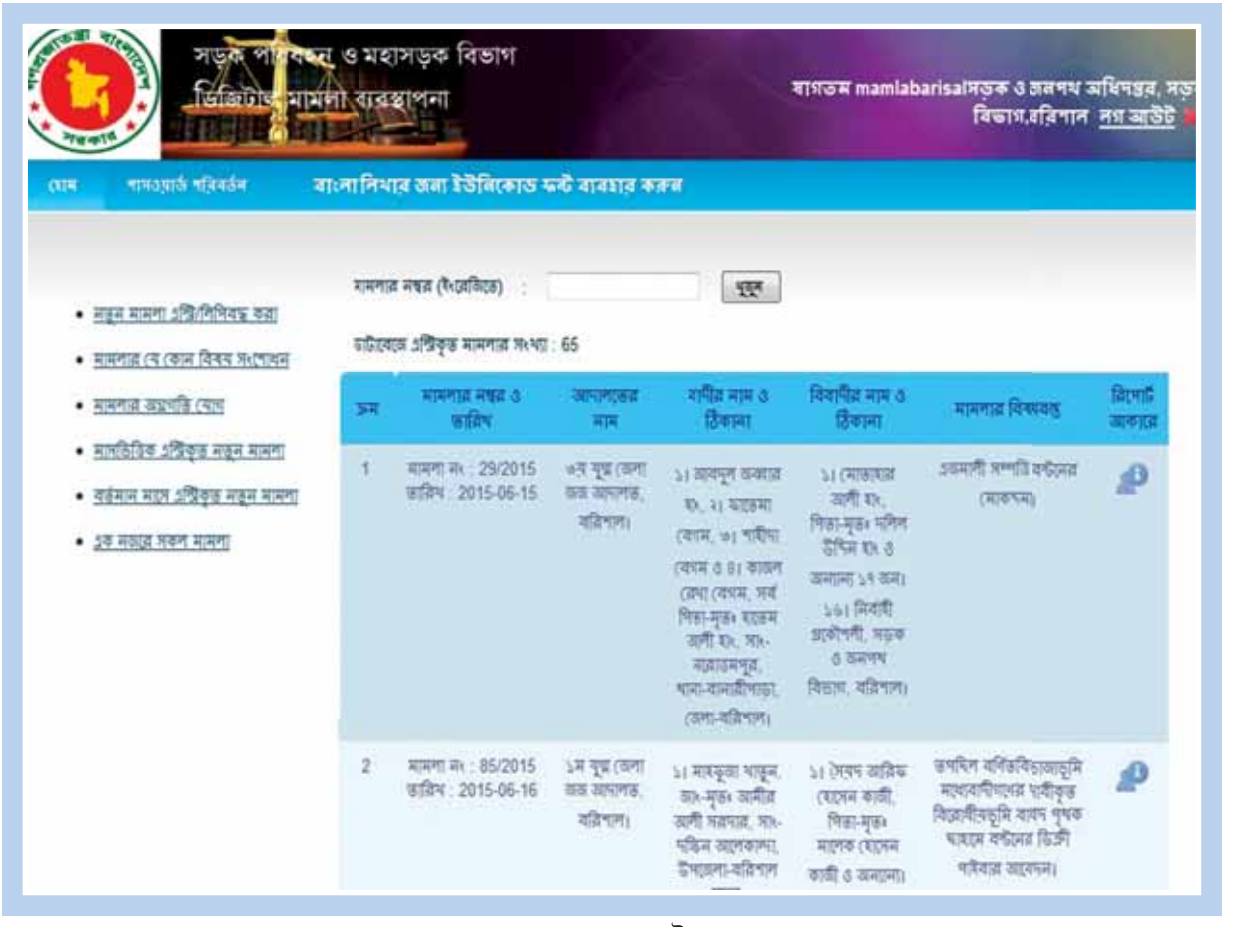

মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

৭. অনলাইন যানবাহন ব্যবস্থাপনা

৭.১ অঙ্গীকার

- বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক বহরের ব্যবস্থাপনা উন্নত করে আয় বৃদ্ধি করা।

৭.২ বৈশিষ্ট্য

- বিআরটিসি'র যানবাহনের তথ্যের রেকর্ড সংরক্ষণ করার অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- এর মাধ্যমে বিআরটিসি'র যে কোন যানবাহনের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনলাইনে জানা যাবে।

৭.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক বহরের প্রত্যেকটি যানের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত উপাত্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।
- এ সফটওয়্যারে ডিপোভিত্তিক যানবাহনগুলোর গতিবিধি ও বর্তমান অবস্থা হালনাগাদ করার সুযোগ রাখা হয়েছে।
- বাস ও ট্রাকের দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এন্ট্রির ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে।
- বিআরটিসি বাস বহরের সকল বাসের (১৫৩৩টি) উপাত্ত এন্ট্রি দেয়া সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রাথমিকভাবে বিআরটিসি'র মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর, মতিঝিল এবং জোয়ারসাহারা বাস ডিপোতে পরীক্ষামূলকভাবে সফটওয়্যারটির ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। উক্ত ডিপোসমূহ থেকে সফটওয়্যারে নিয়মিত প্রতিটি বাসের অবস্থা/অবস্থান হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং দৈনিক বাসভিত্তিক আয়-ব্যয়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল ডিপোতে সফটওয়্যারটি চালু করা হবে।

৭.৪ অর্জন

- তাৎক্ষণিকভাবে বিআরটিসি'র যে কোন বাস ও ট্রাকের অবস্থা ও অবস্থান জানা যাবে।
- বিআরটিসি'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

৮. গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ মার্কিং

৮.১ অঙ্গীকার

- সরকারের সফলতা অনলাইনে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা।

৮.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উলেখযোগ্য সেতু, ফ্লাইওভার, সকল অফিস, পরিদর্শন বাংলো, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)-এর সকল অফিস, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি)-এর সকল বাস ও ট্রাক ডিপো, ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং ওয়ার্কশপসমূহ গুগল ম্যাপে চিহ্নিত করার কার্যক্রম।
- গুগল ম্যাপে চিহ্নিত করার ফলে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার যেকোন স্থাপনার অবস্থান অনলাইনে জানা সম্ভব হবে।

৮.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থে চিহ্নিত করে ছবিসহ প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০ মিটার বা তদুর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের ৮৭টি সেতু ও ফ্লাইওভার এবং বিআরটিসি'র ৫টি বাস ডিপোর অবস্থান মার্ক করে ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।
- নিয়মিত নতুন নির্মিত ও পুনঃনির্মিত স্থাপনার অবস্থান মার্ক করে ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে।
- গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ ব্রাউজ করে এ সকল স্থাপনার উন্নয়ন পরবর্তী কার্যক্রমের ছবি সারা বিশ্ব দেখতে পারছে।

৮.৪ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার অবস্থান ও ছবি বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে দেখা সম্ভব হচ্ছে।

গুগল আর্থে হযরত শাহ আমানত (রহঃ) (৩য় কর্ণফুলী) সেতু

৯. ডেভেলপমেন্ট অব মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টারএ্যাক্টিভিটি

৯.১ অঙ্গীকার

- সব ধরণের গণপরিবহন সেবার তথ্যাদি ও টিকেট অনলাইনে প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি।

৯.২ বৈশিষ্ট্য

- একটি ওয়েবপোর্টাল ব্যবহার করে সড়কপথ, আকাশপথ, নৌ-পথ এবং রেলপথে যাতায়াত করার জন্য রুট, ভাড়ার তালিকা, সময়সূচী, গন্তব্য স্থানের দূরত্ব, টিকেট বুকিং, টিকেট ক্রয় ইত্যাদি সেবা গ্রহণের অনলাইন ব্যবস্থাপনা।
- এর মাধ্যমে ঘরে বসেই একটি পোর্টালের মাধ্যমে যেকোন পথে ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

৯.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন সেবা সংক্রান্ত ওয়েব পোর্টাল প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় 'ডেভেলপমেন্ট অফ মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টার‍্যাক্টিভিটি' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।
- ইতোমধ্যে ওয়েব পোর্টাল (www.etransport.gov.bd) প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে।
- বর্তমানে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের কার্যক্রম চলছে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর শীঘ্রই পোর্টালটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে।

৯.৪ অর্জন

- একই ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে সকল ধরণের গণপরিবহনের তথ্যাদি ও টিকেট অনলাইনে পাওয়া যাবে।

১০. ই-ফাইলিং (NESS)

১০.১ অঙ্গীকার

- পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিস স্থাপন।

১০.২ বৈশিষ্ট্য

- প্রথাগত কাগজের নথি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির অনলাইন ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।

১০.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রথম বিভাগ হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম বা National E-Service System (NESS) এর মাধ্যমে ১০ টি শাখার ৪৫ টি নথি প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে, যার কোন বিকল্প নথি নেই।

১০.৪ অর্জন

- সেবা প্রদান ও সিদ্ধান্ত প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুততর করা যাবে।
- পর্যায়ক্রমে সকল নথি এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

১১. ইনোভেশন সার্কেল

১১.১ অঙ্গীকার

- নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবার মান ও গতির উন্নয়ন সাধন করা।

১১.২ বৈশিষ্ট্য

- এ বিভাগে ১ জন চীফ ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিম রয়েছে।
- বিভাগের আওতাধীন অফিসসমূহেও অনুরুপ ইনোভেশন টিম রয়েছে।

- টিমসমূহ সভার মাধ্যমে ইনোভেটিভ আইডিয়াসমূহ উদ্ভাবন করে এবং সংশ্লিষ্টদেরকে উদ্বুদ্ধ করে।
- উদ্বাবিত আইডিয়াসমূহ বাছাই, প্রক্রিয়াকরন এবং বাস্তবায়নে ইনোভেশন টিম কাজ করে থাকে।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম সমন্বয় ও মনিটরিং করে থাকে।

১১.৩ গৃহীত কাযক্রম

- অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ন্যায় এ বিভাগে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।
- ইনোভেশন টিমসমূহ বেশ কয়েকটি ইনোভেশন আইডিয়া উদ্ভাবন করেছে।
- উদ্ভাবিত আইডিয়াসমূহ নিয়মিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে।
- এ বিভাগের সচিব, চীফ ইনোভেশন অফিসার এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ইনোভেশন সার্কেলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেছেন।

১১.৪ অর্জন

- এ বিভাগের ইনোভেটিভ আইডিয়া মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৬ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া গিয়েছে।
- এ বিভাগের ইনোভেটিভ ইলেক্ট্রনিক-লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু আইডিয়াটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন পেয়েছে।
- মোটরগাড়ির ট্যাক্স ও ফি ক্যালকুলেটর প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশের ইনোভেটিভ আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভা কক্ষে সোস্যাল মিডিয়া আড্ডা

খুলনা বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেল সভায় এ বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক

সিলেট বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেল সভায় এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জনাব সফিকুল ইসলাম

১২. অনলাইনে তথ্য অধিকার

১২.১ অঙ্গীকার

- জনসাধারনের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগনের চিন্তা, বিবেক, বাক-স্বাধীনতা ও তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা।

১২.২ বৈশিষ্ট্য

- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণের একটি অনলাইন মাধ্যম।

১২.২ গৃহীত কার্যক্রম

- জনসাধারনের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার নিমিত্ত এ বিভাগ এবং অধিনস্থ দপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করে ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।
- তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আরটিআই (RTI) নামে একটি আলাদা ব্লক রয়েছে।
- ওয়েবসাইটে অথবা সরাসরি আবেদনের মাধ্যমে যে কেউ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ দপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার যে কোন তথ্য জানতে পারে। জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আইন মোতাবেক চাহিত তথ্য জানিয়ে দেয়া হয়।
- আরটিআই (RTI) এর তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটের সংশ্লিষ্ট অংশে জানিয়ে দেয়া হয়।
- তথ্য অধিকার ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে এ বিভাগের কর্মকান্ড এবং বিভিন্ন আইন, বিধি, নীতিমালা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
- জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য এ বিভাগের "তথ্য অবমুক্তকরন নীতিমালা ২০১৫" প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১২.৩ অর্জন

- এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিস সমূহের কর্মকান্ডের তথ্যসমূহ জনসাধারনের জানার অধিকার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

১. মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট

১.১ অঙ্গীকার

- আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নাম্বারপ্লেট ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১.২ বৈশিষ্ট্য

- নাম্বারপ্লেট তৈরীতে আন্তর্জাতিক মানের এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয় ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হচ্ছে।
- নাম্বারপ্লেট রেজিস্ট্রেশন নম্বর এমবোজডকৃত ও সিকিউরিটি হলোগ্রামযুক্ত হওয়ার ফলে সহজে নকল করা যায় না।
- একমুখী স্ক্রু দ্বারা সংযোজন করার ফলে এক গাড়ির নাম্বারপ্লেট অন্য গাড়িতে ব্যবহার করা যায় না।
- রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ বৈশিষ্ট্যের কারণে নাম্বারপ্লেট দিনে ও রাতে সমানভাবে দৃশ্যমান।
- সকল গাড়িতে একই মানের নাম্বারপ্লেট এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- প্রচলিত হাতে লেখা নাম্বারপ্লেটের সকল অসুবিধা দূর করে সড়ক পরিবহন সেক্টরে সার্বিক শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রবর্তন করা হয়েছে।
- গ্রাহকদের হয়রানি লাঘবে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত হওয়ার পরপরই সংযোজনের সুনির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে গাড়ীর মালিককে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১,৮১,৫১০ টি রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্বে প্রস্তুতকৃত রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেটসহ একই সময়ে ২,২১,২৩৮ টি বিভিন্ন গাড়ীতে সংযোজন করা হয়েছে।

১.৪ অর্জন

- এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে।
- একই নাম্বারপ্লেট একাধিক গাড়িতে ব্যবহার ও ভূয়া নাম্বারপ্লেট ব্যবহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে।
- গাড়ী চুরি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, উদ্ধার প্রক্রিয়া এবং অপরাধে জড়িত গাড়ী সনাক্তকরণ সহজ হয়েছে।

২. মোটরযানের রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ

২.১ অঙ্গীকার

- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যানবাহন ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়ন।

২.২ বৈশিষ্ট্য

- আরএফআইডি ট্যাগ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উইন্ডশিল্ড স্টিকার যা গাড়ির উইন্ডশিল্ডে ভিতরের দিক থেকে সেলফ এডহেসিভ দ্বারা লাগানো হয়।
- এই ট্যাগের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, চেচিস নাম্বার ও গাড়ির ধরণ সংক্রান্ত কোড থাকে, ফলে এই ট্যাগযুক্ত কোন মোটরযান কোন আরএফআইডি স্টেশন অতিক্রমকালে স্টেশনে অবস্থিত এন্টেনা উক্ত কোড/সিগনাল ষ্টেশনে অবস্থিত অপর একটি ডিভাইস আরএফআইডি রিডারে প্রেরণ করে এবং রিডার তা নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির মাধ্যমে সেন্ট্রাল সার্ভারে প্রেরণ করে। নিয়ন্ত্রণকক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট গাড়ির অবস্থানসহ যাবতীয় তথ্য দৃশ্যমান হয়। এছাড়া হ্যান্ডহেল্ড আরএফআইডি রিডার এর সাহায্যেও আরএফআইডি ট্যাগযুক্ত কোন গাড়ির তথ্য নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে (১১ মিটার) যাচাই করা যাবে।
- এক গাড়িতে সংযোজিত ট্যাগ অন্য গাড়িতে ব্যবহার করা যায় না।

২.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ সংযোজনের মাধ্যমে গাড়ীর অবস্থান ও গতিবিধি মনিটরিং করা যাচ্ছে।
- গ্রাহকদের হয়রানি লাঘবে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত হওয়ার পরপরই সংযোজনের সুনির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে গাড়ীর মালিককে মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১,৮১,৫১০ টি রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্বে প্রস্তুতকৃত রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপেটসহ একই সময়ে ২,২১,২৩৮ টি বিভিন্ন গাড়ীতে সংযোজন করা হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১২টি আরএফআইডি ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

২.৪ অর্জন

- কন্ট্রোল স্টেশন থেকে আরএফআইডি ট্যাগ যুক্ত গাড়ির অবস্থান জানা যাচেছ।
- মোটরযানের রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে।
- মোটরযানের শ্রেণীভিত্তিক টোল আদায় করা যাবে।
- গাড়ি চুরি প্রতিরোধ সহজ হচ্ছে।
- স্বয়ংক্রিয় এক্সেল লোড কন্ট্রোল পদ্ধতি ব্যবহারে সহায়ক হবে।

৩. মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

৩.১ অঙ্গীকার

- মালিকানাসহ মোটরযানের সকল তথ্য সম্বলিত সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন।

৩.২ বৈশিষ্ট্য

- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড যার উভয় পার্শ্বে গাড়ি ও মালিকানা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও গাড়ির মালিকের ছবি প্রিন্টেড থাকে।
- চিপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মোটরযান ও মোটরযানের মালিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও মালিকের বায়োমেট্রিক্স সংরক্ষিত থাকে।

- Overt (খালি চোখে দৃশ্যমান) ও Covert (বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে দৃশ্যমান) উভয় ধরনের একাধিক নিরাপত্তা ফিচার বিদ্যমান।
- Overt ফিচার হিসেবে সার্টিফিকেটের মাঝখানে বাংলাদেশের ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ম্যাপ রয়েছে এবং শহীদ মিনার ও জাতীয় সংসদের হলোগ্রাফিক ছবি ফ্লিপার ইমেজ হিসেবে দৃশ্যমান।
- Covert ফিচার হিসেবে গাড়ির মালিকের গোষ্ট ইমেজ, বিআরটিএ'র লোগো ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ এর ছবি রয়েছে যা UV (ultra violet) রশ্মির সাহায্যে দৃশ্যমান হয়।
- দ্বিমাত্রিক বারকোডে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে মুদ্রিত সকল তথ্য এবং ১-ডি বারকোডে কার্ডের ক্রমিক নম্বর এনক্রিপ্টেড থাকে যা বারকোড রিডার দ্বারা দৃশ্যমান হয়।

৩.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানের প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক) এর অসুবিধাসমূহ দুর করে মেশিন রিডেবল ও সহজে বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ শুরু হয়েছে।
- জুন ২০১৪ মাস হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের কার্যক্রম চলছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১,৮০,২৬৯টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরি এবং ৮২,৩৯৩টি বিতরণ করা হয়েছে।
- বায়োমেট্রিক্স গ্রহন ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরনের নিমিত্ত গ্রাহককে স্বয়ংক্রিয় এসএমএস এর মাধ্যমে অবগত করা হচ্ছে এবং গ্রাহক এসএমএস এর মাধ্যমে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহনপূর্বক বায়োমেট্রিক্স প্রদান ও সার্টিফিকেট গ্রহন করছে।

৩.৪ অর্জন

- এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সকল মোটরযানের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

৪. স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

৪.১ অঙ্গীকার

- অদক্ষ, অবৈধ ও লাইসেন্স বিহীন চালক দ্বারা মোটরযান চালানো বন্ধ করে সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাস।

৪.২ বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড যার উভয় পার্শ্বে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও গ্রাহকের ছবি প্রিন্টেড থাকে।
- চিপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট চালকের বায়োমেট্রিক্সসহ লাইসেন্সে যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকে।
- Overt (খালি চোখে দৃশ্যমান) ও Covert (বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে দৃশ্যমান) উভয় ধরনের একাধিক নিরাপত্তা ফিচার বিদ্যমান।
- Overt ফিচার হিসেবে একটি ত্রিকোণাকার চিহ্ন (লাল হতে সবুজ রঙে পরিবর্তনযোগ্য) বিদ্যমান। এছাড়া সার্টিফিকেটের মাঝখানে বাংলাদেশের ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ম্যাপ রয়েছে এবং শহীদ মিনার ও জাতীয় সংসদের হলোগ্রাফিক ছবি ফ্লিপার ইমেজ হিসেবে দৃশ্যমান।
- Covert ফিচার হিসেবে গ্রাহকের ঘোস্ট ইমেজ, বিআরটিএর লোগো ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ এর ছবি ইত্যাদি রয়েছে যা UV (ultra violet) রশ্মির সাহায্যে দৃশ্যমান হয়।
- ড্রাইভিং লাইসেন্সে সকল তথ্য ২-ডি বারকোডে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নাম্বার ১-ডি বারকোডে এনক্রিপ্টেড থাকে যা বারকোড রিডার দ্বারা দৃশ্যমান হয়।

৪.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ হতে ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন করা হয়েছে। স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সে লাইসেন্সধারীর বিভিন্ন তথ্যের পাশাপাশি বায়োমেট্রিক্স (চার আঙ্গুলের ছাপ, ডিজিটাল ছবি ও স্বাক্ষর) সংরক্ষিত থাকে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২,০০,৪২৫ টি ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- পেশাদার ও অপেশাদার মোটরযান চালককে স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৪.৪ অর্জন

- অদক্ষ, অবৈধ ও লাইসেন্স বিহীন ড্রাইভিং এর প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- বৈধ প্রক্রিয়ায় লাইসেন্স গ্রহণের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫. অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়

৫.১ অঙ্গীকার

- মোটরযানের কর ও ফি আদায় পদ্ধতি সহজীকরণ এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৫.২ বৈশিষ্ট্য

- অন-লাইন ব্যাংকের নির্ধারিত যে কোন শাখা বা বুথে মোটরযান কর/ফি জমা প্রদানের সুবিধা।
- ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকে কর/ফি প্রদানের সুবিধা।
- প্রদত্ত কর ও ফি এর সঠিকতা অন লাইনে যাচাই করার সুবিধা।

৫.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- ডাক বিভাগের মাধ্যমে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায়ের বিড়ম্বনা ও দুর্নীতি রোধে ১০ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- বর্তমানে ১০টি ব্যাংক (ব্রাক, ইউসিবিএল, ইবিএল, সিটি, ট্রাস্ট, এনআরবি কমার্সিয়াল, এনআরবি এমটিবি, ওয়ান ও মিডল্যান্ড ব্যাংক) এর ১৯৬টি শাখা/বুথের মাধ্যমে সারা দেশে অনলাইন পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট ১০৬০.৪৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।
- মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি পরিশোধ পদ্ধতি আরো সহজ করার নিমিত্ত গত ১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ থেকে ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে।
- পরিশোধিত ট্যাক্স ও ফি ওয়েবসাইটে (www.brta.cnsbd.com) যাচাই করা যায়।

৫.৪ অর্জন

- মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি আদায়ে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- জনগণের বিড়ম্বনা প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছে।
- রাজস্ব আদায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. বিআরটিএ'র কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার

৬.১ অঙ্গীকার

- সড়কযান, সড়কযানের মালিক, গাড়ীচালক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি একত্রে নিরাপদে সংরক্ষণ।

৬.২ বৈশিষ্ট্য

- বিআরটিএ'র প্রদেয় সকল ডিজিটাল সেবার ডাটা নিরাপদে সংরক্ষণ।
- ডিজিটাল সেবা গ্রহণের জন্য অন-লাইনে আবেদন করার সুবিধা।
- বিআরটিএ'র অফিস হতে ডিজিটাল সেবা গ্রহণের জন্য গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ।

৬.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- বৈদেশিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৬.৪ অর্জন

- কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টার স্থাপন সম্পন্ন হলে এ ডাটাসেন্টার ব্যবহার করে সহজে সড়কযান, সড়কযানের মালিক, গাড়ীচালক ইত্যাদি সংশ্লিষ্টদের সেবা প্রদান সহজ ও নিরাপদ হবে।

৭. ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার

৭.১ অঙ্গীকার

- গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান।

৭.২ বৈশিষ্ট্য

- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গাড়ির এ্যাক্সালেরেশন টেস্ট।
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গাড়ির ব্রেক টেস্ট।
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গাড়ির এ্যালাইনমেন্ট টেস্ট।
- গ্যাস এ্যানালাইজারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গাড়ির একজস্ট গ্যাস কনটেন্ট এ্যানালাইজ করা।

৭.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে অকার্যকর ৫টি (ঢাকার মিরপুরে ১টি, ঢাকার ইকুরিয়ায় ১টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বৈদেশিক সহযোগিতায় ঢাকার মিরপুরে ১টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের জন্য অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান পঞ্জিকা বর্ষে উক্ত ভিআইসি চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ঢাকাস্থ ভিআইসি প্রতিস্থাপনের অভিজ্ঞতার আলোকে অপর ৪টি ভিআইসি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় (মোট ১৫ টি জেলায়) নতুন Vehicle Inspection Center (VIC) এবং Motor Driving Testing and Training Center (MDTTC) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নিকট থেকে প্রাপ্ত ৩.০০ একর অকৃষি খাস জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদানের প্রস্তাব ৮,২৭,৮৬,৫০০/- টাকা সেলামীতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় Motor Driving Testing and Training Center (MDTTC) স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কর্তৃক ৪.৫০ একর ভূমি বরাদ্দের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭.৪ অর্জন

- ভিআইসিগুলো প্রতিস্থাপনের পর মোটরযান ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফিরে আসবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

১. ই-টিকেটিং সিস্টেম

১.১ অঙ্গীকার

- দুর্নীতি ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ এবং টিকেট বিক্রয়ের রেকর্ড সংরক্ষণে ই-টিকেটিং সিস্টেম প্রবর্তন।

১.২ বৈশিষ্ট্য

- ইতোপূর্বে প্রচলিত ছাপানো টিকেটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের দূর্নীতি ও সরকারের রাজস্ব ফাঁকির সুযোগ থেকে যেত। তাছাড়া বিক্রিত টিকেটের প্রকৃত সংখ্যা, সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি কোনকিছুরই কোন গ্রহণযোগ্য রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ ছিল না। ই-টিকেটিং পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক মেশিন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য নির্ধারিত ভাড়ার টিকেট প্রিন্ট করে যাত্রীকে প্রদান করা হয় এবং এ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকে।

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- গত জুলাই ২০০৯ মাস থেকে বিআরটিসি বাস সার্ভিসে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়।
- বর্তমানে মতিঝিল-আব্দুল্লাহপুর রুটে এসি বাসে ই-টিকেটিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ই-টিকেটিং সিস্টেমের আওতায় রুটের সংখ্যা আরো বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে।

১.৪ অর্জন

- অর্থ আত্মসাতের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।
- রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. স্মার্ট পাস (S-PASS) কার্ড

২.১ অঙ্গীকার

- যাত্রীসাধারণের বারংবার টিকেট সংগ্রহের ঝামেলা নিরসন।

২.২ বৈশিষ্ট্য

- Smart PASS (S-PASS) এক ধরণের ফেয়ার কার্ড, যা যাত্রী পরিবহনের ভাড়া ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিশোধে ব্যবহৃত হয়। এ কার্ডধারী একজন যাত্রীকে প্রতিবার ভ্রমণের সময় পৃথকভাবে টিকেট সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। যাত্রী সাধারণ যে কোন জায়গা থেকে যে কোন গন্তব্যে ভ্রমণ করতে পারেন। প্রথমবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে এসপাস (S-PASS) কার্ডটি সংগ্রহ করতে হয়, যাতে প্রাথমিক ব্যালেন্স থাকে। ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে ২টি রুটের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৭টি S-PASS Ticket Shop থেকে কার্ডটি রিচার্জ করে নেয়া যায়। এই কার্ড ব্যবহার করে ভ্রমণের ক্ষেত্রে একজন যাত্রীকে বাসে ওঠার সময় বাসে রক্ষিত ICT Reader Device এ কার্ড স্পর্শ করে বাসে উঠতে হয়। নির্দিষ্ট গন্তব্যে ভ্রমণের পর বাস থেকে নামার সময় পুনরায় কার্ডটি ICT Reader Device এ স্পর্শ করাতে হয়। এতে ভ্রমণের ভাড়া যাত্রীর কার্ডে রিচার্জকৃত অর্থ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে রাখা হয়।

২.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- এপ্রিল ২০১২ মাস থেকে ঢাকা মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে ১১৬টি সিটি বাসে ICT Reader Device সহ Smart PASS (S-PASS) ফেয়ার কার্ড চালু করা হয়।
- ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে এসপাস (S-PASS) স্মার্ট কার্ডের ব্যবহার শুরুর পর ৩০ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৩১,৫৭৩ জন যাত্রী এসপাস (S-PASS) স্মার্ট কার্ড ক্রয় করে বিআরটিসি'র বাসে যাত্রী সেবা গ্রহণ করছেন।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১২৭০ জন যাত্রী S-PASS কার্ড ক্রয় করেছেন।

২.৪ অর্জন

- কার্ডধারী যাত্রীকে প্রতিবার ভ্রমণের সময় টিকেট সংগ্রহ করতে হয় না।

S-PASS ফেয়ার কার্ড

৩. ডিজিটাল বিআরটিসি বাস

৩.১ অঙ্গীকার

- ভ্রমণকালীন সময়ে বাসে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান।

৩.২ বৈশিষ্ট্য

- যাত্রী সাধারণ এই বাসে বসে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। Smart Phone এর মাধ্যমে এই সুবিধা উপভোগ করা যাবে। প্রথমে Smart Phone এর Play Store অপশনে প্রবেশ করে Q.R. Code Reader ডাউনলোড করতে হবে। Q.R. Code Reader ডাউনলোড হয়ে গেলে Q.R. Code Reader টি Install করতে হবে। বাসের সাথে সংযুক্ত Q.R. Code টি স্ক্যান করতে হবে। Q.R. Code টি স্ক্যান করা হলে ok এবং cancel দুটি অপশন আসবে। "OK" বাটন চাপলেই ফোনটি বাসের ওয়াই-ফাই এর সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং ইন্টারনেট এর সকল সুবিধা পাওয়া যাবে।

৩.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় ডিজিটাল বাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ১০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ হতে ঢাকা মহানগরীর আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসির ১৫টি বাসে পরীক্ষামূলকভাবে Wi-Fi Internet সুবিধা চালু করা হয়।
- এ সেবার জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে বর্তমানে উল্লিখিত রুটের ২৫টি বাসে Wi-Fi Internet সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- প্রতিটি বাসে কমপক্ষে ৪০ জন যাত্রী ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন।

৩.৪ অর্জন

- যাত্রী সাধারণ যাতায়াত সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে পারছেন।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

১. ই-ক্লিয়ারিং হাউস

১.১ অঙ্গীকার

- একই কার্ডে সকল ধরণের গণপরিবহনে যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১.২ বৈশিষ্ট্য

- একই ইলেকট্রনিক কার্ড ব্যবহার করে গণপরিবহনে যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারী বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে।
- যাতায়াত ও জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে এবং সময়ের অপচয় কম হবে।
- ব্যবহার অনুযায়ী আয় বিভিন্ন গণপরিবহন পরিচালনাকারীদের মধ্যে ২৪ ঘন্টার ভিতর অনলাইনে বিতরণ হবে। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

- ভবিষ্যতে এ কার্ড বহুমাত্রিক আর্থিক লেনদেনেও ব্যবহার করা যাবে। ফলে জনসাধারণের আর্থিক লেনদেন সহজতর হবে।

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- সকল ধরণের গণপরিবহনে একই ইলেকট্রনিক কার্ড ব্যবহার করে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিটিসিএতে মে, ২০১৪ মাস হতে ঢাকা মহানগর এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে ই-কার্ড চালু ও Clearing House প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- Clearing House প্রতিষ্ঠার ফলে একই ই-কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন গণপরিবহণে যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির বাস, বিআইডবিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে।
- ব্যবহার অনুযায়ী আয় বিভিন্ন গণপরিবহন পরিচালনাকারীদের মধ্যে ২৪ ঘন্টার ভিতর অনলাইনে বিতরণ হয়ে যাবে।
- ভবিষ্যতে এ কার্ড বহুমাত্রিক আর্থিক লেনদেনেও ব্যবহার করা যাবে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে এই কার্ডের নাম Rapid Pass নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.৪ অর্জন

- যাতায়াত ও জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর

১. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

১.১ অঙ্গীকার

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা।

১.২ বৈশিষ্ট্য

- Management Information System (MIS) এর মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে এবং সহজতর ও গতিশীল করা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য একটি তথ্য ভান্ডার। এ তথ্যভান্ডারে ১৩ ধরণের মডিউল বা ডাটাবেজ আছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত ডাটাবেইজসমূহ ব্যবহৃত হয়- (ক) সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS) (খ) অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ (গ) পারসোনাল ডাটাবেইজ (ঘ) রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (RMMS) (ঙ) ব্রিজ মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (BMMS) (চ) প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম (ছ) ফাইন্যান্সসিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (জ) টেন্ডার ডাটাবেইজ (ঝ) সিডিউল অব রেটস (ঞ) কন্ট্রাক্টর ডাটাবেইজ (ট) ট্রেনিং ডাটাবেইজ (ঠ) ডকুমেন্ট ডাটাবেইজ (ড) ভেহিকেল এন্ড ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VEMS)

১.৩ গৃহীত কার্যক্রম

ক) সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS)

মডিউলগুলোর মধ্যে প্রধান মডিউল হলো Central Management System (CMS). এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে উন্নয়ন খাতের আর্থিক কর্মকান্ড মনিটরিং করা হয়ে থাকে। এ সফটওয়্যারের এমন একটি সেফটিনেট রয়েছে যার মাধ্যমে বরাদ্দের অতিরিক্ত পেমেন্ট প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ) অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ (Organizational Database)

সওজ এর অফিস সমুহের তথ্য অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ এ সংরক্ষিত আছে। সওজ এর জোন, সার্কেল, বিভাগীয় ও উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল ও অন্যান্য তথ্য অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গ) পারসোনাল ডাটাবেইজ (Personal Database)

সওজ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় তথ্য পারসোনাল ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য, পোস্টিং, বদলি, পদোন্নতি, যোগাযোগ এর তথ্য, ট্রেনিং ও চাকরি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পারসোনাল ডাটাবেইজ এ সংরক্ষিত আছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। সওজ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এর প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদান করে থাকে ।

ঘ) **রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Road Maintenance Management System-RMMS)**

সওজ অধিদপ্তর এর সকল মহাসড়কের তথ্য রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম এর ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হয় এবং রোড সার্ভে ডাটা হালনাগাদ করা হয়। সড়কের অবস্থান, ট্রাফিক, রাফনেস, রোড কন্ডিশন , রোড ইনভেনটরি এর তথ্য RMMS ডাটাবেইজে সংরক্ষিত আছে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। RMMS ডাটাবেইজ এর সাহায্যে HDM-4 এর মাধ্যমে সওজ এর রাস্তার উন্নয়ন ও বরাদ্দ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

ঙ) **ব্রিজ মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (Bridge Maintenance Management System-BMMS)**

ব্রিজ মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম এ ব্রিজ ও কালভার্ট এর তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং সার্ভে ডাটা হালনাগাদ করা হয়। BMMS এ ব্রিজ ও কালভার্ট এর অবস্থান, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, নির্মাণের বৎসর এর পাশাপাশি বর্তমান অবস্থার তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সংরক্ষিত তথ্য বিশেষণ করে ব্রিজ ও কালভার্ট এর মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

চ) **প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম (Project Monitoring System-PrMS)**

বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (ADP), উপ প্রকল্প এবং প্রকল্পের উপাদান এর তথ্য প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম (PrMS) এর মাধ্যমে সংরক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়। সওজ অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয় থেকে প্রতিটি প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং প্রকল্প অফিস থেকে প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম এ সংরক্ষণ করা হয়। এর মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করা হয়।

ছ) **ফাইন্যান্সসিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (Financial Management System-FMS)**

এই ডাটাবেজে সমস্ত বরাদ্দসমূহ এবং প্রত্যেক অফিসের মাসিক আয়-ব্যয় এর হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়। এই ডাটাবেজ ব্যবহার করে মাসিক ক্যাশবুক ও হিসাব প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

জ) **টেন্ডার ডাটাবেইজ (Tender Database)**

সওজ অধিদপ্তর এর অফিসসমূহে টেন্ডার ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের দরপত্র সওজ অধিদপ্তর এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে থাকে। কন্ট্রাকটরগণ অনলাইন এ প্রবেশ করে দরপত্রসমূহ দেখতে পারেন এবং দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ঝ) **সিডিউল অব রেটস (Schedule of Rates)**

এ ডাটাবেজে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত সমস্ত আইটেম সমূহের রেট এনালাইসিস থেকে শুরু করে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণ অনুমোদিত রেটে কনট্রাক্ট এস্টিমেট করে থাকেন।

ঞ) **কন্ট্রাক্টর ডাটাবেইজ (Contractor Database)**

এ ডাটাবেজে ঠিকাদারগণের বিভিন্ন তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, শ্রেণী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়।

ট) **ট্রেনিং ডাটাবেইজ (Training Database)**

ট্রেনিং ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে সওজ অধিদপ্তর এর ট্রেনিং সেন্টার কর্মকর্তা/কমচারীদের ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। ট্রেনিং সিডিউল, ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণকারীদের নাম, ট্রেইনারদের নাম, ট্রেনিং এর বিষয়, ট্রেনিং এর ফলাফল ইত্যাদি ট্রেনিং ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করে থাকেন এবং ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে অবহিত করা হয়।

ঠ) **ডকুমেন্ট ডাটাবেইজ (Document Database)**

বিভিন্ন টেকনিক্যাল কাগজপত্র, ইউজার ম্যানুয়াল, সওজ অধিদপ্তর সম্পর্কিত আইন, নিয়ম ও প্রবিধান ডকুমেন্ট ডাটাবেইজ এ সংরক্ষিত আছে। সওজ অধিদপ্তর এর ওয়েব সাইটের মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ তা জানতে পারেন।

ড) **ভেহিকেল এন্ড ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VEMS)**

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সব অফিসে ব্যবহৃত যানবাহন ও সরঞ্জাম এর যাবতীয় তথ্য VEMS এ সংরক্ষণ করা হয়। যানবাহন ও সরঞ্জাম এর ধরণ, চেসিস নম্বর, মডেল, ইনভেন্টরী নম্বর, ব্যাটারী সাইজ, বর্তমান অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদান করে থাকে।

- File Transfer Protocol (FTP) সার্ভারের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস সংযুক্ত। FTP সার্ভার ব্যবহার করে বৃহৎ আকারের ফাইল দ্রুত আন্তঃঅফিস আদান-প্রদান করা হচ্ছে।

১.৪ অর্জন

- অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি হয়েছে।

২. ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP)

২.১ অঙ্গীকার

- সরকারী ক্রয়ে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

২.২ বৈশিষ্ট্য

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল (http://www.eprocure.gov.bd) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) কর্তৃক তৈরী, গৃহীত ও পরিচালিত। ই-জিপি সিস্টেমটি সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা (পিএ) এবং ক্রয়কারী (পিই)-সমূহের ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য একটি অনলাইন পাটফর্ম।
- এটি একমাত্র ওয়েব পোর্টাল যেখান থেকে এবং যার মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরাপদ ওয়েব বেইজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে। ই-জিপি সিস্টেম সিপিটিইউ'তে স্থাপিত ডাটা সেন্টারে ধারণ করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ই-জিপি ওয়েব পোর্টালে প্রবেশ করতে পারেন।

২.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- বৈদেশিক সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমের অন্যতম ক্রয়কারী বা Procuring Entity হচ্ছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সকল ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন অনলাইনে করা হচ্ছে।
- ২ জুন ২০১১ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্তসড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ই-জিপির মাধ্যমে সর্বমোট ৪,৮৪০ টি দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করেছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ই-জিপির আওতায় ৩,০৪৪ টি দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

২.৪ অর্জন

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সকল ক্রয়কার্য প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩. এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

৩.১ অঙ্গীকার

- অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজনের মালামাল বহনকারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্থতা ও দুর্ঘটনা হ্রাস।

৩.২ বৈশিষ্ট্য

- Axle Load Control Station দিয়ে কোন গাড়ী অতিক্রম করার সময় ডিজিটাল ডিসপ্লেতে পণ্যসহ গাড়ীর ওজন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত হয়। গাড়ীর চালক ডিজিটাল ডিসপ্লেতে এবং Axle Load Control মেশিন পরিচালনাকারী মেশিনে তা দেখতে পায়। একই সাথে মেশিন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তারিখ, সময় ও ওজন সম্বলিত একটি বিবরণী বের হয়ে আসে। মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২ অনুযায়ী ওভার লোডেড মোটরযানসমূহকে ফেরত পাঠানো হয়। তবে অতিরিক্ত মালামাল নামিয়ে দিয়ে অনুমোদিত সবোর্চ্চ সীমার মধ্যে এনে পুনরায় একই পদ্ধতিতে যানটি গন্তব্যে যেতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, Axle Load Control Station অতিক্রমকারী যানবাহনের ভিডিও চিত্রও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তিন মাসের জন্য স্টেশনের আর্কাইভে সংরক্ষিত থাকে।

৩.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১২ গত ১ জুলাই ২০১২ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে।

- মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ ০৫টি স্থানে স্থায়ী এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন এবং ১১টি স্থানে পোর্টেবল ওয়ে স্কেল স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।
- নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার নিমিত্ত এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করার জন্য ওয়েব বেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩.৪ অর্জন

- অতিরিক্ত ভারবাহী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের ফলে মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্থতা হ্রাস পাচ্ছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে।

৪. হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (HDM)

৪.১ অঙ্গীকার

- মহাসড়ক এর মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.২ বৈশিষ্ট্য

- HDM-4 হাইওয়ে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটি ব্যবহার করে সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগের প্রকৌশলগত ও অর্থনৈতিক টেকসইতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- বিশ্বের অন্যান্য দেশেও মহাসড়কের International Roughness Index (IRI) ব্যবহারে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৪.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- ২০০৪ সালে সওজ অধিদপ্তরাধীন ১৫০০০ কিলোমিটার মহাসড়কের ও সড়কের সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় এবং পরবর্তি বছর সমূহে বিভিন্ন পর্যায়ে সার্ভে কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডাটাবেজের উন্নয়ন করা হয়। আবার ২০১৩ সাল হতে HDM Circle কনসালটেন্সিং সার্ভিসের মাধ্যমে মহাসড়কের সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যেখানে Pavement Inventory, Road Condition Assessment and Test Pit Survey অন্তর্ভুক্ত। Road Maintenance and Management System (RMMS) এর ডাটার উপর ভিত্তি করে HDM-4 উপাত্ত গ্রহণ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে থাকে। সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর বংলাদেশের জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা করে থাকে। মহাসড়কের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তহবিল বিতরণের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের HDM Circle ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বৎসর হতে HDM-4 সফটওয়্যার ব্যবহার করে আসছে। তারপর থেকে ৫ বৎসরের বিনিয়োগ পরিকল্পনা বিবেচনা করে প্রতি বছর Roads Maintenance & Rehabilitation Needs Report (RMNR) প্রকাশ করে থাকে। এই প্রতিবেদনটি সওজ অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ও প্রকৌশলীদের কার্যকর পদ্ধতিতে মহাসড়ক ও সড়ক উন্নয়ন সুপারিশ করে থাকে।

৪.৪ অর্জন

- মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

৫. ডিজিটাল টোল প্লাজা

৫.১ অঙ্গীকার

- টোল সংগ্রহ পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

৫.২ বৈশিষ্ট্য

- ডিজিটাল টোল প্লাজায় যানবাহন যখন Toll Plaza অতিক্রম করে তখন সিসিটিভি টোল প্লাজা অতিক্রমকারী যানবাহনের ছবি ধারণ করে এবং ৩ মাসের জন্য সংরক্ষণ করে। একইসাথে টোল প্লাজার অপারেটর পূর্বে বিন্যাসকৃত যানবাহনের শ্রেণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাটনে চাপ দেয়। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল পরিশোধের ডিমান্ড রিসিপ্ট (Receipt) যানচালক পেয়ে থাকেন। তৎপ্রেক্ষিতে যানচালক টোল পরিশোধ করলে সবুজ বাতি জ্বলে উঠে এবং টোল বার উপরে উঠে যায়। তখন যানবাহন Digital Toll Plaza অতিক্রম করতে পারে। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সর্বোচ্চ ৩০ সেকেন্ড সময় লাগে। বাটন টিপে কোন ধরণের কারসাজি করা হয়েছে কিনা তা পরবর্তীতে কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত ডাটাবেজ এবং সিসিটিভিতে ধারণকৃত ভিডিও পরীক্ষা করে যাচাই করা হয়।

৫.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- বড় সেতুগুলোর টোল আদায় পদ্ধতি আধুনিকায়নের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টোল আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- বর্তমানে ১১টি সেতু এবং ৩টি টোল মহাসড়কে ডিজিটাল পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি'র মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে টোল আদায় কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে Digital Toll Plaza তে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ (RFID Tag), টাচ এন্ড গো সিস্টেম ইত্যাদি সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

৫.৪ অর্জন

- টোল আদায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেঘনা সেতুর টোল প্লাজা

৬. জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) ম্যাপিং

৬.১ অঙ্গীকার

- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ভৌগলিক অবস্থান চিহ্নিতকরণ।

৬.২ বৈশিষ্ট্য

- জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) একটি কম্পিউটার সিস্টেম যার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং প্রদর্শন করা যায়। জিআইএস ম্যাপে ভূপৃষ্ঠের অবস্থানগত তথ্য মানচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রদর্শন করা যায়।

৬.৩ গৃহীত কার্যক্রম

- মহাসড়কের ভৌগলিক অবস্থান নির্ধারনের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের HDM Circle সার্ভে পরিচালনা করে থাকে যা GIS ম্যাপে সুন্দর ও সঠিক ভাবে সন্নিবেশিত ও চিত্রিত করা হয়। মহাসড়কের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পূর্নবাসন কর্মসূচি সহজতর করার জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর হতে Road and Bridge Management System (RAMS) ব্যবহার করে আসছে যা সওজ অধিদপ্তরের সব ডাটাবেজ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সওজ সড়ক বিভাগের জন্য RAMS ম্যাপে তৈরী করা হয়। GIS ভিত্তিক RAMS ম্যাপে মহাসড়ক প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয় যাতে প্রকৌশলীগণ কার্যকর ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও পূনর্বাসনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে পারেন।

৬.৪ অর্জন

- মহাসড়কের অবস্থান সনাক্তকরণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়েছে।

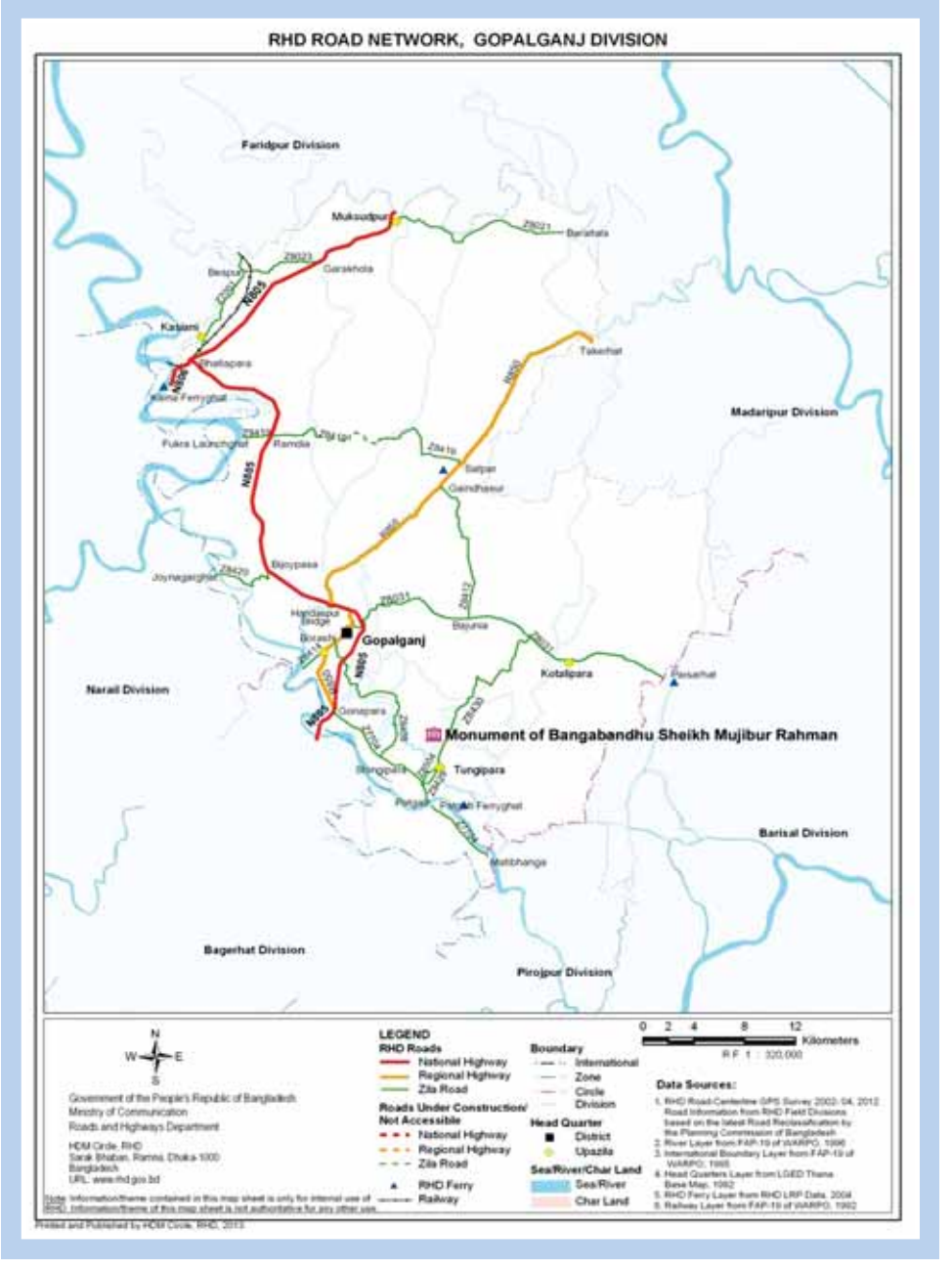

গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগের GIS ম্যাপ

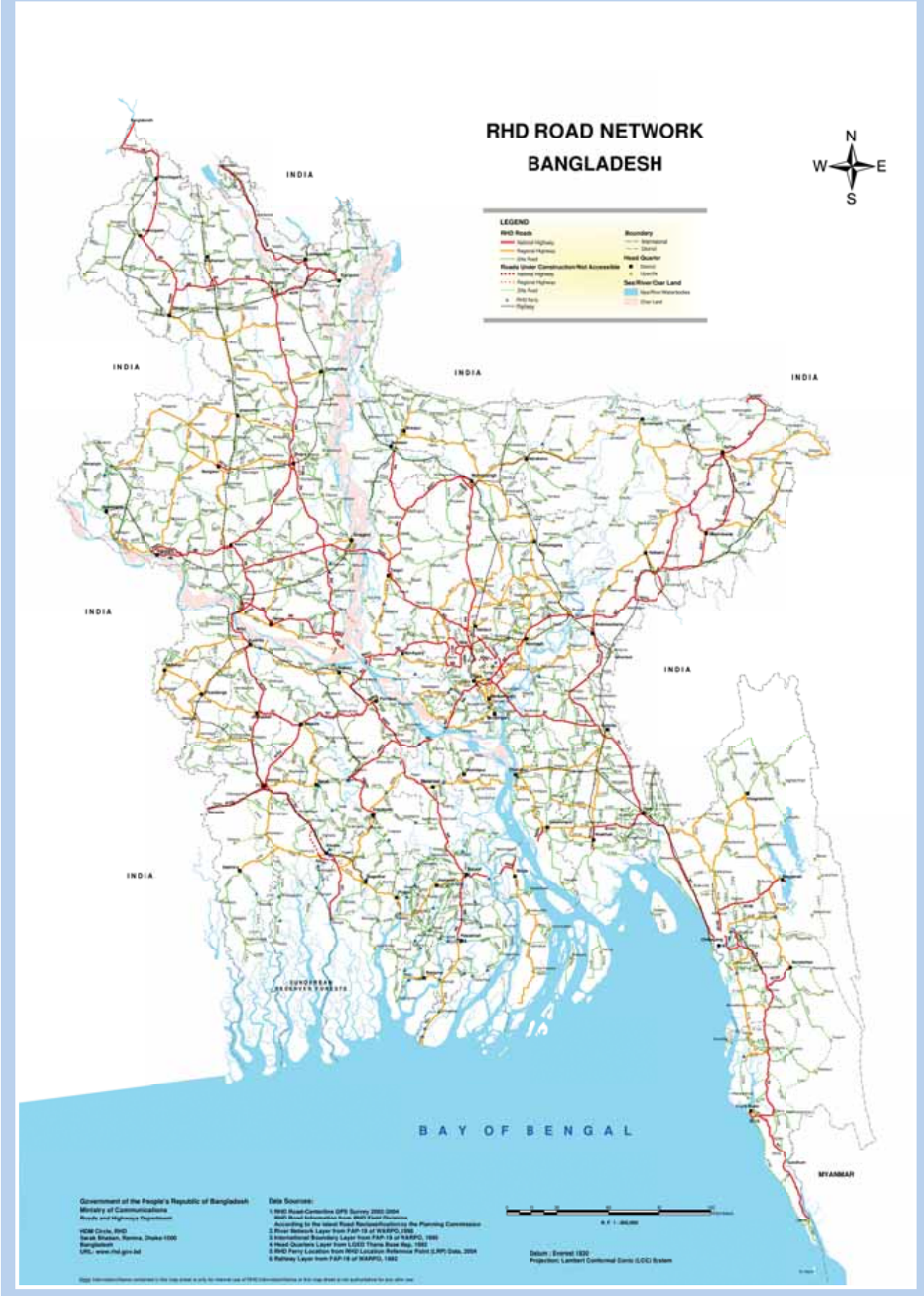
RHD ROAD NETWORK
BANGLADESH
N
W
E
S
LEGEND
RHD Road
Boundary
Head Quarter
Roads Under Construction/Not Accessible
Sea/River/Char Land
INDIA
INDIA
INDIA
INDIA
INDIA
INDIA
BAY OF BENGAL
MYANMAR
Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Communications
Roads and Highways Department
HDM Circle, RHD
Sarak Bhaban, Ramna, Dhaka-1000
Bangladesh
URL: www.rhd.gov.bd
Data Sources:
1.RHD Road Centerline GPS Survey 2003-2004
According to the Island Road Reclassification by the Planning Commission
2.River Network Layer from FAP-19 of WARPO,1998
3.International Boundary Layer from FAP-19 of WARPO, 1998
4.Head Quarters Layer from LGED Thana Base Map, 1992
5.RHD Ferry Location from RHD Location Reference Point (LRP) Data, 2004
6.Railway Layer from FAP-19 of WARPO, 1992
Datum : Everest 1830
Projection: Lambert Conformal Conic (LCC) System

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এবং
উত্তম চর্চা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

১। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের হয়রানি হ্রাস ও দৈনন্দিন কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যবিধিমালা-১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এবং আইন/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/নীতিমালা/গাইডলাইনস্ অনুসরণ করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্যাদি নিশ্চিত করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে নথি ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিষ্পত্তির চর্চা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২। জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য ২৫টি স্থায়ী মনিটরিং টীম কাজ করে যাচ্ছে। এ টীমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন। মনিটরিং কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য মহাসড়ক নেটওয়ার্ককে পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে বিভক্ত করে দুইজন অতিরিক্ত সচিবকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব নিয়মিত সড়কের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ সরজমিনে পরিদর্শন ও মনিটরিং করে থাকেন। এতে বর্ষা মৌসুম ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হয়েছে। মনিটরিং টীমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে বিষয়ভিত্তিক ১৩টি Thematic Group কাজ করছে। কোন বিষয়ে এ বিভাগের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট Thematic Group এ পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। Thematic Group গভীরভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে। এতে Thematic Group সদস্যদের বিশেষায়িত জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। Thematic Group এর সদস্যদের উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

৪। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের ইংরেজীতে ডি-ব্রিফিং করার প্রথা চালু রয়েছে। এতে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের ইংরেজীতে সাবলিলভাবে কথা বলার এবং উপস্থাপনার দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৮টি দল এ বিভাগের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ডি-ব্রিফিং-এ অংশগ্রহণ করেছেন। এতে বিদেশ সফরলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে সকলেই অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

৫। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে ১৭টি অডিট টিম কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে টিমগুলো ৩৬টি ত্রিপক্ষীয় সভা করে মোট ৪৬৪টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করে। তন্মধ্যে ৩২২টি অডিট আপত্তি পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত আছে।

৬। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা নৈতিকতা কমিটি গঠন করে ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে।

৭। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহের নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংস্থার নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক শুদ্ধাচার বিষয়ক মাঠ পর্যায়ে ১২টি সভা আয়োজন করে। এছাড়া সংস্থাসমূহের অধীনস্থ অফিসসমূহে ১১টি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৮। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল", "অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি", "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি", "তথ্য অধিকার" সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বমোট ১৭২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৯। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর অধীনস্থ অফিসসমূহে Right to Information (RTI) নীতিমালার আলোকে প্রাপ্ত আবেদন ১০০% নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১০। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে প্রকাশিত বাৎসরিক দলিল-পত্রাদি পুস্তক আকারে মুদ্রণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের হার ১০০%।

১১। এ বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহে ৫টি অভ্যন্তরীণ অডিট টীম গঠন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অডিট টীম নির্দেশিত হয়ে সংস্থার কোন বিশেষ শাখা বা বিষয়ের উপর অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে সংস্থা প্রধানের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনের মর্মানুসারে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১২। চীফ ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিম এ বিভাগে ইনোভেটিভ আইডিয়া উদ্ভাবনে সহকর্মীদের উৎসাহিত করে যাচ্ছে। উদ্ভাবিত আইডিয়াসমূহ বাছাই করে লাগসই আইডিয়াসমূহ প্রথমে পাইলটিং করা হয়। সফলতার মানদন্ডে পরবর্তিতে বিস্তার ঘটানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুদানে এ বিভাগের ইনোভেটিভ আইডিয়া "মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল" বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া এ বিভাগের অধীন চারটি সংস্থায় ৪টি ইনোভেশন টীম কার্যকর আছে। সংস্থাসমূহের অধীন অফিসসমূহে ৯টি ইনোভেশন টীম গঠন করা হয়েছে। মোটরযানের ট্যাক্স ও ফি ক্যালকুলেটর প্রস্তুত করে বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের ইনোভেটিভ আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনলাইন গ্রিভেন্সেস রিড্রেস সিস্টেম (GRS) চালু রয়েছে। এ বিভাগের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুক পেইজে গিয়ে যে কেউ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকান্ড এবং মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অভিযোগ/মতামত বা পরামর্শ ছবিসহ প্রদান করতে পারেন। প্রাপ্ত মতামত বা পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে খতিয়ে দেখে পুনরায় প্রকৃত তথ্য মতামত প্রদানকারীকে অনলাইনেই জানিয়ে দেয়া হয়।

১৪। সড়ক পরিবহন ও মহসাড়ক বিভাগ ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা অবসরে যাচ্ছেন তাঁদের পেনশন কেইসসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করা হয়। অনিস্পন্ন পেনশন কেইসসমূহ মাসিক সমন্বয় সভায় মনিটরিং করা হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোন পেনশন কেইস pending নেই।

১৫। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থায় ব্যবহৃত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস ইত্যাদি প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সংশিষ্ট আইন ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। সকল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস ও এগুলোর সংশোধনী এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া এ বিভাগের ওয়েবসাইটে একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল লাইব্রেরী রয়েছে। এতে যেকোন স্থান থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৬। প্রথম বিভাগ হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম (NESS) এর মাধ্যমে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সফলভাবে শুরু করেছে। এতে যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দ্রুত নথি নিস্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।

১৭। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রতিমাসের নির্ধারিত দিনে মাসিক সভা, সমন্বয় সভা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। ফলে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাযথভাবে পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করা যায়। একইসাথে নতুন আলোচ্যসূচীর উপর গভীরভাবে আলোচনা করে বাস্তবায়নযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

১৮। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহের Performance Inspection করা হয়ে থাকে। এতে বিদ্যমান ত্রুটি ও অসুবিধাসমূহ দুরীভূত হয় ও কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

১৯। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণী বিন্যাস, যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাছাই ও বিনষ্ট করায় অফিস ব্যবস্থাপনা ও কর্মপরিবেশ উন্নত হয়েছে।

২০। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য বছরভিত্তিক টার্গেট নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৫ সালের প্রথম ছয়মাসে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫০ ঘন্টা। টার্গেট অনুযায়ী বিগত ৬ মাসে ৭৩৪ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা ৯৮%। Institutional Capacity Strengthening করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীর আগ্রহ এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমন্বয়ে Comprehensive Module প্রস্তুতপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২১। নবযোগদানকারী কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের on-the-job training এর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়নও করা হয়। এতে নবনিযুক্ত কর্মচারীগণ চাকরি জীবনের শুরুতেই নিজ পেশা এবং দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়ে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছেন।

২২। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও নির্দিষ্ট সময়ে পদোন্নতি প্রদানের চর্চা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে চালু আছে। এতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে। অদক্ষ, অযোগ্য ও বিধিবহির্ভূত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে সেবা জনগণের হাতের নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলো সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ ও সংস্থা স্ব স্ব সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান করে আসছে। ফলে সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্টি ও আস্থা অর্জনের পাশাপাশি দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা এসেছে। বর্তমানে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর, কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে পরিবর্তিত কাঠামো অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

২৫। সহকর্মীর কর্মস্থল পরিবর্তন এবং অবসর গ্রহণে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদানের রীতি চালু করা হয়েছে। এতে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২৬। আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে প্রতিবছর বনভোজন ও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২৭। দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইল ব্যবহার করা হয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ পত্র, প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট এর সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে হার্ডকপি প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টেলিফোন করে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। সাথে সাথে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকেও ই-মেইলে গুরুত্বপূর্ণ পত্র, প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট ইত্যাদির সফট কপি প্রেরণে উৎসাহিত করা হয়। "Local Area Network (LAN) এর Share Folder-এর মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ একে অপরের সাথে প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট ইত্যাদি শেয়ার করে থাকেন।

২৮। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের একটি সনাতন সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর

১। সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলো সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমের অন্যতম ক্রয়কারী বা Procuring Entity হচ্ছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত সকল ক্রয় ই-জিপি'র মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন অনলাইনে করা হচ্ছে। এতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে যে বিশৃঙ্খলা ছিল তা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত ও ঝামেলামুক্ত হয়।

৪। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ে ও ঢাকায় কর্মরত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে আলোচনা করে বাস্তবায়নের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়। এতে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

১। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে। এতে সেবা জনগণের হাতের নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলো সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। গ্রাহক সেবা প্রদানের জন্য বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ে হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্পডেস্কের সহায়তা নিয়ে সেবা প্রার্থীগণ প্রকৃত তথ্য জানতে পারেন। এতে দালালদের দৌরাত্ব বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

১। ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড (ডিটিসিবি) এর অধিক্ষেত্র, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বৃদ্ধি করে ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) গঠন করা হয়েছে। এতে ডিটিসিএ'র সমন্বয় সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ডিটিসিএ এলাকায় পরিবহন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিকতর সমন্বয় সাধন সম্ভব হচ্ছে।

২। মেট্রোরেল নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে মৌলিক মানদন্ড বজায় রাখার নিমিত্ত Technical Standard for Metrorail in Bangladesh প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

১। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্পাদিত ও চলমান কার্যক্রমগুলো সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। নিবিড় মনিটরিং, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অপ্রয়োজনীয় খরচ হ্রাস, রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিআরটিসিকে অপারেটিং লাভে পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩। দক্ষ গাড়ীচালক সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিআরটিসি'র ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবক ও যুব মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এবং
বার্ষিক কর্মসম্পাদন

বর্তমান সরকার মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিনস্ত অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Performance Management System) প্রচলন করেছে। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement – APA) স্বাক্ষর করেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মোট স্কোর ছিল ৯৭.১৮%। নিম্নে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল:

গত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মসম্পাদনের চিত্র

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	উন্নয়নকৃত ও সম্প্রসারণকৃত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক	কিলোমিটার	৬০০	৬২৫
২	মেরামত, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণকৃত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক	কিলোমিটার	১০৫০	১৪৫০
৩	মেরামত, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণকৃত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৫৯০	৮০০
৪	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৬১০	৬৪০০
৫	যানবাহনের জন্য ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	১.২০	১.৭৯
৬	ইস্যুকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.৬০	৫.০৪
৭	ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	১.০০	১.৪৭
৮	নবায়নকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৫০	০.৬৮
৯	সংগৃহীত মোটরযান কর ও ফি	পরিমাণ (কোটি)	৮৫০	১০৬০.৪৪
১০	রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি সংযোজনকৃত যানবাহন	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৪০	২.২১
১১	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি)প্রকল্পের আওতাধীন আহবানকৃত দরপত্র	সংখ্যা	৫	৫
১২	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের বাস ডিপো নির্মাণের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্র	তারিখ	১৫.০৩.২০১৫	২৬.০২.২০১৫
১৩	প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত গাড়ীচালক	সংখ্যা (লক্ষ)	০.০৯	০.২৫৬
১৪	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়কসমূহে অপসারণকৃত ব্ল্যাক স্পট	সংখ্যা	১০	১০
১৫	বিআরটিসি বাস চলাচলের জন্য বৃদ্ধিকৃত অভ্যন্তরীণ রুট	সংখ্যা	৮	৮
১৬	পিপিপি এর আওতায় কনসেশনার নির্বাচনের লক্ষ্যে ইস্যুকৃত আরএফকিউ	তারিখ	১৫/০৩/২০১৫	অর্জিত হয়নি

বাস্তবতার নিরীখে ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রার প্রক্ষেপন নিম্নরুপভাবে নির্ধারন করা হয়েছে:

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
১।	চার-লেনে উন্নীত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৮০
২।	নতুন নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	১৭৫
৩।	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	১০৫
৪।	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২৪০
৫।	পুনঃনির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৬৫
৬।	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২০০০
৭।	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৬৬০০
৮।	পুনঃনির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	১০০০
৯।	যানবাহনের জন্য ইস্যুকৃত ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৯০
১০।	যানবাহনের জন্য ইস্যু ও নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৫.৫০
১১।	ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৫০
১২।	নবায়নকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৭০
১৩।	সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ	কোটি টাকায়	১০৮০
১৪।	রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট ও আরএফ আইডি ট্যাগ সংযোজিত যানবাহন	সংখ্যা (লক্ষ)	২.২৫
১৫।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার ড্রাইভার	সংখ্যা	২৫০০০
১৬।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপেশাদার ড্রাইভার	সংখ্যা	৬৬০০
১৭।	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা (মামলা)	সংখ্যা	২৪০০০
১৮।	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার	সংখ্যা	৬০
১৯।	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিতরণকৃত লিফলেট ও পোস্টার	সংখ্যা (লক্ষ)	৬.৮২
২০।	দুর্ঘটনা হ্রাসে ঝুকি হ্রাসকৃত স্পট	সংখ্যা	৭০
২১।	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট(এমআরটি) লাইন-৬ নির্মাণের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্র	সংখ্যা	৩
২২।	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট(এমআরটি) লাইন-৬ নির্মাণের লক্ষ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন	তারিখ	৩০.০৪.২০১৬
২৩।	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্র	সংখ্যা	৯
২৪।	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন	সংখ্যা	১০
২৫।	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণের লক্ষ্যে নির্মানকৃত বাস ডিপো	শতাংশ	২৫
২৬।	প্রণয়নকৃত আরএসটিপি (Revised Strategic Transport Plan)	তারিখ	৩০.১২.২০১৫
২৭।	ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুত সফটওয়ার	তারিখ	২৯.০২.২০১৬
২৮।	ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত র‍্যাপিড পাস	সংখ্যা	৫,০০০
২৯।	বাস সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমীক্ষাকৃত আন্তর্জাতিক রুট	সংখ্যা	৩

২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	যোগদানের তারিখ
১.	জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক (১৬১০)	সচিব	১৬.১১.২০১১
২.	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (১৮৭৬)	অতিরিক্ত সচিব	০৬.০৫.২০১০
৩.	জনাব মোঃ ফারুক জলীল (২৩০৭)	অতিরিক্ত সচিব	১১.১২.২০১৪
৪.	জনাব মোঃ মঈনুদ্দিন (২৩৫০)	অতিরিক্ত সচিব	১৩.১১.২০১১
৫.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমএনডিসি (৩৬১১)	অতিরিক্ত সচিব	০৮.০১.২০১৫
৬.	জনাব সফিকুল ইসলাম (৪৬৩০)	অতিরিক্ত সচিব	০২.০৮.২০০৯
৭.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ফকির (২০৮৯)	যুগ্মসচিব	১৮.০৩.২০১৪
৮.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (৪৬১৮)	যুগ্মসচিব	০৪.০৫.২০১১
৯.	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (৪৬৭৮)	যুগ্মসচিব (মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব)	১৫.০১.২০১২
১০.	জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ (৪৭৯৫)	যুগ্মসচিব	১৩.১১.২০১২
১১.	জনাব এ কে এম বদরুল মজিদ (৪৮১১)	যুগ্মসচিব	০৩.০২.২০০৯
১২.	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ (৪৭৮৩)	যুগ্মসচিব	০৫.০৮.২০১২
১৩.	জনাব আলম আরা বেগম (৪৮৯৩)	যুগ্মসচিব	২৮.০৪.২০১৩
১৪.	জনাব মোঃ আবু ইউসুফ (৪৯৪৮)	যুগ্মসচিব	১৯.০২.২০১৫
১৫.	বেগম যাহিদা খানম (৪৯৫২)	যুগ্মসচিব	২৬.০৯.২০১২
১৬.	বেগম রওশন আরা বেগম (৫০০২)	যুগ্মসচিব	০৪.০২.২০০৯
১৭.	জনাব মোঃ আবদুর রৌফ খান (৫২৪৮)	যুগ্মসচিব	২৮.০২.২০১২
১৮.	জনাব চন্দন কুমার দে (৫৪৯২)	যুগ্মসচিব	২৮.১২.২০১০
১৯.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান (৫৫৯৮)	যুগ্মসচিব	২০.০৬.২০০৬
২০.	জনাব মোঃ সামছুল করিম ভূঁইয়া (০১৩১)	যুগ্মপ্রধান	০৪.০৫.২০১৪
২১.	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম (৪৫৪৯)	উপসচিব	২৭.১১.২০১৪
২২.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৪২৩৩)	উপসচিব	১৭.০২.২০০৯
২৩.	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার (৫৫১২)	উপসচিব	২৯.০১.২০১৪
২৪.	জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (৫৭৯০)	উপসচিব	০৫.০৮.২০১২
২৫.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান (৫৯৭০)	উপসচিব	১৯.০৯.২০১৩
২৬.	জনাব এস এম ফেরদৌস আলম (৬০৫৮)	উপসচিব	১৪.১০.২০১৪
২৭.	বেগম তসলিমা কানিজ নাহিদা (৬৩৪০)	উপসচিব	২৯.০৩.২০১১
২৮.	ড. সৈয়দা সালমা বেগম (৬৭১৯)	উপসচিব	২৩.০২.২০১১
২৯.	সুলতানা ইয়াসমিন (৬৮২৬)	উপসচিব	১৪.০৫.২০১৫
৩০.	জনাব পরিতোষ হাজরা (৬৮৪৫)	উপসচিব	০২.০৯.২০১৪
৩১.	জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী (৬৮৭১)	উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	২৬.০৯.২০১৩
৩২.	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল (৭৬২২)	উপসচিব	০৫.০৫.২০১৪
৩৩.	জনাব মো. আবু নাছের	সিনিয়র তথ্য অফিসার	০৯.০৮.২০১০

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	যোগদানের তারিখ
৩৪.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (০১৮৩)	উপপ্রধান	০৬.০৫.২০১৩
৩৫.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম (০২৭৮)	উপপ্রধান	১৯.১০.২০১৪
৩৬.	জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল মোল্লা (০০৪০৫)	উপপ্রধান	১৫.০৪.২০১৪
৩৭.	জনাব শ্যামল রায়	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১৭.০৫.২০১৫
৩৮.	জনাব এস, এম, সহিদ	সিস্টেম এনালিস্ট	২০.১০.২০১১
৩৯.	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আবেদীন (৬৬২৯)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৯.০১.২০১৪
৪০.	জনাব মুহাম্মদ ইউছুফ (১৫২৫৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১.১২.২০১১
৪১.	জনাব শাহ আলম মুকুল (১৫২৭৮)	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৩.০৯.২০১২
৪২.	জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল (১৫২৪৬)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৩.১০.২০১৪
৪৩.	মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান (১৫৭৪০)	সিনিয়র সহকারী সচিব	৩০.০৯.২০১৪
৪৪.	জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার (১৫৪৩৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৩.১০.২০১৪
৪৫.	জনাব আবুল তাহের মোঃ মহিদুল হক (০১৪০৬৫)	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	১৬.০১.২০১২
৪৬.	বেগম আলিফ রুদাবা (০৩১০)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২৮.০৫.২০১৩
৪৭.	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান (০৩২১)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০২.১২.২০০৯
৪৮.	জনাব কাজী আব্দুলাহ আল মামুন	প্রোগ্রামার	২৯.০৯.২০১১
৪৯.	জনাব আল-মাহমুদ প্রধান	প্রোগ্রামার	২৬.১০.২০১১
৫০.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১২.২০১০
৫১.	নার্গিস আক্তার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.০৬.২০১১
৫২.	সুচিত্রা বিশ্বাস	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১.১১.২০১২
৫৩.	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী (১১২৫১)	সহকারী সচিব	০৯.০৪.২০১৩
৫৪.	জনাব মোহা লিয়াকত আলী খান (১১২৯০)	সহকারী সচিব	১৫.০৪.২০১৩
৫৫.	বেগম মাহফুজা আক্তার (৬০২২৭৯)	সহকারী প্রধান	০২.০৬.২০১৪
৫৬.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান সরকার (৬০২৩১২)	সহকারী প্রধান	২৯.০৩.২০১৫
৫৭.	জনাব মোহাম্মদ আবু ছাবের	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০৯.০৬.২০১১

সড়ক
ও
জনপথ অধিদপ্তর

ভূমিকা

উন্নত, নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ মহাসড়ক নেটওয়ার্ক দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির বিকাশে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত হওয়ায় পণ্য ও যাত্রী পরিবহন খাতে ব্যয় ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে। মানুষ পূর্বের চেয়ে স্বাচ্ছন্দে ও নিরাপদে আসা-যাওয়া করতে পারছেন। সওজ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ৩ (তিন) শ্রেণীর মোট ৮৭৬টি মহাসড়ক রয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৯৬টি, আঞ্চলিক মহাসড়ক ১২৬টি ও জেলা মহাসড়ক ৬৫৪টি। ৮৭৬টি মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ২১,৩০২.০৮ কিলোমিটার। তন্মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩,৮১২.৭৮ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪,২৪৬.৯৭ কিলোমিটার এবং জেলা মহাসড়ক ১৩,২৪২.৩৩ কিলোমিটার। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু এবং ১৩,৭৫১টি কালভার্ট রয়েছে। অধিকন্তু ৪৯টি ফেরি ঘাটে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১২০টি ফেরি যানবাহন পারাপার করছে। সওজ অধিদপ্তর ১০টি জোন, ২১টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগ এবং ১২৯ টি উপবিভাগের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক জিওবি অর্থায়নে ১১৫টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১১টি মোট ১২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি খাতে ৩৭৭৭.০৬ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সহায়তা ২১০.৯১ কোটি টাকা মোট ৩৯৮৮.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এ অর্থবছরে মোট ৩৯৭৩.৮১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৯.৬৩%, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৯৯.৬৮%। খাতওয়ারী বিভাজনে দেখা যায় যে, জিওবি বরাদ্দের ৩৭৬৬.৯১ কোটি টাকা (৯৯.৭৩%) এবং বৈদেশিক সহায়তার ২০৬.৯০ কোটি টাকা (৯৮.০৯%) ব্যয় হয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়নের এ উচ্চ হার ধারাবাহিকভাবে অর্জন করা হচ্ছে, যার বিবরণ নিম্নরুপ:

অর্থ বছর	এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	এডিপি বাস্তবায়নের হার
২০১৪-১৫	১২৬	৩৯৮৮.৫১	৯৯.৬৩%
২০১৩-১৪	১৪৫	৩৪৬৫.০৪	৯৯.৬৮%
২০১২-১৩	১৫২	৩৩৮২.৮৭	৯৯.৬২%
২০১১-১২	১৬৮	২৪৩০.৯০	৯৪.৯৪%

২০১৪-১৫ অর্থবছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১২৬টি। এ সকল প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে:

- ২৯৫.০৯ কিলোমিটার ফেক্সিবল পেভমেন্ট (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ৮.৬৭ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ৬০১.৫১ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেসিং
- ২৭১.৭৮ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ
- ১৪৭.০২ কিলোমিটার সড়ক মজবুতিকরণ
- ১৪৮৭৮.৫১ মিটার কংক্রিট সেতু নির্মাণ
- ১৬৯৯.০২ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ

সমাপ্ত প্রকল্প

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ১২৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৪৭টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। তন্মধ্যে ৩৬টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত, ৮টি প্রকল্পের কিছু কাজ কারিগরী কারণে অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করা হয়েছে এবং ১টি প্রকল্প ড্রপ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি প্রকল্প পরবর্তী অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৩৪টি সড়ক প্রকল্প, ৯টি সেতু প্রকল্প ও ১টি টিএ প্রকল্প রয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরুপ:

ক. মহাসড়ক প্রকল্প

১. রংপুর বিভাগীয় সদরে অবস্থিত সওজ সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প
২. মিরপুর-বিরুলিয়া-আশুলিয়া-ইয়ারপুর সড়ক নির্মাণ
৩. লিচুতলা-কদমতলী এবং নাংলু-বালিয়াদিঘী সংযোগ সড়কসহ ধুনট-নাংলু-বাগবাড়ী-কদমতলী-গাবতলী-চৌকিরহাট সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬ টি সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন
৫. ডেমরা-আমুলিয়া-শেখের জায়গা-রামপুরা সড়ক (ডেমরা-সায়েদাবাদ সড়কাংশসহ)
৬. দোহার (কার্তিকপুর)-বারবা-বালিরটেক (বাররিয়া সেতু) সড়ক উন্নয়ন
৭. কুমিল্লা-বিবির বাজার স্থলবন্দর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প
৮. চিতলমারী-ফকিরহাট(ফলতিতা) সড়ক উন্নয়ন
৯. নড়িয়া-পাঠানবাড়ী-নয়ন মাতবারকান্দি-ডগরী শাওড়া (গ্রাম চিকন্দী বাজার) সড়ক উন্নয়ন
১০. একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ
১১. মাদারীপুর (কুলপদ্দি)-কালকিনি-ভুরঘাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন
১২. মাষ্টারবাড়ি-মির্জাপুর-পিরুজালী-নুহাশপল্লী-মাওনা সড়ক উন্নয়ন
১৩. সুজানগর হতে লালনশাহ সেতু পর্যন্ত (মুজিব বাঁধের উপর) সড়ক নির্মাণ
১৪. মির্জাপুর(গড়াই)-সখিপুর সড়ক উন্নয়ন
১৫. গৌরিপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ
১৬. গোপালগঞ্জ (বরশী)-বরণী-সিঙ্গিপাড়া(টঙ্গীপাড়া) সড়ক উন্নয়ন নির্মাণ
১৭. ডাকবাংলাবাজার-গোপালগঞ্জ-কালীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন
১৮. রামচন্দ্রপুর মোড় (রেলগেইট) হতে ভেড়ামারা বাজার ভায়া ভাঙ্গুরা উপজেলা সদর সড়ক পুনর্নির্মাণ
১৯. কুড়িগ্রাম-উলিপুর-চিলমারী সড়ক উন্নয়ন
২০. নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়ক উন্নয়ন (নেত্রকোনা অংশ)
২১. চাঁদপুর-নানুপর-দোকানঘর-হরিনা সড়ক এবং চন্দ্রা হাইমচর সড়ক উন্নয়ন
২২. হালুয়াঘাট-মুন্সীগঞ্জ-ধোবাউড়া সড়ক নির্মাণ
২৩. ভৈরব-মেন্দিপুর সড়ক উন্নয়ন
২৪. খুলনা জেলার দিঘলিয়ায় অবস্থিত নদীভাঙ্গন কবলিত নগরঘাটা (দিঘলিয়া)-আড়ংঘাটা-আড়ুয়া-গাজীহাট-তেরখাদা সড়ক পুনর্বাসন ও রক্ষাপদ
২৫. খুলনা চুকনগর সাতক্ষীরা সড়কের চেইনেজ ৩৮+০০০ থেকে ৪২+৫০০মিঃ পর্যন্ত সড়ক উচুঁকরণ ও পুনর্নির্মাণ এবং ৭টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (সংশোধিত)
২৬. টুংগীপাড়া-কোটালীপাড়া (মাঝবাড়ী) সড়ক উন্নয়ন
২৭. নিয়ামতপুর-তাহিরপুর ও ধর্মপাশা-মধ্যনগর সড়ক নির্মাণ (১ম পর্যায়ে নিয়ামতপুর-তাহিরপুর সড়কাংশ) (১৩৫.৩১ মিটার দীর্ঘ ফতেহপুর সেতু ব্যতিত)
২৮. পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি সড়ক (৩০ মিটার দীর্ঘ কাটাখাল সেতু ব্যতিত)
২৯. পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের (২২.০০ কিলোমিটার) অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (খেপুপাড়া-কুয়াকাটা অংশ) প্রকল্প (১১.০০ কিলোমিটার সড়ক ব্যতিত)
৩০. শ্যামগঞ্জ-জজিরা-বিরিসিরি-দূর্গাপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (২৩২.০০ মিটার দীর্ঘ জারিয়া সেতু, ৪০.০০ মিটার দীর্ঘ ব্রাহ্মণখালী সেতু ও ৩৬.৬০ মিটার দীর্ঘ শান্তিপুর সেতু ব্যতিত)
৩১. জঙ্গা শিবপুর-রায়পুরা সড়ক উন্নয়ন (৯০মিটার দীর্ঘ শ্রীরামপুর বাজার সেতু)

৩২. কড়াইকান্দি-বাঞ্ছারামপুর-জীবনগঞ্জ বাজার সড়ক নির্মাণ (৫৬.৩৩ মিটার দীর্ঘ কানাইপুর সেতু ব্যতিত)

৩৩. বাঞ্ছারামপুর-হোমনা সড়ক নির্মাণ (৩৭.৯৪ মিটার দীর্ঘ ভুদোয়কান্দি সেতু ব্যতিত)

৩৪. লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (২৫ মিটার দীর্ঘ ভূমালীপাড়া ও ২৫ মিটার দীর্ঘ বাক্সরাল সেতু ব্যতিত)

খ. সেতু প্রকল্প

১. সুনামগঞ্জ সুরমা নদীর উপর সেতু নির্মাণ (সংশোধিত)

২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভূক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

৩. গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ সড়কে বড়দাহ সেতু নির্মাণ

৪. চিম্বুক- রুমা সড়কের ২৪তম কিলোমিটার (রুমা সংযোগ সড়কের ২য় কিলোমিটার) এ সাঙ্গু নদীর উপর ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার সেতু বিশিষ্ট রুমা সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ

৫. নকলা বাইপাস সড়ক (জেড-৪৬১০) নির্মাণ এবং সন্দ্যাকুড়া-হাতীপাগাড় ধনুয়াকামাল (সীমান্ত) সড়ক এর ১০ম কিলোমিটারে চেলাখালী নদীর উপর ১৬৫ মিটার পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৬. উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কের সোনতলা ঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৩৪৭.২৯৫ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৭. নাটোর সড়ক বিভাগের বিভিন্ন সড়কে ৩টি সেতু নির্মাণ

৮. বরইতলা মকসুদপুর-কাশিয়ানী সড়কের ১৬তম কিলোমিটারে কমলাপুর সেতু নির্মাণ

৯. খুলনা জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৩টি সেতু নির্মাণ

গ. টি. এ. প্রকল্প

১. টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর সাব রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি

ঘ. ড্রপকৃত প্রকল্প

১. মাঝিনা- কায়েতপাড়া- ত্রিমোহনী সংযোগ সড়ক (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে হস্তান্তরিত)

নতুন অনুমোদিত প্রকল্প

২০১৪-১৫ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ২৭টি। তম্মধ্যে মহাসড়ক প্রকল্প ১৯টি, সেতু প্রকল্প ৭টি ও ফ্লাইওভার প্রকল্প ১টি। নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা নিম্নরুপ:

ক. মহাসড়ক প্রকল্প

১. কুমিল্লা সেনানিবাসের অভ্যন্তরস্থ টিপরা বাজার-বার্ড সড়ক উন্নয়ন

২. ইমপ্রুভমেন্ট অফ রোড সেফটি এ্যাট ব্যাকস্পটস অন ন্যাশনাল হাইওয়েস

৩. জামালপুর-মাদারগঞ্জ সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

৪. ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

৫. মগবাড়ী-বাগমারা-ভুশ্চি-বাংগড্ডা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

৬. রৌমারী-তুরা স্থলবন্দর সড়ক নির্মাণ

৭. বিমানবন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

৮. দিনাজপুর-বিরল-পাকুরা-রাধিকাপুর (বিরল স্থল বন্দর) সড়ক উন্নয়ন

৯. জামালপুর শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণসহ জামালপুর-ইসলামপুর-দেওয়ানগঞ্জ সড়কের চেইনেজ ৩০+০০০ হতে ৩৯+০০০ পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

১০. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

১১. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

১২. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

১৩. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন)

১৪. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিলা জোন)

১৫. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা জোন)

১৬. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল জোন)

১৭. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

১৮. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী জোন)

১৯. জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রংপুর জোন)

খ. সেতু প্রকল্প

১. মতলবে ধনাগোদা নদীর উপর মতলব সেতু নির্মাণ

২. মদন-খালিয়াজুরী সাবমার্জএবল সড়ক নির্মাণ এবং নেত্রকোণা-মদন-খালিয়াজুরী সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৩. খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সড়কে পিসি গার্ডার সেতু, আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ

৪. গৌরীপুর-হোমনা আঞ্চলিক মহাসড়কটি সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণসহ ২য় কিলোমিটারে ১১২.৬১ মিটার দীর্ঘ গৌরীপুর সেতু নির্মাণ

৫. পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন সড়কের ১২তম কিলোমিটারে এলেনজানী নদীর উপর ৯৩.০২ মিটার নাল্লাপাড়া পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ এবং বালিয়া-ওয়ার্সি-মির্জাপুর সড়কে ২টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৬. সোনাগাজী-ওলামাবাজার-চরদরবেশপুর-কোম্পানীগঞ্জ সড়কে ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে ছোট ফেনী নদীর উপর ৪৭৮.১৭১ মিটার পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প

৭. গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা সড়কের চরসিন্দুরে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

গ. ফ্লাইওভার প্রকল্প

১. মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ

উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ

বিভাগীয় শহর রংপুর এর সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

১২৬.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির আওতায় ৮ কিলোমিটার রংপুর বাইপাসসহ মোট ১৬.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক ২-লেন হতে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি ২টি আরসিসি কালভার্ট, ১টি ফুটওভার ব্রীজ, ৮ কিলোমিটার ড্রেনসহ ফুটপাত ও ১টি ইন্টারসেকশন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী ও সোনাহাট স্থলবন্দরের সাথে মহানগরী রংপুর হয়ে রাজধানী ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন এবং ভারত ও নেপালের সাথে স্থলপথে বাণিজ্য সহজতর হয়েছে।

৪-লেন বিশিষ্ট রংপুর বাইপাস

বিরুলিয়া-আশুলিয়া সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

বিরুলিয়া-আশুলিয়া সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৪৯.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০.৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক এবং এর ১ম কিলোমিটারে তুরাগ নদীর উপর বিরুলিয়া নামক স্থানে ১৮৬.০৪ মিটার ও বিরুলিয়া খালের উপর ৩৬.৬০ মিটার দীর্ঘ ২টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন এ মহাসড়ক এবং সেতু নির্মাণের ফলে ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন আরেকটি রুট সংযোজিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর উত্তরা ও গাবতলী পয়েন্টে যানজট হ্রাস পেয়েছে।

বিরুলিয়া সেতু

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি সড়ক উন্নয়ন

প্রকল্পটির আওতায় ২৮৭.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ২২৭.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬টি মহাসড়কের উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি সারাদেশে পরিবহন করা সহজতর হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মহাসড়কগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সমাপ্তকৃত সড়কসমূহ হল:

- রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া-বান্দরবান মহাসড়ক (৬৩ কিলোমিটার)
- বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলি মহাসড়ক (২০.১০ কিলোমিটার)
- খাগড়াছড়ি-দিঘীনালা-বাঘাইহাট মহাসড়ক (৩২ কিলোমিটার)
- চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-রাংগামাটি মহাসড়ক (৩৭ কিলোমিটার)
- দিঘীনালা-ছোটমরতং-চংড়াছড়ি-লংগদু মহাসড়ক (৪০ কিলোমিটার)
- থানচি-আলীকদম মহাসড়ক নির্মাণ (৩৫ কিলোমিটার)

থানচি-আলীকদম মহাসড়ক

ডেমরা-আমুলিয়া-শেখের জায়গা-রামপুরা সড়ক

১০৬.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (হাতিরঝিল-রামপুরা ব্রীজ)-আমুলিয়া-শেখের জায়গা-ডেমরা মহাসড়ক এবং ২টি সেতু (ত্রিমোহনী ও নাগদারপাড় সেতু) নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বর্হিগমনের নতুন আরেকটি রুট সংযোজিত হয়েছে।

ত্রিমোহনী সেতু

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউসকান্দি সড়ক

৫১.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউসকান্দি মহাসড়ক প্রকল্পের আওতায় ৬.৭০ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ১১.০০ কিলোমিটার বিদ্যমান ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট মজবুতিকরণ, ১২.০০ কিলোমিটার হার্ড সোল্ডার, বিদ্যমান ৮.০০ কিলোমিটার এইচবিবি'র স্থলে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ৪টি সেতু নির্মাণ (১২১.১৩ মিটার), ১১টি কালভার্ট নির্মাণ (৯৯.০৯ মিটার) সহ একটি ফেরীঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে জগন্নাথপুর ও রানীগঞ্জের সাথে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জ জেলা সদরের দূরত্ব সড়কপথে প্রায় ৫০.০০ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউসকান্দি মহাসড়ক

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দূর্গাপুর সড়ক উন্নয়ন

প্রকল্পভুক্ত জেলা মহাসড়কটি নেত্রকোণা জেলার শ্যামগঞ্জ হতে শুরু হয়ে পূর্বধলা উপজেলার উপর দিয়ে দূর্গাপুর উপজেলায় মিলিত হয়েছে। মহাসড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৩৭.০০ কিলোমিটার। ৮০.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় ৩৫.২১৮ কিলোমিটার বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতিকরণ, প্রশস্তকরণ, হার্ডসোল্ডার নির্মাণ ও সার্ফেসিং করা হয়েছে। এছাড়াও ১৭৯.৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪টি পিসি গার্ডার সেতু, ৫৭.০৭ মিটার দৈর্ঘ্যের ১টি আরসিসি গার্ডার সেতু এবং ৪২.২০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৯টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। সড়কটি উন্নয়নের ফলে পর্যটন কেন্দ্র বিরিশিরিতে যাতায়াতসহ স্থানীয় খনিজ সম্পদ (কয়লা, চীনা মাটি ও বালি) এবং কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে। বিরিশিরি, দূর্গাপুর এবং বিজয়পুরে বসবাসরত উপজাতি সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

দয়ালবাড়ী সেতু

মাদারীপুর (কুলপদ্দি)-কালকিনি-ভূরঘাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন

১৮.৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মাদারীপুর (কুলপদ্দি)-কালকিনি-ভূরঘাটা মহাসড়কটি ৩৪.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২.২৩ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ, মজবুতিকরণ ও পুনর্নির্মাণ, ৩টি সেতু (৯২.৯৭ মিটার) ও ১৪টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে মাদারীপুর জেলার সাথে কালকিনি উপজেলার সড়ক পথের দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।

মাদারীপুর (কুলপদ্দি)-কালকিনি-ভূরঘাটা মহাসড়ক

বাঞ্ছারামপুর-হোমনা মহাসড়ক উন্নয়ন

১৭.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঞ্ছারামপুর-হোমনা মহাসড়ক উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৬.৬০ মিটার দীর্ঘ ১টি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে এবং মহাসড়কটির বিভিন্ন কিলোমিটারে ৫টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বাঞ্ছারামপুর-হোমনা মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাঞ্ছারামপুর উপজেলার জনসাধারণের সিলেট ও কুমিল্লা যাতায়াত সহজতর হয়েছে।

বাঞ্ছারামপুর-হোমনা মহাসড়ক

নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়ক (নেত্রকোণা অংশ)

মহাসড়কটি নেত্রকোণা জেলার নেত্রকোণা সদর হতে শুরু হয়ে মোহনগঞ্জ উপজেলার উপর দিয়ে সুনামগঞ্জ জেলাধীন ধর্মপাশায় মিলিত হয়েছে। মহাসড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৩১.৩০ কিলোমিটার। ৩২.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় ৩১.১৫ কিলোমিটার পেভমেন্ট উন্নয়ন (ডিবিএস ওয়ারিং কোর্সসহ) ও ৯ মিটার দৈর্ঘ্যের ৩টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে হাওড় অধ্যুষিত এ এলাকার কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট মহাসড়ক (নেত্রকোণা অংশ)

লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন

১২.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি সম্পন্ন করা হয়েছে। সড়কটির দৈর্ঘ্য ৮.০০ কিলোমিটার। প্রকল্পটি ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের সাথে মদনপুর-মদনগঞ্জ-সৈয়দপুর আঞ্চলিক মহাসড়ককে সংযুক্ত করেছে। প্রকল্পটির আওতায় সড়কটি ৩.৭ মিটার থেকে ৫.৫ মিটারে প্রশস্তকরণ, চারটি বক্স কালভার্ট নির্মাণ এবং রক্ষাপ্রদ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ২৫ মিটার দীর্ঘ ভূমালীপাড়া ও ২৫ মিটার দীর্ঘ বাক্সরাল সেতু নির্মাণ করা হয়নি। সেতু দু'টি পিএমপি সেতু কর্মসূচির আওতায় নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ মহাসড়কটি উন্নয়নের ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রা সহজতর ও নিরাপদ হয়েছে।

লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ মহাসড়ক

ভৈরব-মেন্দিপুর সড়ক উন্নয়ন

১০.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪.২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এ মহাসড়কটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩.৯৯৩ কিলোমিটার নতুন ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ১০.২৮ কিলোমিটার বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতিকরণ, ১টি ইন্টারসেকশন নির্মাণ এবং রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়েছে। ভৈরব-মেন্দিপুর মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে মেন্দিপুর লঞ্চঘাটের মাধ্যমে হাওড় এলাকাটির যোগাযোগ ব্যবস্থা জেলা সদর কিশোরগঞ্জ ও রাজধানী ঢাকার সাথে সহজ ও নিরাপদ হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সড়কটির ২য় কিলোমিটারে অবস্থিত ইন্টারসেকশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এর প্রয়াত স্ত্রী ও মহিলা আওয়ামী লীগ এর সভানেত্রী আইভি রহমানের স্মরণে আইভি স্কয়ার নামে একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলী নির্মাণ করা হয়েছে।

ভৈরব-মেন্দিপুর মহাসড়ক

ভৈরব-মেন্দিপুর মহাসড়কের ২য় কিলোমিটারে নির্মিত আইভি স্কয়ার

সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

৭১.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সুনামগঞ্জ-কাচিরগাঁতি-বিশ্বম্ভরপুর মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে সুরমা নদীর উপর ৪০২.৬১ মিটার দীর্ঘ এবং ১০.২৫ মিটার প্রশস্ত আব্দুজ জহুর সেতু নির্মিত হয়েছে। ৭ স্প্যান বিশিষ্ট এ সেতুর মিড স্প্যানটি ১১৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের স্টীল ট্রাস। এ সেতুটি নির্মিত হওয়ার ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা উপজেলার সাথে জেলা সদর সুনামগঞ্জের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল উন্নতি সাধিত হয়েছে।

আব্দুজ জহুর সেতু

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ২৩৯.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সারাদেশের বিভিন্ন মহাসড়কের মোট ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর (৫৮৫২.৪৫ মিটার) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। সেতুসমূহ সমাপ্ত হওয়ায় নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে।

প্রকল্পভুক্ত সমাপ্ত সেতুসমূহের তালিকা

ক্রম	সেতুর নাম	মহাসড়কের নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	জেলা
১	রাজাবাড়ী সেতু	সালনা-কাপাসিয়া-রাজেন্দ্রপুর মহাসড়ক	৬২.৫০	গাজীপুর
২	আডিয়াল খাঁ সেতু	একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর মহাসড়ক	২৬০.৫৯	নরসিংদী
৩	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র সেতু	একদরিয়া-পোড়াদিয়া-আগরপুর মহাসড়ক	১৫৫.৪৩	নরসিংদী
৪	সাহেলী সেতু	আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়ক	৩২.৭৫	মানিকগঞ্জ
৫	নলাম	নলাম-শিমুলিয়া মহাসড়ক	৯৩.৭৩	মানিকগঞ্জ
৬	টঙ্গিবাড়ী সেতু	ফতুল্লা-মুন্সিগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া মহাসড়ক	৭৪.৪৫	মুন্সিগঞ্জ
৭	পাপিয়াঝুরি সেতু	নালিতাবাড়ী-পাপিয়াঝুরি বেইলী সেতু পর্যন্ত মহাসড়ক	৩২.৭৫	শেরপুর
৮	বংশাই সেতু	কালিহাতী-রতনগঞ্জ-সখিপুর মহাসড়ক	১৪৮.৬৮	টাঙ্গাইল
৯	ঝিনাই সেতু	ভরাডোবা-সাগরদিঘী-ঘাটাইল-ভূয়াপুর মহাসড়ক	৮৭.৮৪	টাঙ্গাইল
১০	কলাতলী সেতু	সূসং-দূর্গাপুর-বিরিশিরি-পূর্বধলা-শ্যামগঞ্জ মহাসড়ক	৩৬.৬০	নেত্রকোনা
১১	টিক্কারচর সেতু	কুমিল্লা শহর সংলগ্ন গোমতী নদীর উপর	২১৮.০৬	কুমিল্লা
১২	স্বল্পা সেতু	ইলিয়াটগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাঞ্ছারামপুর মহাসড়ক	৩৯.৬৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৩	২য় বেগমগঞ্জ সেতু	ফেনী- নোয়াখালী মহাসড়ক	৪২.৬৮	নোয়াখালী
১৪	সদাখাল সেতু	রাজনগর কুলাউড়া-জুড়ী-বড়লেখা-বিয়নীবাজার শেওলা-চারখাই মহাসড়ক	১৪৮.৬৮	সিলেট
১৫	২য় কুড়া সেতু	গোলাপগঞ্জ-ঢাকাদক্ষিণ-ভাদেশ্বর মহাসড়ক	১১১.৩২	সিলেট
১৬	চন্দরপুর সেতু	ঢাকাদক্ষিণ-চন্দরপুর-বিয়ানীবাজার মহাসড়ক	২৪৭.৭৫	সিলেট
১৭	সুনই সেতু	ধর্মপাশা- মধ্যনগর মহাসড়ক	১৮৬.০৬	সুনামগঞ্জ
১৮	কাগাপাশা সেতু	বানিয়াচং-নবীগঞ্জ মহাসড়ক	৯৩.০২	হবিগঞ্জ
১৯	পালেরবাজার সেতু	শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) মহাসড়ক	২৪.৪০	হবিগঞ্জ
২০	ডেবনা সেতু	শায়েস্তাগঞ্জ-হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) মহাসড়ক	২৪.৪০	হবিগঞ্জ
২১	শিলক সেতু	হাজী সৈয়দ আলী সরফ ভাটা মহাসড়ক	১১৮.৭৬	চট্টগ্রাম
২২	খোদারহাট সেতু	ফুলতলী-কাঞ্চনা-খোদারহাট মহাসড়ক	৩৪৮.১২	দোহাজারী
২৩	চৌফলদন্ডী সেতু	খুরস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও মহাসড়ক	৩৪৬.৭৬	কক্সবাজার
২৪	বাটাখালী সেতু	চকরিয়া-বদরখালী মহাসড়ক	১৭৩.৭২	কক্সবাজার
২৫	কাটাফাঁড়ি সেতু	একতাবাজার-পহরবাঁদা-পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট মহাসড়ক	৭৫.৯৫	কক্সবাজার
২৬	মুরগাদহ সেতু	পুঠিয়া-বাগমারা মহাসড়ক	৩৭.৮০	রাজশাহী
২৭	দূর্গাপুর সেতু	শিবপুর-দূর্গাপুর-তাহেরপুর মহাসড়ক	৪২.৬৮	রাজশাহী
২৮	মকরমপুর সেতু	রহনপুর-ভোলাহাট-বিডিআর ক্যাম্প মহাসড়ক	৩৭২.৫৪	নবাবগঞ্জ

ক্রম	সেতুর নাম	মহাসড়কের নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	জেলা
২৯	বেইলী সেতু	বাঁধেরহাট-কাজিরহাট-নতিবপুর মহাসড়ক	১৩৪.১৮	পাবনা
৩০	চাঁচকৈড় সেতু	আহম্মেদপুর-বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর মহাসড়ক	১২৪.২৮	নাটোর
৩১	সাবরিখান সেতু	ভাটিবাড়ী-বনগ্রাম মহাসড়ক	৯১.৯৫	লালমনিরহাট
৩২	ভেটেশ্বর সেতু	নামুরীরহাট-চরিতাবাড়ী-কুমড়ীরহাট মহাসড়ক	৩৭.২৫	লালমনিরহাট
৩৩	স্বতী সেতু	নামুরীরহাট-চরিতাবাড়ী-কুমড়ীরহাট মহাসড়ক	৫৬.২১	লালমনিরহাট
৩৪	যাদুরচর সেতু	যাদুরচর-মাদারটিলা মহাসড়ক	২২.৫০	কুড়িগ্রাম
৩৫	মেলান্দহ সেতু	বোনার পাড়া-জুম্মারবাড়ী-সোনাতলা মহাসড়ক	২৯২.৩৮	গাইবান্ধা
৩৬	উল্ল্যাসোনাতলা সেতু	বোনার পাড়া-উল্ল্যাসোনাতলা মহাসড়ক	৭৪.৭২	গাইবান্ধা
৩৭	ঘাঘট সেতু	সাদুল্যাপুর-লক্ষীপুর মহাসড়ক	৯৯.১০	গাইবান্ধা
৩৮	খুলসী সেতু	গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-দুলবাড়ী মহাসড়ক	৪০.৩৫	গাইবান্ধা
৩৯	খোকশারহাট সেতু	বোড়াগাড়ী-খোকশারহাট-ডিমলা মহাসড়ক	১০৭.৫৬	নীলফামারী
৪০	শোলগাতী সেতু	দৌলতপুর-শাহপুর-শোলগাতী-চুকনগর মহাসড়ক	৯০.০০	খুলনা
৪১	রায়েন্দা সেতু	সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-সরণখোলা-বগি মহাসড়ক	৯৩.০২	বাগেরহাট
৪২	কচুয়া সেতু	নাজিরপুর-কচুয়া মহাসড়ক	১১১.৩২	বাগেরহাট
৪৩	পয়সারহাট সেতু	গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট মহাসড়ক	২৬০.৪০	বরিশাল
৪৪	তালতলী সেতু	তালতলী-সায়েস্তাবাদ-ফকিরাবাড়ী মহাসড়ক	১৮২.৯৩	বরিশাল
৪৫	রথখোলা সেতু	গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক	৩০.০০	বরিশাল
৪৬	আগৈলঝড়া সেতু	গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক	৩০.০০	বরিশাল
৪৭	নবগ্রাম সেতু	ঝালকাঠি-নবগ্রাম-গাভা-একশারাপাড়া মহাসড়ক	৬২.৪১	ঝালকাঠি
৪৮	শেখপুর সেতু	পাঁচচর-শিবচর-মাদারীপুর মহাসড়ক	১৬১.৬৪	মাদারীপুর

মেলান্দহ সেতু

চন্দরপুর-সুনামপুর সেতু

গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ সড়কে বড়দহ সেতু নির্মাণ

১৬.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে করতোয়া নদীর উপর ২৫৩.৫৬ মিটার দীর্ঘ বড়দহ সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে গাইবান্ধার সাথে রাজধানীর সড়ক যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

বড়দহ সেতু

অনুন্নয়ন (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খাত

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সড়ক, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৪৪৪.১৫ কোটি টাকা, যার উপ-খাতওয়ারী বরাদ্দ নিম্নরুপ:

(কোটি টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বরাদ্দ
৪৯৩৬	ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহের জরুরি পুনর্বাসন প্রকল্পের বকেয়া	১২৯.২৬
৪৯৩৬	পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক ও সেতু-মাইনর)	২৯৯.৬৩
৪৯৩৬	পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (সড়ক-মেজর)	৮১০.২৬
৪৯৩৬	পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম (সেতু-মেজর)	১২০.০০
৪৯৩৬	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০
৪৯৩৬	রুটিন মেইনটেন্যান্স (বিভাগীয় মেরামত)	৭৫.০০
	মোট	**১৪৪৪.১৫**

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে অনুন্নয়ন (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খাতের আওতায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে:

- ১২৪.৪৮ কিলোমিটার সড়ক পুনর্বাসন (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ২৭০.৮৬ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট
- ১৪৭৩.৭৬ কিলোমিটার ওভারলে
- ২৫৩.৪৭ কিলোমিটার ডিবিএসটি
- ১৭৭৭.৫৫ কিলোমিটার সীলকোট
- ২.৫৪ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ২১ টি সেতু (৯৪৭.৪৭ মিটার) নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ
- ১০৭টি কালভার্ট (৬৪০.৫০ মিটার) নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ

ঢাকা-বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে ডিবিএসটি এর কাজ চলমান

বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে ডিবিএস এর কাজ চলমান

বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে সম্পাদিত ডিবিএস কাজের গুনগত মান কোরকাটিং এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে

পিএমপি সেতুর আওতায় পলাশবাড়ী-গাইবান্ধা মহাসড়কে নির্মিত শাকুয়া সেতু

পিএমপি সেতুর আওতায় যশোর সড়ক বিভাগের নারায়ণপুর সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নোক্ত ৪টি স্থাপনা উদ্বোধন করেন :

ক্রম	স্থাপনার নাম	নদী/ স্থানের নাম	মহাসড়কের নাম	দৈর্ঘ্য	উদ্বোধনের তারিখ
১	ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক (এন-২) হাইওয়ে হতে বিবিয়ানা পাওয়ার প্লান্ট সংযোগ সড়ক	হবিগঞ্জ	ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক	২.৭৭ কিলোমিটার	২৯ নভেম্বর ২০১৪
২	শেখ লুৎফর রহমান সেতু	মধুমতি	পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটার	৩৯১.৪৯১ মিটার	২৪ জানুয়ারি ২০১৫
৩	মাওনা ফ্লাইওভার	মাওনা	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ২৭তম কিলোমিটারে	৯০০ মিটার	১১ এপ্রিল ২০১৫
৪	কুমিল্লা বিবির বাজার স্থলবন্দর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	কুমিল্লা	ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন জাতীয় মহাসড়কের (এন-১২০) এ ৯ম কিলোমিটারে বালুতোপা নামক স্থান হতে বিবিরবাজার স্থলবন্দর পর্যন্ত	০৬.৫০ কিলোমিটার	২৫ মে ২০১৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহের বিবরণ

মজলিশপুর হতে বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ২০২তম কিলোমিটারে মজলিশপুর হতে বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২.৭৭ কিলোমিটার নতুন সড়ক ও ৫টি বক্স কালভার্ট (৪২.৪০ মিটার) নির্মাণ করা হয়। মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সাথে বিবিয়ানা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ মজলিশপুর হতে বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত মহাসড়ক উদ্বোধন করেন

মজলিশপুর হতে বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত মহাসড়ক

শেখ লুৎফর রহমান সেতু

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটারে মধুমতি নদীতে ফেরী সার্ভিসের স্থলে একটি সেতু নির্মাণ দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল। জনপ্রত্যাশা পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখ সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৬৯.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯১.৪৯ মিটার দীর্ঘ সেতুটির নির্মাণ কাজ ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়। সেতুটি নির্মাণের ফলে পিরোজপুর জেলা সদরের সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক পথের দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে এবং জনগণের ভ্রমণ ব্যয় ও সময় কমেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেখ লুৎফর রহমান সেতু উদ্বোধন করেন

শেখ লুৎফর রহমান সেতু

মাওনা ফ্লাইওভার

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৯০০ মিটার দীর্ঘ মাওনা ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও শ্রীপুর-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক মহাসড়কের সংযোগস্থল মাওনা বাজার এলাকায় তীব্র যানজট নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। মাওনায় ফ্লাইওভারটি নির্মাণের ফলে এখন ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহগামী যানবাহন এবং নিচ দিয়ে মাওনা-শ্রীপুরের যানবাহন নির্বিঘ্নে ও যানজটমুক্তভাবে সহজেই চলাচল করতে পারছে। ফ্লাইওভারটি নির্মিত হওয়ায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের সাথে দেশের অন্যান্য এলাকার যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও সময়-সাশ্রয়ী হয়েছে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে মাওনা ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেন

মাওনা ফ্লাইওভার

কুমিল্লা-বিবিরবাজার স্থলবন্দর মহাসড়ক

৩৪.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ কুমিল্লা (বালুতোপা)-বিবিরবাজার স্থলবন্দর মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কটি জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীত হওয়ায় বিবিরবাজার স্থলবন্দরের কার্যকারিতা তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পণ্য আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্দরনগরী চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা টেকসই, নিরাপদ ও সময় সাশ্রয়ী হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ মে ২০১৫ তারিখ কুমিল্লা-বিবিরবাজার স্থলবন্দর মহাসড়ক উদ্বোধন করেন

কুমিল্লা-বিবিরবাজার স্থলবন্দর মহাসড়ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত স্থাপনাসমূহ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নোক্ত ৬টি স্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেনঃ

ক্রম	স্থাপনার নাম	অবস্থান	দৈর্ঘ্য	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের তারিখ
১	কালনা সেতু	ভাটিয়াপাড়া-কালনা-নড়াইল-যশোর মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে কালনা নামক স্থানে	৬৮০.০০ মিটার	২৪ জানুয়ারি ২০১৫
২	ভুলতা ফ্লাইওভার	ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে ভুলতা নামক স্থানে	১২৩৮.০০ মিটার	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৩	৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু	নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার সৈয়দপুর বন্দর উপজেলার মদনগঞ্জ	১২৯০.০০ মিটার	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৪	কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক	কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক	৫১.৬৩ কিলোমিটার	১৬ মে ২০১৫
৫	কুমিল্লা শহরের শাসন গাছায় রেলওয়ে ওভারপাস	ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন জাতীয় মহাসড়কের (এন-১২০) ৪র্থ কিলোমিটারে শাসনগাছা নামক স্থানে	৬৩১.২৭ মিটার	২৫ মে ২০১৫
৬	বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১	বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো রামগড় মহাসড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে রামগড় (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ)-সাবরুম (ত্রিপুরা, ভারত) পয়েন্টে	৫০০.০০ মিটার	৬ জুন ২০১৫

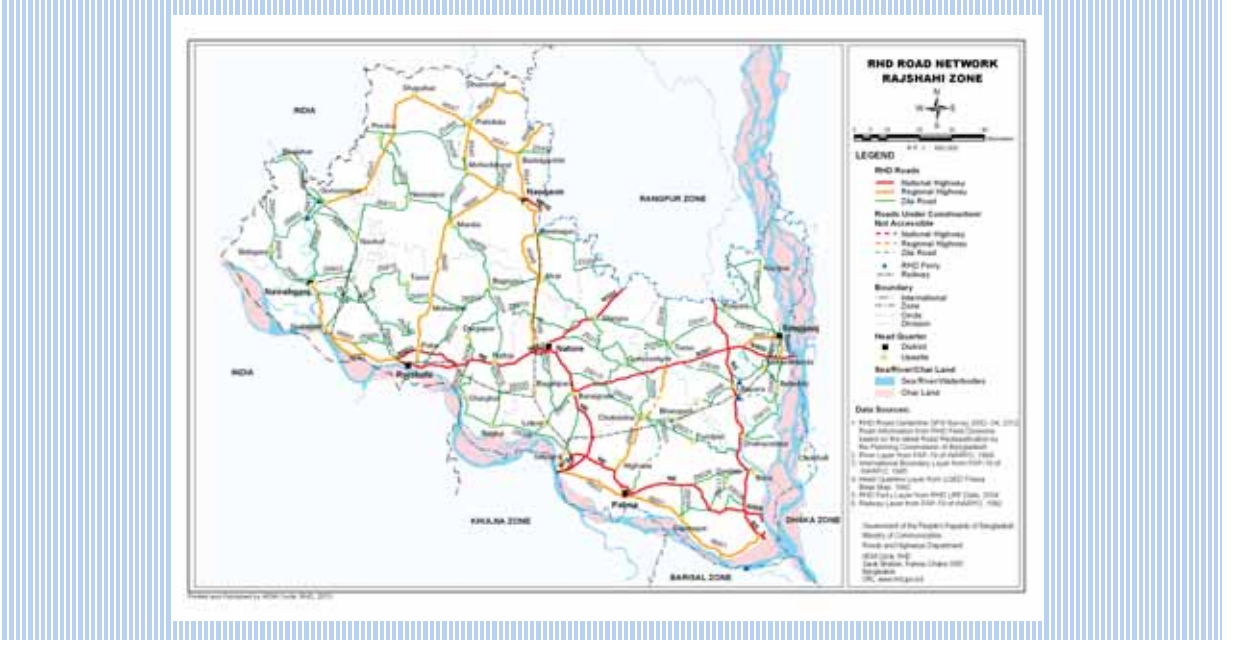

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত স্থাপনাসমূহের বিবরণ

কালনা সেতু

ভাটিয়াপাড়া-কালনা-লোহাগড়া-নড়াইল-যশোর জাতীয় মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে মধুমতি নদীর উপর ২৪৪.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৮০ মিটার দীর্ঘ কালনা সেতু নির্মাণ করা হবে। জাইকা সেতুটি নির্মাণে অর্থায়ন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং এ লক্ষ্যে Minutes of Discussion (MoD) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেতুটি নির্মিত হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে ঢাকার সড়ক যোগাযোগ সহজতর হবে। বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কালনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

কালনা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর ফলক

ভুলতা ফ্লাইওভার

দেশের অন্যতম দুটি জাতীয় মহাসড়ক (ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা বাইপাস জাতীয় মহাসড়ক) এবং দুটি আঞ্চলিক মহাসড়ক (ভুলতা-রূপগঞ্জ এবং ভুলতা-আড়াইহাজার) এর সংযোগস্থল ভুলতা বাজার এলাকায় যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ২৩৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২৩৮ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কোন ধরণের যানজট ছাড়াই রাজধানী ঢাকা থেকে সিলেট এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন সহজ ও গতিশীল হবে। তাছাড়া, ভুলতা বাজার এলাকাটি এশিয়ান হাইওয়ে রুট-১ (AHI: বেনাপোল-যশোর-নড়াইল-কালনা-ভাটিয়াপাড়া-ভাংগা-মাওয়া-ঢাকা-সিলেট -তামাবিল)-এর উপর অবস্থিত হওয়ায় নিকট ভবিষ্যতে আন্তর্দেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পণ্য পরিবহন ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যিক প্রসারের কারণে স্থানটির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভুলতা ফ্লাইওভারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

ভুলতা ফ্লাইওভার এর ভিত্তিপ্রস্তর ফলক

৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার সৈয়দপুর ও বন্দর উপজেলার মদনগঞ্জ পয়েন্টে ৩৭৭.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেতু নির্মিত হলে যানজটপূর্ণ ঢাকা মহানগরী বাইপাস করে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা-মাওয়া-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক ব্যবহার করা যাবে। এতে ঢাকা মহানগরীর যানজট এড়িয়ে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্ব ও দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চলের যাতায়াত সহজতর হবে। বিকল্প সড়ক পথে যানবাহন চলাচল ও পণ্য পরিবহনের ফলে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর যানজট নিরসনে এ সেতুটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

৩য় শীতলক্ষ্যা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর

কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক

৩৩.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুত কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মহাসড়কটির দৈর্ঘ্য ৫১.৬২৬ কিলোমিটার। এ প্রকল্পের আওতায় ১৩.৭৯৯ কিলোমিটার পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ, ২০.০০ কিলোমিটার বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতিকরণ এবং ৫১.৬২৬ কিলোমিটার সার্ফেসিং (কার্পেটিং ও সিলকোট) কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে সোনামসজিদ স্থলবন্দরের সাথে শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর এবং ভোলাহাট উপজেলাসহ নওগাঁ ও বগুড়া জেলার সাথে সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটবে। তাছাড়া সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে আমদানিকৃত মালামাল উক্ত পথে নওগাঁ, বগুড়া জেলা ও বিভাগীয় শহর রাজশাহী হয়ে সমগ্র বাংলাদেশে স্বল্প সময়ে পরিবহন করা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ মে ২০১৫ তারিখ কনসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

শাসনগাছা রেলওয়ে ওভারপাস

ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন জাতীয় মহাসড়কের (এন-১১৯) ৪র্থ কিলোমিটারে শাসনগাছা রেল ক্রসিং এর উপর ৬৩১.২৬৫ মিটার দীর্ঘ ওভারপাস নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ওভারপাসটি নির্মিত হলে উক্ত মহাসড়কে নিরবচ্ছিন্নভাবে যানবাহন চলাচল করতে পারবে, যা কুমিল্লা শহরের যানজট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ মে ২০১৫ তারিখ শাসনগাছা রেলওয়ে ওভারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১

বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় মহাসড়কে রামগড় (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ)-সাবরুম (ত্রিপুরা, ভারত) পয়েন্টে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তবর্তী ফেনী নদীর উপর বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১ নির্মাণ করা হবে। সেতুটি বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম এর সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। সেতুটি ভারত সরকার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ করবে। সেতুটি নির্মিত হলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তর্দেশীয় আমদানি-রপ্তানি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। ইতোমধ্যে সেতু নির্মাণের জন্য বিস্তারিত জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভারত সরকার Detailed Project Report (DPR) প্রস্তুত করছে।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যৌথভাবে
৬ জুন ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১ এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত স্থাপনাসমূহ উদ্বোধন করেন:

ক্রম	স্থাপনার নাম	উদ্বোধনের তারিখ	জেলা
১.	কেরানীহাট এক্সেল লোড স্টেশন	২৭-০৮-২০১৪	চট্টগ্রাম
২.	সোনামসজিদ এক্সেল লোড স্টেশন	২৮-০৮-২০১৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩.	নরসিংহপুর ফুটওভার ব্রীজ	২৯-০৯-২০১৪	ঢাকা
৪.	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলি মহাসড়ক ও রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া-বান্দরবান মহাসড়ক	০৩-১২-২০১৪	রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি
৫.	কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের ১০ (দশ)টি সেতু	০৩-১২-২০১৪	কক্সবাজার
৬.	সীতাকুন্ড এক্সেল লোড স্টেশন	০৪-১২-২০১৪	চট্টগ্রাম
৭.	নয়ারহাট সওজ পরিদর্শন বাংলো	১৩-১২-২০১৪	ঢাকা
৮.	রাজেন্দ্রপুর ফুট ওভার ব্রীজ	১৮-১২-২০১৪	গাজীপুর
৯.	রাজাবাড়ি সেতু	১৮-১২-২০১৪	গাজীপুর
১০.	শিলপাড়া এক্সেল লোড স্টেশন	২৫-১২-২০১৪	পঞ্চগড়
১১.	মহাস্থানগড় এক্সেল লোড স্টেশন	২৭-১২-২০১৪	বগুড়া
১২.	মনখালি সেতু	১৫-০১-২০১৫	কক্সবাজার
১৩.	লেমুয়া সেতু	১৫-০২-২০১৫	ফেনী
১৪.	সাঘাটা-মেলান্দহ সেতু	১৯-০২-২০১৫	গাইবান্ধা
১৫.	বিজয় সিংহ দীঘিতে ওয়াক ওয়ে	১২-০৩-২০১৫	ফেনী
১৬.	বাবলাতলা সেতু	০২-০৫-২০১৫	যশোর
১৭.	আজিমপুর ও গেরাদিয়া সেতু	০৪-০৫-২০১৫	মানিকগঞ্জ
১৮.	শুটকির মোড়ে (সৈয়দপুর) দুর্ঘটনাপ্রবন বাঁক সংস্কার কাজ	০৭-০৫-২০১৫	নীলফামারী
১৯.	রংপুর মেডিক্যাল কলেজ মোড়ে দুর্ঘটনাপ্রবন বাঁক সংস্কার কাজ	০৭-০৫-২০১৫	রংপুর
২০.	নওয়াপাড়া (শ্যামবাগাত) এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন	২৩-০৫-২০১৫	বাগেরহাট

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত উল্লেখযোগ্য স্থাপনাসমূহের বিবরণ:

কেরানীহাট এক্সেল লোড স্টেশন

দেশের মহাসড়কগুলোতে অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই করে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন মহাসড়কে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন করেছে। কোন কোন স্থানে একই উদ্দেশ্যে পোর্টেবল ওয়েস্কেল স্থাপন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কের ৫২তম কিলোমিটারে ১টি পোর্টেবল ওয়েস্কেল স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় মন্ত্রী ২৭ আগষ্ট ২০১৪ তারিখ কেরানীহাট পোর্টেবল ওয়েস্কেল উদ্বোধন করেন

নরসিংহপুর ফুটওভার ব্রীজ

টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটারে নরসিংহপুর এলাকায় ২.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮.০০ মিটার দীর্ঘ ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। ফুটওভার ব্রীজটি নির্মাণের ফলে টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড মহাসড়কের নরসিংহপুর এলাকায় শিল্প শ্রমিকদের যাতায়াত সহজ ও নিরাপদ হয়েছে। এতে সড়ক দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

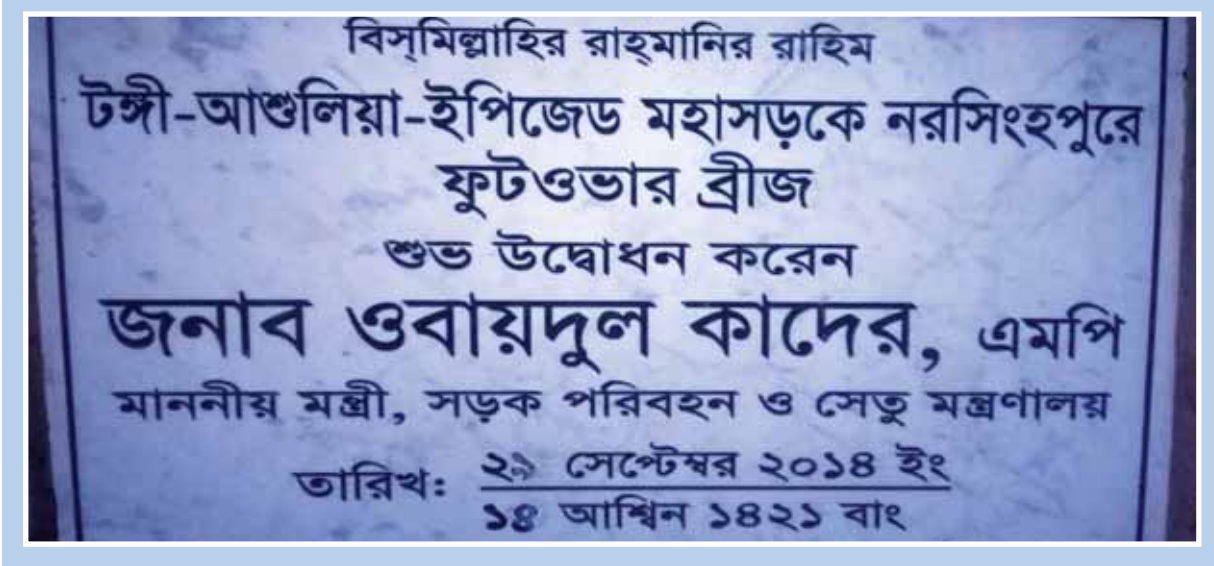

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে নরসিংহপুর ফুটওভার ব্রীজ উদ্বোধন করেন

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নির্মিত ২টি সড়ক

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলি মহাসড়ক ও রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া-বান্দরবান মহাসড়ক মাননীয় মন্ত্রী ৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী ৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলি মহাসড়ক ও রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া-বান্দরবান মহাসড়ক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন

কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের ১০টি সেতু

ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কে ১০টি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতুগুলো উদ্বোধন করেন। সেতুগুলোর বিবরণ নিম্নরুপ:

ক্রম	সেতুর নাম	সেতুর দৈর্ঘ্য (মিটার)	এপ্রোচের দৈর্ঘ্য (মিটার)
১	রাবেতা সেতু	৬০.০০	২৮৫.০৩৮
২	মরিচ্যা সেতু	৬০.০০	৩০০.০০
৩	হিজলি সেতু	৫১.০০	২৮৩.৬৩
৪	পানেরছড়া সেতু	২৫.৭৪	১০৪.০০
৫	খুনিয়াপালং সেতু	২৮.৭৮	৯৭.০০
৬	ধেচুয়া পালং সেতু	১৯.৬৬	১২৫.০০
৭	তচ্ছখালী সেতু	১৬.৫৯	১৪৫.০০
৮	রত্না পালং সেতু	২৫.৭৪	১০৯.০০
৯	রাজা পালং সেতু	১৩.৫৪	৯২.০০
১০	উখিয়া সেতু	২৫.৭৪	১২৯.০০

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে কক্সবাজার-টেকনাফ
জাতীয় মহাসড়কে ১০টি সেতু ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন

মরিচ্যা সেতু

সীতাকুন্ড এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

সড়কপথে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে চলাচলকারী যানবাহনে মাত্রাতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ১৯৪তম কিলোমিটারে সীতাকুন্ডস্থ বড় দারোগারহাটে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। স্টেশনটি স্থাপনের ফলে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে চলাচলকারী যানবাহনে মাত্রাতিরিক্ত ওজন নিয়ে চলাচলের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ সীতাকুন্ড এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন উদ্বোধন করেন

সীতাকুন্ড এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

নয়ারহাট পরিদর্শন বাংলোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ

ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের ২৬তম কিলোমিটারে নয়ারহাটে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যমান পরিদর্শন বাংলোর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের সম্প্রসারিত নয়ারহাট পরিদর্শন বাংলো উদ্বোধন করেন।

সম্প্রসারিত নয়ারহাট পরিদর্শন বাংলো

রাজেন্দ্রপুর ফুটওভার ব্রীজ

সালনা (রাজেন্দ্রপুর)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়কের ৪র্থ কিলোমিটারে সেনানিবাস এলাকায় ১.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রীজটি নির্মাণের ফলে সেনানিবাস এলাকার পথচারীগণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে রাস্তা পারাপার করতে পারছেন।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে রাজেন্দ্রপুর ফুটওভার ব্রীজ উদ্বোধন করেন

রাজাবাড়ী সেতু

সালনা (রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা)-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা সড়কের ১০তম কিলোমিটারে পারুলী নদীর উপর ৮.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরাতন, সংকীর্ণ ও জরাজীর্ণ সেতুর স্থলে ৬২.৫০ মিটার দীর্ঘ রাজাবাড়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে এ মহাসড়কে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে রাজাবাড়ী সেতু উদ্বোধন করেন।

রাজাবাড়ী সেতু

মনখালী সেতু

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের ৪৪.২০ কিলোমিটারে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ২২.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৮.৬৯ মিটার দীর্ঘ মনখালী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ মনখালী সেতু উদ্বোধন করেন

মনখালী সেতু

লেমুয়া সেতু

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় এ মহাসড়কের ১৫৩তম কিলোমিটারে ফেনী জেলার লেমুয়া নামক স্থানে কালীদাস নদীর উপর ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৩.১ মিটার দীর্ঘ লেমুয়া সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে লেমুয়া সেতু উদ্বোধন করেন

মেলান্দহ সেতু

অসমাপ্ত সেতু সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় বোনারপাড়া-জুমারবাড়ি-সোনাতলা সড়কের ১৮তম কিলোমিটারে ২২.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঙ্গালী নদীর উপর ২৬০.৭৬ মিটার দীর্ঘ মেলান্দহ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে মেলান্দহ সেতু উদ্বোধন করেন

বাবলাতলা সেতু

যশোরের বাবলাতলায় বিদ্যমান বেইলী সেতুর স্থলে ৪.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০.৪৯ মিটার দীর্ঘ বাবলাতলা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে যশোর হতে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা এবং রাজধানী ঢাকাসহ বেনাপোল স্থলবন্দর ও ভোমরা স্থলবন্দরে পণ্য পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন, নিরাপদ ও সহজতর হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ২ মে ২০১৫ তারিখে বাবলাতলা সেতু উদ্বোধন করেন

আজিমপুর সেতু ও গেরাদিয়া সেতু

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটারে ৪.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে আজিমপুর নামক স্থানে ৫১.০০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু এবং ২১তম কিলোমিটারে ৩.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে গেরাদিয়া নামক স্থানে ৩৭.১০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতু দু'টি নির্মাণের ফলে মানিকগঞ্জ জেলার সাথে সিংগাইর উপজেলা ও রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও নিরাপদ ও উন্নততর হয়েছে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ০৪ মে ২০১৫ তারিখে গেরাদিয়া সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

গেরাদিয়া সেতু

ব্ল্যাক স্পট প্রশস্তকরণ ও সরলীকরণ

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ০৭ মে ২০১৫ তারিখ ইম্প্রুভমেন্ট অব রোড সেফটি এ্যাট ব্ল্যাক স্পটস্ অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে শুটকির মোড় এবং রংপুর জেলার রংপুর মেডিক্যাল কলেজ মোড় এর বাঁক প্রশস্তকরণ ও সরলীকরণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ০৭ মে ২০১৫ সৈয়দপুরে শুটকির মোড় এর বাঁক প্রশস্তকরণ ও সরলীকরণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত স্থাপনাসমূহ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত স্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন:

ক্রম	স্থাপনার নাম	ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের তারিখ	জেলা
১	টিপড়াবাজার-ক্যান্টনমেন্ট-বার্ড সড়ক	১৪-১২-২০১৪	কুমিল্লা
২	হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ সড়কে ঋষিপাড়া ও গলাকাটা সেতুর নির্মাণ কাজ	০৪-০৫-২০১৫	মানিকগঞ্জ

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত স্থাপনাসমূহের বিবরণ

কুমিল্লা সেনানিবাস-টিপরা বাজার-বার্ড সড়ক

২৪.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৫.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ কুমিল্লা সেনানিবাস-টিপরা বাজার-বার্ড সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক হতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) এবং এ এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত সড়কে যাতায়াত করা যাবে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ কুমিল্লা সেনানিবাস-টিপরা বাজার-বার্ড সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

ঋষিপাড়া ও গলাকাটা সেতু নির্মাণ

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে ৪.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৪.০০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু এবং ১৬তম কিলোমিটারে ৩.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩.০০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেতু ২টি নির্মাণ সম্পন্ন হলে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিকল্প সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত এ মহাসড়কে যাতায়াত আরও নিরাপদ ও সহজ হবে।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ৪ মে ২০১৫ তারিখ ঋষিপাড়া ও গলাকাটা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

সহসাই সমাপ্ত হবে এমন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯২.৩০ কিলোমিটার বিদ্যমান ২-লেন মহাসড়ককে ৩১৯০.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্পে নতুন ২-লেন বিশিষ্ট মহাসড়ক নির্মাণ ছাড়াও ২৩টি সেতু, ২৪২টি কালভার্ট, ৩টি রেল ওভারপাস, ১৪টি সড়ক বাইপাস (৩২.১৩৭ কিলোমিটার), ৩৩টি স্টীল ফুট ওভার ব্রীজ, ২টি আন্ডারপাস (৩৪ মিটার), ৬১টি বাস স্টপেজ নির্মাণ করা হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

- ৫টি কবরস্থান, ১৬টি মসজিদ, ৪টি মন্দির এবং ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ও উন্নততরভাবে নির্মাণ করে এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত
- প্রকল্পের সকল প্রকার ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন
- প্রকল্পের প্রায় ৯৭.৫০ ভাগ ইউটিলিটি শিফটিং সম্পন্ন
- সড়কবাঁধ নির্মাণ ৯৩.৬০ ভাগ সম্পন্ন
- ২৩টি সেতুর মধ্যে ২০টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- অবশিষ্ট ৩টি সেতুর নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি শতকরা ৭০ ভাগ
- ২৪২টি কালভার্টের মধ্যে ২৩৯টির নির্মাণ সম্পন্ন
- ৩টি রেলওয়ে ওভারপাসের সার্বিক অগ্রগতি ৫৯.৬৬%
- ১৫৫.১০ কিলোমিটার বেইস মহাসড়ক নির্মাণ সম্পন্ন
- ১৯২.৩০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৪৩ কিলোমিটার বিটুমিনাস পেভমেন্ট সম্পন্ন
- ১৪টি বাইপাসের ৩২.১৫ কিলোমিটারের মধ্যে ২৮.৫ কিলোমিটার বিটুমিনাস মহাসড়ক নির্মাণ সম্পন্ন
- ৭ কিলোমিটার কংক্রিট পেভমেন্ট এর মধ্যে ৬.৬ কিলোমিটার নির্মাণ সম্পন্ন

প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬৯৯.৩২ কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯১৫ কোটি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক পথে যোগাযোগ সহজ, দ্রুত, যানজটমুক্ত ও উন্নততর হবে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তব কাজের চিত্র

মিডিয়ানসহ ৪-লেন নির্মিত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮১৫.১২ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৭.১৮ কিলোমিটার বিদ্যমান ২-লেন মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ ৩.৪৩ কিলোমিটার কনক্রিট পেভমেন্ট, ১টি ফ্লাইওভার, ৫টি সেতু, ১৫৫টি কালভার্ট, ১টি রেল ওভারপাস, ৪টি স্টিল ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্যাকেজ-১ (জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত ১২.৬৫ কিলোমিটার) ও প্যাকেজ-২ (রাজেন্দ্রপুর হতে নয়নপুর পর্যন্ত ১৭.৬০ কিলোমিটার) এর নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডিপোজিট ওর্য়াক হিসাবে বাস্তবায়ন করছে। অন্য ২ (দুই)টি প্যাকেজ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

- মাটির কাজ (সড়ক বাঁধ) ১০০% সম্পন্ন
- সাব-বেইস নির্মাণ কাজ ৭৮.০৮ কিলোমিটার ৪-লেন ও ৯.১ কিলোমিটার ২-লেন সম্পন্ন
- বেইস কোর্স ৭০.৮৭ কিলোমিটার ৪-লেন ও ১৩.৪৩ কিলোমিটার ২-লেন সম্পন্ন
- ৩.৪৩ কিলোমিটার Rigid Pavement এর কাজ সম্পন্ন
- বাইন্ডার কোর্স (বিটুমিনাস সার্ফেস) ৫১.৬৮ কিলোমিটার (৪-লেন), ১৫.৩২ কিলোমিটার (২-লেন) সম্পন্ন
- ৫টি সেতুর মধ্যে ৫টিরই নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ১৫৫টি কালভার্টের মধ্যে ১৪৮টির কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও অবশিষ্ট কালভার্ট এর কাজ চলমান রয়েছে
- মাওনা ফ্লাইওভার এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। গত ১১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে
- সালনা রেল ওভারপাস এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি : ৮৮.৪৫%

প্রকল্পের কাজ শেষ হলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর সিলেট এর পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ সহজ, নিরাপদ, দ্রুত ও ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। এতে এতদঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক

ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি)

১১৮৭.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় বৈদেশিক সহায়তায় ৬৩টি (৩৭৩৬.২৫ মিটার) এবং সরকারি অর্থায়নে ৫৫টি (১২৯২.৯৪ মিটার) সর্বমোট ১১৮টি সেতুর নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। তম্মধ্যে ১১১টি সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৮৩%।

ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতাধীন সেতুসমূহের বিবরণী

বৈদেশিক সহায়তায় নির্মিত সেতুসমূহের বিবরণ:

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতুর নাম	সেতুর অবস্থান (এলআরপি)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	বর্তমান অবস্থা
১	জিনজিরা-কেরানীগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক (আর ৮২০)	রোহিতপুর কালভার্ট	০১২বি	১১	সমাপ্ত
২		কলাকোপা (হারভাঙ্গা সেতু)	০৩৬এ	৩৯	সমাপ্ত
৩		সাদাপুর সেতু	০৩৬সি	৪৮	সমাপ্ত
৪		মাঝিরকান্দা সেতু	০৩৭এ	৩৯	সমাপ্ত
৫		চালনাই সেতু (হাতিরবান্ধা সেতু)	০৩৮ই	৩৯	সমাপ্ত
৬		পালামগঞ্জ কালভার্ট	০৪১এ	১৭	সমাপ্ত
৭	টাঙ্গাইল-মধুপুর মহাসড়ক (এন ৪)	পুংলী সেতু	০৬৭এ	১৩১	সমাপ্ত
৮		ধুনাইল সেতু	০৭৪সি	৬৫	সমাপ্ত
৯		হামিদপুর সেতু	০৭৮এ	৭৭	সমাপ্ত

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতুর নাম	সেতুর অবস্থান (এলআরপি)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	বর্তমান অবস্থা
১০	টাঙ্গাইল-মধুপুর মহাসড়ক (এন ৪)	গোলাবাড়ী সেতু	১০৬এ	৫৪	সমাপ্ত
১১		চারাভাঙ্গা সেতু	১১২এ	৩৭	সমাপ্ত
১২		কুচাভাঙ্গা সেতু	১১৮এ	৩৭	সমাপ্ত
১৩		ছিনাবাড়ী সেত	১২৫এ	৪৩	সমাপ্ত
১৪	কিশোরগঞ্জ-ভৈরব বাজার মহাসড়ক (আর ৩৬০)	কাপিয়ারচর সেতু	০৬৩এ	৩৭	সমাপ্ত
১৫		ছয়সুতি সেতু	১০৬এ	৪৩	সমাপ্ত
১৬		মিরেরচর সেতু	১০৯এ	৩৭	সমাপ্ত
১৭		গাজীরটেক সেতু	১১১এ	৩৭	সমাপ্ত
১৮	কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক (এন-১)	রাবেতা সেতু	৩৯৩এ	৬০	সমাপ্ত
১৯		মরিচ্যা সেতু	৩৯৪ই	৬০	সমাপ্ত
২০		ধুরুমখালী সেতু	৩৯৬বি	৬৯	সমাপ্ত
২১		হিজলি সেতু	৪০১এ	৫১	সমাপ্ত
২২		মৌলভীবাজার	৪৩৪বি	৪০	সমাপ্ত
২৩	চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-রাঙ্গামাটি মহাসড়ক (এন-১০৬)	বড় বাইনজন সেতু	০১৫এ	৬৩	সমাপ্ত
২৪		রহিমপুর সেতু	০১৬এ	৪৮	সমাপ্ত
২৫		ইছাপুর কালভার্ট	০১৭এ	১২	সমাপ্ত
২৬		হালদা সেতু	০১৮এ	১০২	সমাপ্ত
২৭	হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর ১৬০)	মানিকছড়ি সেতু	০৪৪এ	৪৫	সমাপ্ত
২৮		গুইমারা সেতু	০৫৯এ	৮৪	সমাপ্ত
২৯		তৈমাতাই সেতু	০৬৫বি	৪৫	সমাপ্ত
৩০		বাইল্যাছড়ি সেতু	০৬৬বি	৪৫	সমাপ্ত
৩১		সাপমারা সেতু	০৭৮এ	৪৫	সমাপ্ত
৩২		শিলাছড়া সেতু	০৮৫বি	৫৭	সমাপ্ত
৩৩		চেংগী সেতু	০৮৮ই	১১১	সমাপ্ত
৩৪	পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী চকরিয়া মহাসড়ক (আর-১৭০)	মুরালী ঘাট সেতু	৭/১	৮৪	সমাপ্ত
৩৫		আনোয়ারা সেতু	০১৫এ	৪৮	সমাপ্ত
৩৬		শিলকোপ সেতু	০৪৫বি	৪০	সমাপ্ত
৩৭		প্রেম বাজার সেতু	০৫৩বি	৩৯	সমাপ্ত

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতুর নাম	সেতুর অবস্থান (এলআরপি)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	বর্তমান অবস্থা
৩৮	কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সরাইল) মহাসড়ক (এন-১০২)	সংচাইল সেতু	০৩৫এ	৪৩	সমাপ্ত
৩৯		ছতুরাশরীফ সেতু	০৫৩এ	৪২	সমাপ্ত
৪০		রামরাইল সেতু	০৬৭সি	৬৩	সমাপ্ত
৪১		কাউতলী/এন্ডারসন সেতু	০৭০এ	১০৩	সমাপ্ত
৪২	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষীপুর মহাসড়ক (আর-১৪০)	হাজীগঞ্জ সেতু	০৪৭এ	৭০	সমাপ্ত
৪৩		মহামায়া সেতু	০৫৭এ	৪৮	সমাপ্ত
৪৪		ফরিদগঞ্জ সেতু	৮১	১০২	সমাপ্ত
৪৫	মাইজদী-রাজগঞ্জ-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (আর-১৪৩)	বসুরহাট সেতু	০১৫এ	৩৯	সমাপ্ত
৪৬	সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২৮০)	গোবিন্দগঞ্জ সেতু	০২০এ	১০০	সমাপ্ত
৪৭		জালালপুর সেতু	০২৪এ	৪৩	সমাপ্ত
৪৮		বোকার ভাঙ্গা সেতু	০২৮এ	৭৬	সমাপ্ত
৪৯		জাতুয়া সেতু	০২৯এ	৭৬	সমাপ্ত
৫০		বাউস সেতু	০৩০এ	৪৩	সমাপ্ত
৫১		চেচান সেতু	০৩১এ	৪৩	সমাপ্ত
৫২		রাউলী সেতু	০৩২এ	৪৩	সমাপ্ত
৫৩		কৈতক সেতু	০৩৩এ	৬৭	সমাপ্ত
৫৪		মনবেগ সেতু	০৩৮সি	১০৬	সমাপ্ত
৫৫		আহছানমারা সেতু	০৫৩এ	১৫০	সমাপ্ত
৫৬		জানিগ্রাম সেতু (সড়ক ইমব্যাঙ্কমেন্ট)	০৫৮এ	২৭২	সমাপ্ত
৫৭		চাকনিকারা সেতু	০৬১এ	৯৪	সমাপ্ত
৫৮		ওয়েজখালী কালভার্ট	০৬৪এ	১৬	সমাপ্ত
৫৯		কাকুরা সেতু	০৩৬এ	৮৫	সমাপ্ত
৬০	সিলেট-গোলাপগঞ্জ-চারখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২৫০)	কোনাগ্রাম সেতু	০৪২এ	৪০	সমাপ্ত
৬১		পরচক সেতু	০৪৪এ	৬৪	সমাপ্ত
৬২		সাতপরি সেতু	০৪৯এ	৬৭	সমাপ্ত
৬৩		সাজাতপুর সেতু	০৭০এ	৫৫	সমাপ্ত

জিওবি'র আওতায় নির্মিত সেতুসমূহের বিবরণ:

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতুর নাম	সেতুর অবস্থান (এলআরপি)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	বর্তমান অবস্থা
১	জিনজিরা-কেরানীগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক (আর ৮২০)	সৈয়দপুর সেতু	১১৪এ	১২	সমাপ্ত
২		বেনুখালী সেতু	০২৩এ	২৪	সমাপ্ত
৩		জিয়াখাল সেতু	০০৬এ	২৪	সমাপ্ত
৪		লক্ষ্মীপ্রদাস সেতু	০৪০এ	২৫	সমাপ্ত
৫		সাইনপুকুর সেতু	০৫৬এ	২২	সমাপ্ত
৬		জাহানারাবাদ সেতু	০৫৭এ	২৫	সমাপ্ত
৭		তালুকদারবাড়ী সেতু	০৫৮বি	১২	সমাপ্ত
৮	সিলেট-গোলাপগঞ্জ-চরকাই-জকিগঞ্জ মহাসড়ক (আর ২৫০)	দত্তের খাল সেতু	০৩৩সি	২৬	সমাপ্ত
৯		কাটলি খাল সেতু	০৩৪এ	৩১	সমাপ্ত
১০		নাটেশ্বার সেতু	০৩৫এ	২০	সমাপ্ত
১১		পলিশার খাল সেতু	০৩৯এ	২০	সমাপ্ত
১২		শাহগলি বাজার কালভার্ট	০৪১এ	২১	সমাপ্ত
১৩		রাজপুর সেতু	০৫৭এ	১৪	সমাপ্ত
১৪		রাইগ্রাম সেতু	০৬১এ	৩২	সমাপ্ত
১৫		হামিগ্রাম সেতু	০৬৯এ	৩২	সমাপ্ত
১৬		কাজাপুর সেতু	০৭১এ	৩২	সমাপ্ত
১৭		অমলসীদ সেতু	০৭৬এ	২৭	সমাপ্ত
১৮	সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর ২৮০)	জাওয়া বাজার সেতু	৩৮তম	৪৩	সমাপ্ত
১৯	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর মহাসড়ক (আর-১৪০)	মোদাফফরগঞ্জ সেতু (মেরামত)	০২৭ডি	-	সমাপ্ত সমাপ্ত
২০		মিঠানিয়া সেতু	০৪৯এ	২৬	সমাপ্ত
২১		কালারপুর সেতু	৯২	১৭	সমাপ্ত
২২		ফিশারীগেইট সেত	৯৫	২৬	সমাপ্ত
২৩	মাইজদী-রাজগঞ্জ-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (আর-১৪৩)	রামকৃষ্ণপুর সেতু	২০	২৬	সমাপ্ত
২৪	কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়ক (এন ১)	পানেরছড়া ব্রীজ	৩৮৪বি	২৬	সমাপ্ত
২৫		খুনিয়াপালং ব্রীজ	৩৯২এ	২৯	সমাপ্ত
২৬		ধেচুয়াপালং ব্রীজ	৩৯৪এ	২০	সমাপ্ত

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতুর নাম	সেতুর অবস্থান (এলআরপি)	দৈর্ঘ্য (মিটার)	বর্তমান অবস্থা
২৭		কার্টাখালী ব্রীজ	৩৯৮বি	১৭	সমাপ্ত
২৮		রত্নাপালং ব্রীজ	৪০০বি	২৬	সমাপ্ত
২৯		হিজলিয়া কালভার্ট	৪০০ই	১৮	সমাপ্ত
৩০		রাজাপালং কালভার্ট	৪০১সি	১৮	সমাপ্ত
৩১		রাজাপালং ব্রীজ	৪০৩বি	১৪	সমাপ্ত
৩২		উখিয়া মৌলভীপাড়া সেতু	৪০৪বি	২৬	সমাপ্ত
৩৩	পটিয়া-আনোয়ারা-চকোরিয়া মহাসড়ক (আর-১৭০)	ভাটিখাইন সেতু	০০২সি	২৩	সমাপ্ত
৩৪		মরাখাল কালভার্ট	০০৩এ	১৯	সমাপ্ত
৩৫		কন্যারা দিঘীরপাড়	০০৮বি	১৭	সমাপ্ত
৩৬		সিংহরা সেতু	০১৫সি	২০	সমাপ্ত
৩৭		বৈলছড়ি সেতু	০৩৭ডি	২০	সমাপ্ত
৩৮		নাপোড়া সেতু	০৫০এ	৩৫	সমাপ্ত
৩৯	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়ক (এন ১০৬)	ইউনুসুফিয়া কালভার্ট	০১৯এ	২৬	চলমান
৪০		কুন্ডেশ্বরী বড়পুল সেতু	০২২বি	২৬	চলমান
৪১		ডাবুয়া সেতু	০২৩বি	২৬	চলমান
৪২		বেরুলিয়া সেতু	০২৪ই	২৬	চলমান
৪৩	হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর ১৬০)	কুম্ভপাড়া সেতু	০১৭সি	২৬	সমাপ্ত
৪৪		ঝনঝন্যা কালভার্ট	০২৪বি	১৯	সমাপ্ত
৪৫		তাজুঘাটা সেতু	০২৬বি	২৩	সমাপ্ত
৪৬		কারবালা ঠিলা কালভার্ট	০২৭এ	১৯	সমাপ্ত
৪৭		ডলু সেতু	০৩০এ	২৬	সমাপ্ত
৪৮		ডলু বিল কালভার্ট	০৩১এ	২৬	সমাপ্ত
৪৯		গাড়ীটানা সেতু	০৩৫এ	২৬	সমাপ্ত
৫০		লেমুয়াছড়া সেতু	০৩৮বি	২৬	সমাপ্ত
৫১	হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর ১৬০)	মহামনি সেতু	০৪২এ	৩২	সমাপ্ত
৫২		গচ্ছাবিল-১ সেতু	০৪৭সি	২০	সমাপ্ত
৫৩		গচ্ছাবিল-২ সেতু	০৪৮বি	২৬	চলমান
৫৪		কালাপানি সেতু	০৫৭এ	২৩	চলমান
৫৫		ব্যাঙমারা সেতু	০৭৬এ	২৯	চলমান

কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কে রাবেতা সেতু

কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়কে হিজলি সেতু

জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-মধুপুর মহাসড়কে হামিদপুর সেতু

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-দোহার মহাসড়কে সাদাপুর সেতু

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-দোহার মহাসড়কে হাতিবান্ধা সেতু

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি মহাসড়কে মানিকছড়ি সেতু

সুরমা নদীর উপর ক্বীন সেতুর সন্নিকটে কাজীর বাজার সেতু

১৯৩৯ সালে নির্মিত ক্ষতিগ্রস্ত ক্বীন সেতুর সন্নিকটে ১৮৯.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট সড়ক বিভাগের আওতায় সুরমা নদীর উপর কাজীর বাজার সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। ৪ লেন ও ১০ স্প্যান বিশিষ্ট এ সেতুর দৈর্ঘ্য ৩৯১ মিটার এবং প্রস্থ ১৮.৯০ মিটার।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

- মূল সেতু নির্মাণ সম্পন্ন
- এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণের কাজ চলমান

কাজিরবাজার সেতু

আচমত আলী খান বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ আরও ৩টি সেতু নির্মাণ

২৯৪.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু) সহ আরও ৩টি সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর জেলার কাজিরটেক নামক স্থানে ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ আচমত আলী খান বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত। এছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় একই সড়কে ১২৭ মিটার দীর্ঘ টেকেরহাট, ১৫৭ মিটার দীর্ঘ আঙ্গারিয়া এবং ৩৭ মিটার দীর্ঘ টুমচর সেতুর নির্মাণ কাজও প্রায় সমাপ্ত। এ ৪টি সেতু নির্মাণের ফলে মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কে যান চলাচল সহজ, সময় সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হবে।

আচমত আলী খান বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু

আঙ্গারিয়া সেতু

টেকেরহাট সেতু

ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প

বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীনে ৪৯টি ফেরীঘাট রয়েছে। পুরাতন ও জরাজীর্ণ ১২০টি বিভিন্ন ধরণের ফেরী ও ১৫৭টি পন্টুন এর মাধ্যমে ফেরী সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। ফেরী সার্ভিস উন্নত করার লক্ষ্যে ১২৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩১টি ফেরী ও ৩১টি পন্টুন পুনর্বাসন, ১০টি ফেরী ও ৬টি পন্টুন নির্মাণ, ১৫টি ইঞ্জিন ওভারহলিং, ১৭টি নতুন ইঞ্জিন, ৪টি রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট ও ২৭টি ইঞ্জিনসহ প্রপালশন ইউনিট সংগ্রহ করা হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৮টি ফেরীর পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ১১টি পন্টুন (উন্নত) এর পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ৯টি ইঞ্জিনের মেজর ওভারহলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ৮ সেট ইঞ্জিনসহ প্রপালশন ইউনিট সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ফেরীতে সংযোজন করা হয়েছে
- নতুন ৬টি ফেরী ও ৪টি পন্টুন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- অবশিষ্ট ১৭টি ইঞ্জিন, ১৯টি প্রপালশন ইউনিট (ইঞ্জিনসহ), ৫(পাঁচ)টি ইলেক্ট্রিক ওয়েল্ডিং জেনারেটর এবং ৮(আট)টি গিয়ার বক্স সংগ্রহ কাজের এলসি খোলা হয়েছে
- অবশিষ্ট ফেরি পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন ও ইঞ্জিন ওভারহলিং কাজ চলমান

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পুনর্বাসিত ফেরী

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের পুনর্বাসিত পন্টুন

যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর সড়ক (পোল্ডার সড়ক) ৮-লেনে উন্নীতকরণ

১৩২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর সড়ক (পোল্ডার সড়ক) ৮-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটির আওতায় ৭.২০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৮ লেনে উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকার প্রবেশমুখে যানজট হ্রাস পাবে।

জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৯টি প্যাকেজের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে
- অবশিষ্ট ৩টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.৪৯%

যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর সড়ক (পোল্ডার সড়ক) ৮-লেনে উন্নীতকরণ

বানিয়াচং-নবীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ

বানিয়াচং-নবীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৪৬.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি পিসি গার্ডার সেতু, ১৩টি আরসিসি কালভার্ট, ৭০০০ মিটার টো-ওয়াল, জিওটেক্সটাইলসহ ৩৫০০০ বর্গমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ ও ৯.৮০ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। সার্বিক অগ্রগতি ৭৬%। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হাওড়ের মধ্যে দিয়ে বানিয়াচং এবং নবীগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সহজ সংযোগ স্থাপিত হবে।

বানিয়াচং-নবীগঞ্জ সড়কের ৩য় কিলোমিটারে নির্মাণাধীন শুটকী সেতু

সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই সড়ক নির্মাণ

সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক বিভাগের অংশে ২৫.০০ কিলোমিটার এবং হবিগঞ্জের অংশে ৯.০০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নসহ ১৪৯.৩৯ মিটার দীর্ঘ ধরন্তী সেতু, ৯৩.৭৩ মিটার দীর্ঘ কুন্ডা সেতু, ৫০.৮৭ মিটার দীর্ঘ কুকুরিয়া সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪২.৬৮ মিটার দীর্ঘ খাস্তি সেতু ও বলভদ্র নদীর উপর ২১৭.৬৮ মিটার দীর্ঘ বলভদ্র সেতুর নির্মাণ কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। সার্বিক অগ্রগতি ৯৩.১৯%। প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হলে হবিগঞ্জ থেকে ঢাকার দূরত্ব প্রায় ৪০.০০ কিলোমিটার হ্রাস পাবে। এতে হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার জনসাধারণ স্বল্প সময়ে ঢাকা যাতায়াত করতে পারবেন।

বলভদ্র সেতু

উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) সড়ক নির্মাণ

জেলা সদর কিশোরগঞ্জের সাথে অষ্টগ্রাম উপজেলার সহজ ও সংক্ষিপ্ত সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ১৩৪.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত এ প্রকল্পের আওতায় ১২.৩০ কিলোমিটার সাব-মার্জিবল মহাসড়ক ও ৭.৭০ কিলোমিটার উঁচু সড়ক বাঁধসহ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ চলমান। প্রকল্পের আওতায় ৩টি পিসি গার্ডার সেতু (২৭০ মিটার), ৯৩৯০০ বর্গমিটার সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ ও ১টি ফেরীঘাট নির্মাণাধীন আছে। সার্বিক অগ্রগতি ৬৪.৮২%। মহাসড়কটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে হাওড় এলাকার বিস্তীর্ণ জনপদের পণ্য পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সাবমার্জিবল মহাসড়ক

ইটনা-বড়ইবাড়ী-চামড়াঘাট মহাসড়ক

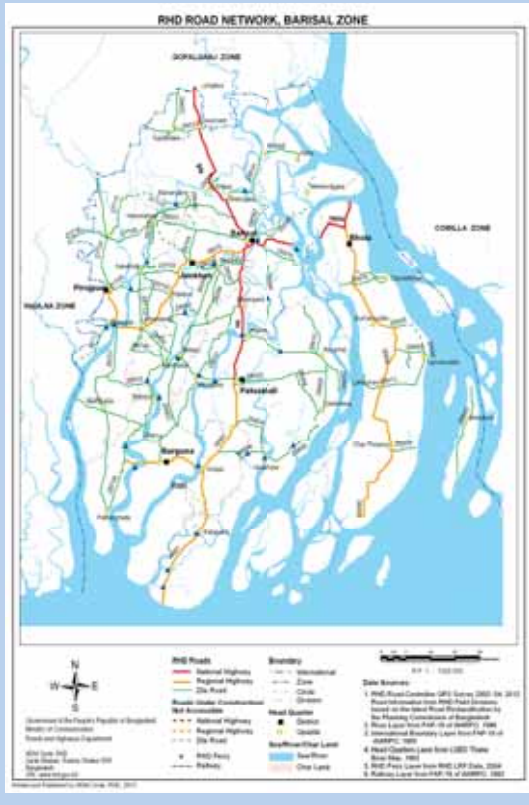

বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে সরাসরি সড়ক পথে যোগাযোগের প্রধান করিডোর জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে-২, এশিয়ান হাইওয়ে-৪১ এবং সার্ক হাইওয়ে করিডোর-৪ এর অংশ। সড়ক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে মহাসড়কটিকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের পাশাপাশি মূল সড়কের পার্শ্বে ধীর গতির যানবাহনের জন্য আলাদা লেন নির্মাণ করা হবে। মহাসড়কটির দৈর্ঘ্য ৭০ কিলোমিটার।

সওজ হেডকোয়ার্টার বিল্ডিং নির্মার্ণের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রতিভা-নাভানা জেভি এর সাথে
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর নির্মাণচুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটিতে নতুন করে ২৭টি সেতু, ৫টি ফ্লাইওভার, ৬০টি কালভার্ট, ১২টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পটির ব্যয় ৩০৬৬.৮০ কোটি টাকা এবং মেয়াদকাল এপ্রিল ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় সড়ক ভবন কমপেক্সও নির্মাণ করা হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

- ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান
- ইউটিলিটি শিফটিং এর কাজ চলমান
- মূল নির্মাণ কাজের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন
- সড়কের পাশে বিদ্যমান গাছগুলো করিডোর অব ইম্প্যাক্ট এলাকা থেকে অপসারণের প্রক্রিয়া চলছে
- সড়ক ভবন কমপেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এর সাথে ১১ জুন ২০১৫ তারিখে নির্মাণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে

প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল ও ভুটান এর উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্দেশীয় পণ্য পরিবহনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে এ মহাসড়কে অবস্থিত কাঁচপুর সেতু দিয়ে দৈনিক গড়ে উভয়দিকে প্রায় ৩০,০০০ এবং মেঘনা ও গোমতি সেতুর প্রত্যেকটি দিয়ে প্রায় ২৫,০০০ যানবাহন চলাচল করছে, যা বিদ্যমান সেতুসমূহের ধারণক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা পূরণে উল্লিখিত ৩টি সেতুর পাশে ৪-লেন বিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর,

২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের স্থায়ী পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে কাঁচপুর সেতুর দৈর্ঘ্য ৩৯৬.৫০ মিটার, ২৫তম কিলোমিটারে মেঘনা সেতুর দৈর্ঘ্য ৯৩০.০০ মিটার ও ৩৭তম কিলোমিটারে গোমতি সেতুর দৈর্ঘ্য ১৪১০.০০ মিটার। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪৮৬.৯৩ কোটি টাকা এবং মেয়াদ এপ্রিল ২০১৩ থেকে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত। তবে নতুন সেতুসমূহের নির্মাণ কাজ ২০১৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ :

- ৩টি নতুন সেতুর এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের পুনর্বাসনের ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়ন সম্পন্ন
- দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন

২য় গোমতি সেতুর প্রক্ষেপিত চিত্র

২য় মেঘনা সেতুর প্রক্ষেপিত চিত্র

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)

গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাতায়াত সহজ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় ২০৩৯.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্দিষ্ট লেনে শুধু বিআরটি বাস চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ২০ কিলোমিটার বিআরটি লেন (১৬.৫০ কিলোমিটার এ্যাটগ্রেড এবং ৪.৫০ কিলোমিটার এলিভেটেড), উভয় পাশে ২ লেনবিশিষ্ট নন-মোটরাইজড ও সার্ভিস লেন, ৬টি ফ্লাইওভার, ৮ লেনবিশিষ্ট টঙ্গী সেতু, ১৪১টি এক্সেস রোড, ২০ কিলোমিটার ফুটপাথ, গাজীপুরে ১টি ডিপো, এয়ারপোর্ট ও গাজীপুরে ২টি বাস টার্মিনাল, বিমানবন্দর রেল স্টেশনে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ ভিত্তিতে ১টি মাল্টিমোডাল হাব, ১২ কিলোমিটার স্টর্ম ড্রেন নির্মাণ এবং আর্টিকুলেটেড বাস ক্রয় ও Intelligent Transportation System (ITS) স্থাপন করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এটি হবে ঢাকা ও গাজীপুরের মধ্যে চলাচলকারী প্রথম গণপরিবহন ব্যবস্থা, যা প্রতি ঘন্টায় উভয়দিকে ৪০ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। ফলে যাত্রী সাধারণ ঢাকা ও গাজীপুরের মধ্যে কম সময়ে ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবেন এবং ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসবে। যানজট নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পের এ্যাটগ্রেড ও এলিভেটেড অংশের ডিটেইল্ড ডিজাইনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে
- মূল বিআরটি সড়কের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন
- গাজীপুরে ডিপো নির্মাণের দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন
- ১৪১টি এক্সেস রোডের ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রক্রিয়াধীন
- বিআরটি নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা বিআরটি কোম্পানী গঠন করা হয়েছে

ঢাকা বিআরটি'র প্রক্ষেপিত ছবি

পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু)

ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের বরিশাল-পটুয়াখালী অংশের ২৬তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৩.২৮ কোটি টাকা এবং মেয়াদ এপ্রিল ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সমাপ্ত
- ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত
- মূল সেতুর দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন

সেতুটি নির্মিত হলে রাজধানী ঢাকার সাথে পটুয়াখালী ও কুয়াকাটার সড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াত সুগম হবে। সেতুটি পায়রা বন্দরে যাতায়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন

ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা মেঘনা, ধনু ও বাউলাই নদী বিধৌত এলাকায় অবস্থিত। হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এ তিন উপজেলার মধ্যে আন্তঃ উপজেলা সংযোগকারী কোন সড়ক নেই। হাওর এলাকার এই তিনটি উপজেলার মধ্যে আন্তঃ উপজেলা সড়ক যোগাযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ৪৩৮.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৮.৪৪২ কিলোমিটার মহাসড়ক, ১০টি সেতু, ৭টি আরসিসি বক্স কালভার্ট ও ৫০৯০০৭.৬০ বর্গমিটার সিসি ব্লক রক্ষাপ্রদ কাজ করা হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- সেতু ডিজাইনের জন্য সার্ভে ও মৃত্তিকা পরীক্ষা সম্পন্ন
- ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান
- সেতু ডিজাইনের কার্যক্রম চলমান

সড়কটি নির্মিত হলে সব মৌসুমে তিনটি উপজেলার মধ্যে আন্তঃ উপজেলা সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও আহরিত মৎস্য পরিবহন ও বিপণন সহজ হবে। এলাকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

মদনপুর-দিরাই-শাল্লা সড়কের দিরাই-শাল্লা সড়ক নির্মাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ১১৯.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে মদনপুর-দিরাই-শাল্লা সড়কের দিরাই-শাল্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ১৮.১৯ কিলোমিটার নতুন পেভমেন্ট (সার্ফেসিংসহ), ৭টি সেতু (৪৬২.০০মিটার), ২৩টি কালভার্ট (২৫৬.২০ মিটার) ও রক্ষাপ্রদ কাজ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই ও শাল্লার মধ্যে সরাসরি সড়ক সংযোগ সাধিত হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ১৭.১০ কিলোমিটার সড়ক বাঁধ ও প্রতিরক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন
- ২.৫০ কিলোমিটার পেভমেন্ট ও ১৬টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ৩.৫০ কিলোমিটার পেভমেন্টের কাজ চলমান
- ০৩ টি সেতু নির্মাণ কাজ চলমান
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০.৪৪%

দিরাই-শাল্লা মহাসড়কে নির্মিত সড়কবাঁধ ও প্রতিরক্ষা কাজ

ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ

১৪২.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আগস্ট ২০১০ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৩.৮৫ কিলোমিটার নতুন পেভমেন্ট (সার্ফেসিংসহ), ৩টি সেতু (৭৫.৮৮মিটার), ৫২টি কালভার্ট (১৫৬.০০ মিটার) ও রক্ষাপ্রদ কাজ করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সমাপ্ত আলীপুর-ভোমরা সড়কাংশ ব্যবহার করে ভোমরা স্থলবন্দর হতে মালবাহী গাড়ি এবং জনসাধারণ নিরাপদে যাতায়াত করছে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ১১.৫০ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন
- ৩টি সেতু (৭৫.৮৮ মিটার) নির্মাণ সম্পন্ন
- ১৩টি কালভার্ট (৩৯.০০ মিটার) নির্মাণ সম্পন্ন
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭৩.১২%

ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আলীপুর-ভোমরা মহাসড়ক

বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

৪৪১.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০১৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মেয়াদে বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন হতে লালবাগ -সালুটিকর -কোম্পানীগঞ্জ -ভোলাগঞ্জ পর্যন্ত ৩০.০৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ১৩.৩৩৩ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট এবং ১৬.৭২১ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও ৭৫.২৩৫ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি পিসি গার্ডার সেতু, ৬ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি আরসিসি বক্স কালভার্ট, ১২টি বাস-বে, একটি ইন্টারসেকশন, একটি টোল প্লাজা এবং রক্ষাপ্রদ কাজ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নির্মাণ শেষে সড়কটি টোল সড়ক হিসেবে বিবেচিত হবে। ইতোমধ্যে সুপারভিশন কন্সালটেন্ট নিয়োগ এবং ২টি প্যাকেজে পূর্ত কাজ সম্পাদনের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সমগ্র দেশের অবকাঠামো নির্মাণের প্রায় ৭০% পাথর প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত কোয়ারীসমূহ হতে আহরণ করা হয়ে থাকে। সড়কটির উন্নয়ন হলে ভোলাগঞ্জ হতে আহরিত পাথর স্বল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহন করা সম্ভব হবে।

লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া সড়ক পুনর্নির্মাণ প্রকল্প

৯৯.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া সড়ক পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৮৩.২২ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেসিং (কার্পেটিং ও সীলকোট), ৩টি আরসিসি সেতু নির্মাণও ২৩টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সড়কটি উন্নয়নের ফলে পটুয়াখালী জেলার দুমকি, বাউফল, দশমিনা ও গলাচিপা উপজেলা ও বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার সাথে পটুয়াখালী জেলা শহরসহ দেশের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ সহজতর হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৬৯.৬৯ কিলোমিটার সড়ক সার্ফাসিংএর কাজ সম্পন্ন
- ২টি আরসিসি সেতুর কাজ সম্পন্ন ১টির কাজ চলমান
- ১৯টি আরসিসি বক্স কালভার্ট এর কাজ সম্পন্ন ৪টির কাজ চলমান
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬৬.৫২%

লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া সড়ক পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত মহাসড়ক

বিরিশিরি-বিজয়পুর স্থলবন্দর (মাদুপাড়া সংযোগসহ) সড়ক নির্মাণ

৮০.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত বিরিশিরি-বিজয়পুর স্থলবন্দর (মাদুপাড়া সংযোগসহ) সড়ক নির্মাণ প্রকল্পটির আওতায় ১৬ কিলোমিটার সড়কে ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট, হার্ড সোল্ডার ও সার্ফেসিং (ডিবিএস ওয়্যারিং কোর্স), ১১টি আরসিসি বক্স কালভার্ট (৮০.৮০ মিটার), ৩টি পিসি গার্ডার সেতু (১৫০.০৩ মিটার) এবং ১টি আরসিসি গার্ডার সেতু (৬৬.২০ মিটার) নির্মাণ করা হবে। মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে বিজয়পুর স্থলবন্দর, বিজয়পুর ও মাদুপাড়া বিজিবি ক্যাম্প এবং বিরিশিরির সাদামাটির পাহাড়ে যাতায়াত সহজ হবে। এছাড়া সীমান্ত নিরাপত্তাসহ স্থানীয় খনিজ সম্পদ কয়লা, চীনা মাটি, পাথর এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণে সুবিধা হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৭.৩৫ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণসহ সার্ফেসিং কাজ সম্পন্ন
- ৫টি আরসিসি বক্স কালভার্ট সম্পন্ন ও ৬টির নির্মাণ কাজ চলমান
- ৩টি পিসি গার্ডার সেতু (১৫০.০৩ মিটার) এবং ১টি আরসিসি গার্ডার সেতু (৬৬.২০মিটার) নির্মাণ কাজ চলমান
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২৭.২৯%

বিরিশিরি-বিজয়পুর স্থলবন্দর (মাদুপাড়া সংযোগ সড়কসহ) মহাসড়ক

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়)-হাটহাজারী অংশ ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ

২২৫.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে গৃহীত চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৬) চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়)-হাটহাজারী অংশ ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২.৫০ কিলোমিটার মহাসড়কের ৯.৫০ কিলোমিটার অংশ প্রশস্তকরণ, ১টি সেতু (১৮.০০ মিটার) ও ১৭টি কালভার্ট (১১০.৫০ মিটার) পুনর্নির্মাণ/প্রশস্তকরণ এবং ১৪০০.০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৮.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ সম্পন্ন
- ৮টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২৮.০০%

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৬) চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়)-হাটহাজারী অংশ ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ

টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফর ডিটেইলড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অফ ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস

দেশের প্রধান অর্থনৈতিক করিডোরের ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক চাহিদা পূরণকল্পে উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ ভিত্তিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study and Detailed Design of Dhaka-Chittagong Expressway on PPP Basis কারিগরী সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল মার্চ ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত।

ঢাকা-চট্রগ্রাম এক্রপ্রেসওয়ের প্রক্ষেপিত চিত্র

এই প্রকল্পে তিনটি পরামর্শক সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

(1) Consultancy Services for Feasibility Study and Detailed Design

(2) Consultancy Services for Transaction Advisory Services

(3) Consultancy Services for Safeguard Implementation Support

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- Feasibility Study and Detailed Design এর লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে
- Draft Feasibility Study Report সম্পন্ন
- সমীক্ষায় নির্বাচিত তিনটি এলাইনমেন্ট এবং পাঁচটি অপশনের মধ্যে বিদ্যমান ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এলাইনমেন্টের পাশাপাশি At grade + Elevated অপশনটি ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে সুপারিশ করা হয়েছে
- Transaction Advisor নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন

বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ

হবিগঞ্জ জেলার হাওড় অঞ্চল বেষ্টিত আজমিরীগঞ্জ উপজেলার সাথে বানিয়াচং উপজেলার সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ৭৩.০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় ১৭.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক, ৩টি পিসি গার্ডার সেতু, ১৪টি আরসিসি বক্স কালভার্ট, ৩টি অর্ধসমাপ্ত সেতুর সাব-ষ্ট্রাকচারের উপর সুপার ষ্ট্রাকচার, ৯৬৩৯৬ বর্গমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ ও ১৪৫০০ মিটার টো-ওয়াল নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ১০.০০ কিলোমিটার সড়ক বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন
- ৩.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণ সম্পন্ন
- ১টি সেতু নির্মাণ সম্পন্ন ও ২টি চলমান
- ৫টি আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন ও ৯টি চলমান
- বিদ্যমান সাব-ষ্ট্রাকচারের উপর ৩টি সেতুর সুপার ষ্ট্রাকচার নির্মাণ সম্পন্ন
- সার্বিক অগ্রগতি ৩২.৮৪%

বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন কুশিয়ারা সেতু

নির্মাণাধীন বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ মহাসড়ক

নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর সড়ক উন্নয়ন

২৩৯.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর জেলা মহাসড়কটিকে জাতীয় মহাসড়কে উন্নয়নের জন্য জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪.৭০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ২৯.০০ কিলোমিটার সার্ফেসিং (ওভারলে), ৪০৯.৫২ মিটার সেতু এবং ৮৬ মিটার বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নাকুগাঁও স্থলবন্দরের সাথে সারাদেশের সড়ক যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর মহাসড়ক

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ২.৫০ কিলোমিটার মহাসড়কাংশে এগ্রিগেট বেইস টাইপ-২ সম্পন্ন
- ১০.২০ কিলোমিটার মহাসড়কাংশে ডিবিএস বেইস কোর্স সম্পন্ন
- ৩.৫০ কিলোমিটার ডিবিএস ওয়্যারিং কোর্স সম্পন্ন
- ৯৩.০০ মিটার দীর্ঘ ১টি পিসি গার্ডার সেতুর কাজ সম্পন্ন
- ১০টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৪২.৫২%

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন (চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশ) সড়ক নির্মাণ

৮৯.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৫ মেয়াদে কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন মহাসড়কের চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশে ৭.২০ কিলোমিটার সাব-মার্জিবল মহাসড়ক ও ৬.০০ কিলোমিটার উঁচু সড়কবাঁধসহ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ২টি পিসি গার্ডার সেতু (১০০ মিটার), ৯৩৬০০ বর্গমিটার সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ এবং ৩টি ফেরীঘাট নির্মাণ করা হবে। মহাসড়কটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে হাওড় এলাকার জনগণের যাতায়াত ও মালামাল পরিবহণ সহজতর হবে।

৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- সাবমারজিবল মহাসড়ক ৭.২০ কিলোমিটার সম্পন্ন
- ২ কিলোমিটার উচুঁ বাঁধসহ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন
- ২টি পিসি গার্ডার সেতু সম্পন্ন
- রক্ষাপ্রদ কাজ ৫০২৯৫ বর্গমিটার সম্পন্ন
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৮৩%

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন (চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশ) মহাসড়ক

মতলবে ধনাগোদা নদীর উপর সেতু (মতলব সেতু) নির্মাণ

৮৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে মতলবে ধনাগোদা নদীর উপর ৩০৪.৫১ মিটার দীর্ঘ একটি পিসি গার্ডার সেতু (মতলব সেতু) নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। সেতুটি মতলব উত্তর উপজেলার মতলব-মেঘনা-ধনাগোদা-বেড়ীবাঁধ সড়ক এবং মতলব দক্ষিণ উপজেলার বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই সড়ককে সংযুক্ত করবে। উক্ত সেতুটি নির্মাণ করা হলে মতলব উত্তর উপজেলার সাথে চাঁদপুর জেলা সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সাধিত হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৭.৮৪৯৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে

খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সড়কে পিসি গার্ডার সেতু , আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ

১৯০.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গৃহিত প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে ৩৪টি পিসি গার্ডার সেতু, ৯টি আরসিসি সেতু ও ১৩টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি ৭টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- সয়েল টেস্ট সম্পন্ন
- সার্ভে সম্পন্ন
- সেতু ও বক্স কালভার্টের ডিজাইনের কাজ চলমান

প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সাথে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। এতে এ অঞ্চলের জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

৯৯৬.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০টি জোনের মোট ১৬৭টি জেলা মহাসড়কের ১৫৪১.০৮ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়ন করা হবে। ১০টি সড়ক জোনের জন্য ১০টি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

জোনভিত্তিক প্রকল্পগুলোর বিবরণ নিম্নরুপ:

ঢাকা জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০০.১৯ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৬টি
মহাসড়ক উন্নয়ন	১২৮.৬১ কিলোমিটার
আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১৮.০০ মিটার

ময়মনসিংহ জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	৯৯.৮৮ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৭টি
মহাসড়ক উন্নয়ন	১৩৩.৭৫ কিলোমিটার
আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১০৭.০০ মিটার

চট্টগ্রাম জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	৯৯.৯৮ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৪টি
মহাসড়ক উন্নয়ন	১৪১.৯৯ কিলোমিটার
আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ (১টি)	৩০.০০ মিটার
আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	২৭২.৭০ মিটার

কুমিল্লা জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০০.১৮ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	২৬টি
মহাসড়ক উন্নয়ন	২১১.৭৭ কিলোমিটার
আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৩৩.৫০ মিটার

সিলেট জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	৯৯.৯৮ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১০টি
মহাসড়ক উন্নয়ন	৮৫.৮৮ কিলোমিটার
আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১৪০.১৭ মিটার
সেতু নির্মাণ (৫টি)	১২৮.৫০ মিটার

রাজশাহী জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	৯৯.৯৯ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৪টি
মহাসড়ক উন্নয়ন	১৯৫.৯১ কিলোমিটার
আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১১.০০ মিটার

রংপুর জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০০.২৮ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৮টি
মহাসড়ক উন্নয়ন	২০১.৯০ কিলোমিটার

গোপালগঞ্জ জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	৯৫.৭০ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	৫টি
মহাসড়ক উন্নয়ন	৯৯.৯৯ কিলোমিটার
আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৮০ মিটার

বরিশাল জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০০.১৮ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	২১টি
মহাসড়ক উন্নয়ন	১২৮.৯৬ কিলোমিটার
আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১৩১.৫০ মিটার

খুলনা জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০০.৩২ কোটি টাকা
মোট জেলা মহাসড়কের সংখ্যা মহাসড়ক উন্নয়ন	২৬টি ২১২.৩২ কিলোমিটার
আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১১.৫০ মিটার

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউসকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

১২৬.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউসকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর ৭০২.৬১ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করা হবে।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে
- সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২য় বার প্রি-কোয়ালিফিকেশন আহবান করা হয়েছে

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ মহাসড়ক নির্মাণ ২য়-পর্যায় (ইনানী থেকে সিলখালী পর্যন্ত)

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সুরক্ষা এবং সহজে সমুদ্রের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধার্থে ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ-২য় পর্যায় (ইনানী থেকে সিলখালী পর্যন্ত) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৪৯০.৩৭ কোটি টাকা এবং মেয়াদ কাল জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় ২৪ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণ, ৯টি সেতু, ২৬টি কালভার্ট, ৩২টি পাইপ কালভার্ট এবং রক্ষাপ্রদ কাজ করা হবে।

মেরিন ড্রাইভ প্রকল্পের আওতায় কংক্রিট টেট্রাপড (Tetrapod) দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ

উল্লেখ্য যে, এ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ-৩য় পর্যায় (সিলখালী থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার) প্রক্রিয়াধীন প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে কাজটি বাস্তবায়ন করছে।
জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জুন ২০১৫ পযর্ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

- কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ-৩য় পর্যায় এর ভূমি অধিগ্রহণ প্রায় সম্পন্ন
- ৯টি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ২৮টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- সাব-বেইজ এর কাজ সম্পন্ন
- বেইস কোর্স এর কাজ চলমান

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার হতে সরাসরি টেকনাফে যাতায়াত সুবিধাজনক হবে ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে যা স্থানীয় আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মেরিন ড্রাইভ প্রকল্পের আওতায় সেতুর এপ্রোচ তৈরির কাজ

মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ট্রাফিক প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে ১৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এপ্রিল ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ৬-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভারটির দৈর্ঘ্য ৬৬০.০০ মিটার ও প্রস্থ ২৪.৬২০ মিটার (ফুটপাত ও ডিভাইডারসহ)। ফ্লাইওভারটি নির্মাণ করা হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মহিপাল ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

টেকনাফ-রামুগ্যারিসন-মরিচ্যা-পালং সংযোগ সড়ক

টেকনাফ-রামুগ্যারিসন-মরিচ্যা-পালং সংযোগ মহাসড়কটির দৈর্ঘ্য ৫.৭০ কিলোমিটার। সংযোগ মহাসড়কটি কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়ককে সংযুক্ত করেছে। প্রকল্পটির আওতায় মহাসড়কটিতে মোট ৫০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১০টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ২৩.৮৩ কোটি টাকা। মেয়াদ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রামু সেনানিবাসে (১০ পদাতিক ডিভিশন) যাতায়াত সহজ হবে।

Upcoming প্রকল্প

বাংলাদেশ-মায়ানমার মৈত্রী সড়ক (বালুখালি-ঘুনধুম) বর্ডার রোড নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশ-মায়ানমার মৈত্রী সড়ক (বালুখালি-ঘুনধুম বর্ডার রোড) নির্মাণ প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলা এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় অবস্থিত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৪.৪৪ কোটি টাকা এবং সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৭। প্রকল্পটির আওতায় ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ২.০০ কিলোমিটার ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়ক, ১টি সেতু (৫৬ মিটার), ৪টি কালভার্ট (৯৬ মিটার) নির্মাণ করা হবে। মহাসড়কটি বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar- Economic Corridor) এর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটসমূহের অন্যতম।

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ ৩য়-পর্যায় (সিলখালী থেকে ইনানী পর্যন্ত)

সীলখালী হতে ইনানী পর্যন্ত প্রস্তাবিত মহাসড়কটি ২০৩.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত সম্ভাব্য ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সম্ভাব্য মেয়াদে নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির আওতায় ৩২ কিলোমিটার মহাসড়কসহ ৩টি আরসিসি ব্রীজ (৯০.০০ মিটার দীর্ঘ) এবং ৩৯টি আরসিসি কালভার্ট (৫০৬.০০ মিটার দীর্ঘ) নির্মাণ করা হবে । ইতোমধ্যে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ প্রকল্পটির ১ম পর্যায় বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন প্রায় সমাপ্তির পথে। ফলে কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রকল্প (৩য় পর্যায়) বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ হবে। এ মহাসড়কটি সাগরের তীর ঘেষে নির্মিত হবে বিধায় তা পর্যটন শিল্পে যেমন অবদান রাখবে তেমনি এর সড়ক বাঁধ সাগরের প্রবল ঢেউ হতে তীরবর্তী এলাকাকে রক্ষা করবে।

মাতারবাড়ী-কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট সংযোগ সড়ক নির্মাণ

মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক মাতারবাড়ী-কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের একতা বাজার পয়েন্ট হতে মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পর্যন্ত ৪৩.৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে মহেশখালী উপজেলার কোহেলিয়া নদীর উপর ৬৪০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেতু ও ১টি জেটি নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ব্যয় ৬০২.৩২ কোটি টাকা। সম্ভাব্য মেয়াদ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত। সড়কটি নির্মিত হলে মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত ভাড়ী যানবাহন, যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরঞ্জাম সহজ ও নিরাপদে পরিবহন করা যাবে।

ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৬০টি সেতু ও নরসিংদী অর্থনৈতিক জোনে ১টি সেতুসহ সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ২৯১১.৭৫ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত সম্ভাব্য মেয়াদে ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP) গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান WBBIP প্রকল্পের Preparatory Survey সম্পন্ন করেছে। ৩৬তম ইয়েন লোন প্যাকেজে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ হাতিকমরুল থেকে রংপুর পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রসারের লক্ষ্যে South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর আওতায় বৈদেশিক সহায়তায় হাতিকমরুল থেকে রংপুর পর্যন্ত ১৫৭ কিলোমিটার সড়কের উভয় পার্শ্বে ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা রেখে সড়কটিকে ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করার

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৮১৭৫.৩১ কোটি টাকা সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি ডিপিপি প্রনয়ণ করা হয়েছে। আশা করা যায় দ্রুত এর বাস্তবায়ন শুরু করা সম্ভব হবে।

ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরের এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ৪টি সেতু এবং ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-কালনা-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে কালনা সেতুসহ ৫টি সেতু এবং বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড় মহাসড়কে ১৩টি সেতু মোট ২২টি সেতু নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করার জন্য বৈদেশিক সহায়তায় সম্ভাব্য ২৭০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় রামগড় ও বেনাপোলে ২টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে প্রকল্পের Preparatory Survey কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আশা করা যায় ৩৭তম ইয়েন লোন প্যাকেজে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ লক্ষ্যে ERD প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অষ্টম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ

চীন সরকারের অনুদানে ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে কচা নদীর উপর বেকুটিয়া পয়েন্টে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে অষ্টম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অন-সাইট ইনভেস্টিগেশন ও ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিটেইল্ড ডিজাইন এর কাজ চলমান। শীঘ্রই সেতুর কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি-(-নাপ্রাইতং) মহাসড়ক

সম্ভাব্য ৪৩৮.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি-(-নাপ্রাইতং) মহাসড়ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মহাসড়কটি বান্দরবান জেলা সদর হতে ১৮০.০০ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত। প্রকল্পটির আওতায় ৮০ কিলোমিটার মহাসড়ক, ১৪টি ব্রীজ ও ১২টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। মহাসড়কটি নির্মিত হলে প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলের বিভিন্ন পাহাড়ি ঝর্ণা/সাংগু উপত্যকাসহ অবারিত পাহাড়ি সৌন্দর্য হাতের নাগালে আসবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে এবং পাহাড়ি অনগ্রসর জনপদের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে। এছাড়াও মহাসড়কটি বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar-Economic Corridor) এর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটসমূহের অন্যতম।

আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী (-লিকরি-নাপ্রাইতং) মহাসড়ক

আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী (-লিকরি-নাপ্রাইতং) মহাসড়কটি বান্দরবান জেলা সদরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। মহাসড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৩৭.৫০ কিলোমিটার এবং সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৯.১৯ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৭.৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক, ১৯টি সেতু এবং ১২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। এ মহাসড়কের পার্শ্বে বগালেক ও কেউক্যাডাং পাহাড় অবস্থিত হওয়ায় পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে। এছাড়াও মহাসড়কটি বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar - Economic Corridor) এর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটসমূহের অন্যতম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত মোট ৫০টি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এ প্রতিশ্রুতিগুলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এবং Periodic Maintenance Programme (PMP) এর আওতায় বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে ৯টি বাস্তবায়িত হয়েছে, ২৪টি বাস্তবায়নাধীন এবং ১টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিপিপি'র আওতায় সমীক্ষাধীন রয়েছে। ১১টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। অবশিষ্ট ৫টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ১টির সাথে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও ১টির সাথে এ বিভাগের অন্য প্রকল্পের সম্পৃক্ততা থাকায় সমন্বয়ের মাধ্যমে পরবর্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ৩টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আপাতত স্থগিত রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুত প্রকল্পগুলোর মধ্যে জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা (জয়দেবপুর)-টাঙ্গাইল (এলেঙ্গা) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বিবরণী প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ পরিশিষ্ট-ক তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অন্যান্য

পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম

সরকারি খাতের পাশপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১১টি প্রকল্প পিপিপি'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য তালিকাভুক্ত করা আছে। তম্মধ্যে ৩টি প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

Construction of Dhaka-Chittagong Expressway

ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বিস্তারিত সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন করার নিমিত্ত একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ৯৭.৮৭ কোটি টাকা এবং মেয়াদকাল মার্চ ২০১৩ থেকে আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Feasibility Study Report চূড়ান্ত করা হয়েছে। পিএসসি (Project Steering Committee) কর্তৃক এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

Upgrading of Dhaka Bypass to 4-lane (Joydebpur-Debogram-Bhulta-Modanpur)

জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা-বাইপাস) ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ অনুমোদন দেয়া হয়। প্রকল্পটি পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পিপিপি অফিস কর্তৃক ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। ট্রানজেকশন এডভাইজার ১ম পর্যায়ে প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন করেছে এবং ২য় পর্যায়ে বিনিয়োগকারী নির্বাচনের জন্য কাজ করছে। প্রকল্পের Viability Gap Funding (VGF) প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। Land Acquisition Plan অনুযায়ী Resettlement Action Plan প্রস্তুতি ও ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে এনজিও নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে ঢাকা বাইপাস পিপিপি প্রকল্পের লিংক্ড প্রকল্প সাপোর্ট টু ঢাকা বাইপাস প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

Upgrading of Hatirjheel-Rampura-Banasri-Amulia-Demra-Sultana Kamal Bridge-Tarabo Road to 4-lane

যাত্রাবাড়ী-সুলতানা কামাল সেতু-ডেমরা-তারাবো-কাঁচপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ শিরোনামে প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১২ মাসে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তিতে যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুরা মহাসড়ক অংশ দেশীয় অর্থায়নে ৮-লেনে উন্নীত করার ফলে যাত্রাবাড়ী-সুলতানা কামাল-তারাবো মহাসড়কের Viability কমে যাওয়ায় প্রকল্পটির পরিবর্তে Upgrading of Hatirjheel-Rampura-Banasri-Amulia-Demra-Sultana Kamal Bridge- Tarabo Road to 4-lane প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

e-GP (ইলেকট্রনিক-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট)

সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের সকল দরপত্র ই-জিপিতে প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন করা হচ্ছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৩৮৭০টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ কর্তৃক স্ব স্ব এলাকায় মোট ২ লক্ষ ৬০ হাজার এবং বৃক্ষ পালন সার্কেল কর্তৃক ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩ শত টি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ২ হাজার ৪শত টি তাল গাছ। তাছাড়া প্রতিটি অফিস প্রাঙ্গন ও পরিদর্শন বাংলো চত্বরে বাগান সৃজন ও ফাঁকা স্থানে সৌন্দর্যবর্ধক গাছ লাগানো হয়েছে।

গাজীপুর - আজমতপুর - ইটখোলা মহাসড়কে রোপিত বৃক্ষ

সড়ক নিরাপত্তা

সারাদেশের বিভিন্ন মহাসড়কে ২২৭টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। তম্মধ্যে বিভিন্ন মহাসড়কের ৬৮টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ১৫টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক কাজ চলমান। অবশিষ্ট ১৪৪টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১ শত ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ইম্প্রুভমেন্ট অব রোড সেফটি এ্যাট ব্ল্যাক স্পটস্ অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সড়কের ত্রুটির কারণে দেশে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না বলা যায়।

বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক কার্যক্রম

পাহাড়ী এলাকার মহাসড়কগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সড়ক বাঁকসমূহে বড় আকারের লুকিং মিরর স্থাপন করা হয়েছে। গাড়ীচালকগণ লুকিং মিররে বিপরীতমুখী ও পিছনের যানের অবস্থান সহজেই সনাক্ত করতে পারেন। এ লুকিং মিররগুলো যানবাহন চালকদের মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করছে।

পাহাড়ী অঞ্চলে সড়ক নিরাপত্তার লক্ষ্যে লুকিং মিররের ব্যবহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৫০টি প্রতিশ্রুতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩
১	নেত্রকোণা ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তা পুনর্নির্মাণ।	প্রক্রিয়াধীন
২	মদন-নেত্রকোণা রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্তকরণ (আটপারা সংযোগসহ)	বাস্তবায়িত
৩	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার উচিতপুর হতে গোবিন্দশ্রী পর্যন্ত সাবমার্জএ্যবল মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৪	নেত্রকোণা দূর্গাপুর উপজেলার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি হয়ে বিজয়পুর স্থলবন্দর পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ (মাদুপাড়া সংযোগসহ)	বাস্তবায়নাধীন
৫	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার বালাই নদীতে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৬	ঢাকা বাইপাস ০২ (দুই) লেনের মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ	পিপিপি সেল
৭	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৮	গাজীপুরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরও প্রকল্প গ্রহণ করা হবে	বাস্তবায়িত
৯	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলা পয়েন্টে দুটি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে	বাস্তবায়িত
১০	লক্ষীপুর-শরিয়তপুর মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১১	পটুয়াখালী-আমতলী-কুয়াকাটা মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
১২	পায়রা নদীর লেবুখালী ও বিষখালীর আমুয়া ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের যানজট কমানোর লক্ষ্য প্রধান রেলক্রসিং এ একটি ওভারব্রীজ ফ্লাইওভার নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
১৪	আশুগঞ্জ-নবীনগর মহাসড়ক পাঁকাকরণ	প্রক্রিয়াধীন
১৫	বংশী নদীর উপর ধুনট নামক স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
১৬	গৌরীপুর-হোমনা জিয়ারকান্দিতে গৌরীপুর বাজার সংলগ্ন স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
১৭	গৌরীপুর-হোমনা আঞ্চলিক মহাসড়কটি সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণ	বাস্তবায়নাধীন
১৮	নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-সুনামগঞ্জ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (নেত্রকোণা অংশ)	বাস্তবায়িত
১৯	সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ	প্রক্রিয়াধীন
২০	সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতুসহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ	
ক	সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
খ	রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
২১	সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলশুকা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ	
ক	সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা এবং জলশুকা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ অংশ	বাস্তবায়নাধীন
খ	শাল্লা-জলশুকা অংশ নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
২২	সীতাকুন্ড থেকে মহুরী সেচ প্রকল্প পর্যন্ত উপকুলীয় বেড়ী বাঁধের উপর বিকল্প সড়ক নির্মাণ	অন্যান্য
২৩	ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই বাজারে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ	অন্যান্য
২৪	যানজট নিরসনে মনিরামপুর শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ	অন্যান্য
২৫	নওয়াপাড়া শহর বাইপাস সড়ক নির্মাণ	অন্যান্য
২৬	বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়কের ৪-লেনে উন্নীতকরণ	প্রক্রিয়াধীন
২৭	রূপসা-তেরখাদা রাস্তাটি আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ	প্রক্রিয়াধীন
২৮	খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
২৯	নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে শীতলক্ষ্যা তৃতীয় সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৩০	মদনগঞ্জ-মদনপুর এবং সৈদয়পুর-পঞ্চবটি সড়ককে ৪-লেন বিশিষ্ট সড়কে উন্নীতকরণ করা	অন্যান্য
৩১	লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৩২	নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া-দূর্গাপুর সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
ক	নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট অংশ	
খ	হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া অংশ	
গ	ধোবাউড়া-দূর্গাপুর অংশ	
৩৩	টাংগাব ডাকবাংলো এবং গাজীপুর টোক ইউনিয়নের মাঝে বানার নদীর উপর সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৩৪	চাপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট রাস্তা পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
ক	নবাবগঞ্জ-সিবগঞ্জ-সোনামসজিদ সড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়নাধীন
খ	কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট সড়ক উন্নয়ন	বাস্তবায়নাধীন
৩৫	পত্নীতলা-সাপাহার-পোরশা-রহনপুর সড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৩৬	চাপাইনবাবগঞ্জ-আমনুরা-পার্বতীপুর আড্ডা রাস্তা পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
ক	নবাবগঞ্জ-আমনুরা সড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
খ	গোদাগাড়ী-আমনুরা-নাচোল-পার্বতীপুর-আড্ডা সড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৩৭	মংলা নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৩৮	গলামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান সড়ক নির্মাণ এবং ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ	
ক	গলামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান সড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
খ	ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৩৯	হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কটি ৪-লেনে উন্নীতকরণ	প্রক্রিয়াধীন
৪০	জয়পুরহাট শহর-হিলি মহাসড়ক মেরামত	বাস্তবায়নাধীন
৪১	ষ্টীমার ঘাট-গুপ্তছড়া সড়ক এবং সরিকত-সন্তোসপুর সড়ক পূনর্নির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ	প্রক্রিয়াধীন
৪২	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপ-আমরাগাছিয়া সড়কের ১৪তম কিঃমিঃ-এ বগা সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৪৩	পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলায় লেবুখালী ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৪৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (শহীদ শেখ কামাল সেতু)	বাস্তবায়নাধীন
৪৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় হাজীপুর নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (শহীদ শেখ জামাল সেতু)	বাস্তবায়নাধীন
৪৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (শহীদ শেখ রাসেল সেতু)	বাস্তবায়নাধীন
৪৭	ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
ক	ঢাকা-নবীনগর অংশ	
খ	নবীনগর-চন্দ্রা অংশ	
গ	চন্দ্রা-টাঙ্গাইল অংশ	
৪৮	হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর সড়কের বলভদ্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৪৯	হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-আউশকান্দি-পাগলা-জগন্নাথপুর মহাসড়ক দ্রুত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত
ক	হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-আউশকান্দি অংশ	
খ	আউশকান্দি-জগন্নাথপুর-পাগলা অংশ	
৫০	দিনারেরপুল-দুমকী সড়কের ২৮তম কিলোমিটারে পান্ডব পায়রা নদীর উপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা

একটি আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সড়ক পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগ অব্যাহত আছে। পর্যায়ক্রমে ৭টি বিভাগে ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৫৭টি জেলায় ৫৭টি সার্কেল ও ৫টি মেট্রো এলাকায় (ঢাকা মহানগরীতে ৩টি ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে ২টি) মেট্রো সার্কেল অফিস চালু করার মাধ্যমে বিআরটিএ এর কার্যক্রমে অধিকতর গতি সঞ্চারিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৭টি জেলায় (মেহেরপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি ও বরগুনা) নতুন সার্কেল অফিস স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল মেট্রোপলিটান এলাকায় মেট্রো সার্কেল চালুর উদ্যোগ সহসাই গ্রহণ করা হবে।

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় কার্যক্রম ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমানে ১০টি ব্যাংক (ব্রাক, ইউসিবিএল, ইবিএল, সিটি, ট্রাস্ট, এনআরবি কমার্শিয়াল, এনআরবি এমটিবি, ওয়ান ও মিডল্যান্ড ব্যাংক) এর ১৯৬টি শাখা/বুথের মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। এতে করে মোটরযানের কর ও ফি আদায় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে মোট ১০৬০.৪৪ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের আদায় থেকে ১০৯.২০ কোটি টাকা বেশী।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় বিবরণী নিম্নরুপঃ

কোটি টাকা

মোটরযান কর	রেজিস্ট্রেশন	ড্রাইভিং লাইসেন্স	নাম্বারপ্লেট	অন্যান্য	মোট
৪৬১.১৭	৩৩১.১১	৫১.৭৩	৬৯.৮৭	১৪৬.৫৬	১০৬০.৪৪

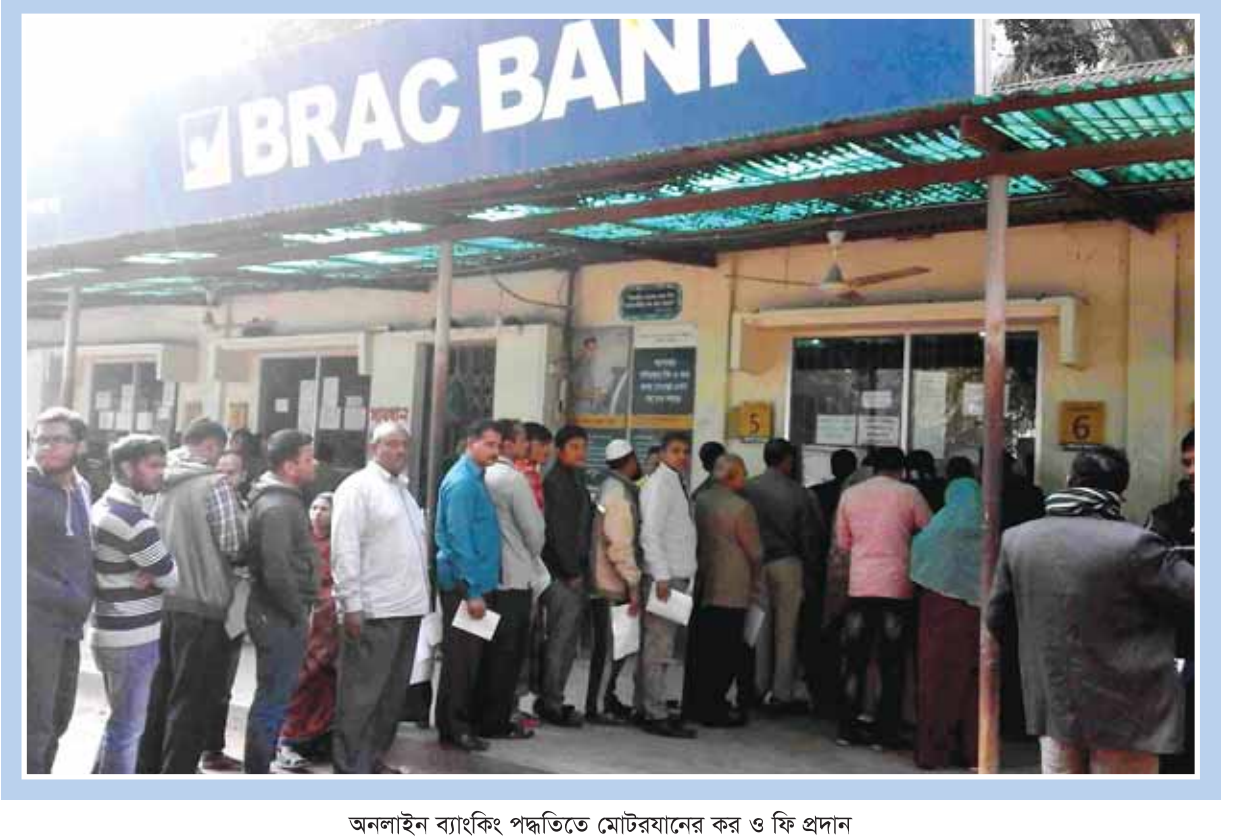

অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি প্রদান

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট চালুর ফলে সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃংখলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে। ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপিত ১২টি আরএফআইডি স্টেশন থেকে আরএফআইডি ট্যাগযুক্ত গাড়ীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১,৮১,৫১০ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্বে প্রস্তুতকৃত রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগসহ একই সময়ে ২,২১,২৩৮ সেট বিভিন্ন মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া উল্লেখিত সময়ে ১,৮০,২৬৯টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরি এবং ৮২,৩৯৩টি বিতরণ করা হয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পরবর্তী সময়ে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ সংযোজন ব্যতীত কোন মোটরযান দেশে চলাচল করতে পারবে না। ইতোমধ্যে বিআরটিএ এ বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছে।

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট

আরএফআইডি ট্যাগ

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন

ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালুর ফলে ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। লাইসেন্সধারীর বায়োমেট্রিক্স নকল করার সুযোগ নেই বিধায় এ লাইসেন্সের সঠিকতা সহজে ও দ্রুত যাচাই করা যায়। লাইসেন্সের মেয়াদ পেশাদার চালকদের ক্ষেত্রে ৫ বছর এবং অপেশাদার চালকদের ক্ষেত্রে ১০ বছর হওয়ায় প্রতিবছর লাইসেন্স নবায়নের প্রয়োজন হয়না। পেশাদার লাইসেন্সের ৩টি ধাপ রয়েছে যথা- হালকা, মধ্যম ও ভারী। হালকা লাইসেন্স প্রাপ্তির কমপক্ষে ৩ বছর পর মধ্যম ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য এবং একইভাবে মধ্যম ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রাপ্তির কমপক্ষে ৩ বছর পর ভারী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা যায়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রস্তুত ও বিতরণকৃত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিবরণ নিম্নরুপঃ

পেশাদার			অপেশাদার			সর্বমোট
পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১,২৩,৫৯৪	৯১	১,২৩,৬৮৫	৭৪,৫৯২	২,১৪৮	৭৬,৭৪০	২,০০,৪২৫

ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে গত ২২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ হতে ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব নতুন ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস চালু করা হয়েছে। অনুমোদিত দু'টি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৩৫০টি সিডান কারের মাধ্যমে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস পরিচালনা করছে। এছাড়া সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে গত ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ হতে চট্টগ্রামে ৫০টি সিডান কারের মাধ্যমে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস চালু রয়েছে করা হয়।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ চট্টগ্রামে ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস উদ্বোধন করেন

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

১৯৮৩ সালের মোটরযান অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিবহন সেক্টরে শৃংখলার উন্নয়ন, ফিটনেসবিহীন ও অননুমোদিত যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, ভূয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স দ্বারা গাড়ী চালানো রোধ, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রতিটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে আসছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরুপ:

মামলার সংখ্যা	জরিমানা আদায় (টাকা)	কারাদন্ড	ডাম্পিং এ প্রেরণ
২৩,২০৬টি	১,৭৯,২২,৮৮৫ টাকা	১৩২ জন	৬৩৪টি

বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন

নিরাপদ সড়ক

বিআরটিএ সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলী বিকাশের নিমিত্ত স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। একইভাবে যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত সেমিনার, সমাবেশ ও বিশেষ প্রচারাভিযানের আয়োজন করে। ট্রাফিক আইন মেনে চলা, রাস্তা পারাপারের নিয়মাবলী অনুসরণ, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে করণীয়, সড়ক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে যানবাহনের মালিক ও চালক এবং পথচারী, যাত্রী ও জনসাধারণকে সচেতন করার নিমিত্ত বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারী রেডিও'র এফ এম ব্যান্ডে নিয়মিত ট্রাফিক কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও প্রচার কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

	চালক প্রশিক্ষণ		সেমিনার/সমাবেশ/ র‍্যালী		প্রচার			
অর্থবছর	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন	লিফলেট বিতরণ	পোস্টার/ স্টিকার লাগানো	স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন
২০১৪-২০১৫	১০১	১৭,৮৮৪ জন	৬২	২৯,৩৪০ জন	৩০১ বার	২,১২,০০০	৪,৭০,০০০	-

নিরাপদ সড়ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে National Road Safety Strategic Action Plan (২০১৪-২০১৬) বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

২০০৮-২০১৪ সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হল-

বছর	দুর্ঘটনার সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা	মারাত্মক আহতের সংখ্যা	সামান্য আহতের সংখ্যা	আহত ও নিহতের মোট সংখ্যা
২০০৮	৪৪২৭	৩৭৬৫	২৭২০	৫৬৪	৭০৪৯
২০০৯	৩৩৮১	২৯৫৮	২২২৩	৪৬৩	৫৬৪৪
২০১০	২৮২৭	২৬৪৬	১৩৮৯	৪১৪	৪৪৪৯
২০১১	২৬৬৭	২৫৪৬	১৪৪৮	১৯৩	৪১৮৭
২০১২	২৬৩৬	২৫৩৮	১৭৮৭	৩৪৭	৪৬৭২
২০১৩	২০২৯	১৯৫৭	১২৫৯	১৩৭	৩৩৫৩
২০১৪	২০২৭	২০৬৭	১৪১০	১২৫	৩৬০২

সূত্রঃ বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা

ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম

দেশে পর্যাপ্ত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল ও ইনস্ট্রাক্টর না থাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ গাড়িচালক তৈরি হচ্ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে বিআরটিএ যথাযথ পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন প্রদান করছে। ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১০৩টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩৬ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। তম্মধ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৫টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়।

বিআরটিএ'র ডাটা সেন্টার স্থাপন

Korean International Cooperation Agency (KOICA) এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার ও ওয়েব পোর্টাল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেন্টারের মাধ্যমে বিআরটি'র অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়, ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সার্ভিস (এমআইএস) ইত্যাদি ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। এ প্রকল্পের বাস্তব কাজ সহসাই শুরু হবে।

মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি)

গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে অকার্যকর ৫টি (ঢাকার মিরপুরে ১টি, ঢাকার ইকুরিয়ায় ১টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে KOICA এর সহযোগিতায় ঢাকার মিরপুরে ১টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের জন্য অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান পঞ্জিকা বর্ষে উক্ত ভিআইসি চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ঢাকাস্থ ভিআইসি প্রতিস্থাপনের অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যায়ক্রমে অপর ৪টি ভিআইসি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় (মোট ১৫ টি জেলায়) নতুন ভিআইসি এবং Motor Driving Testing and Training Center (MDTTC) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ এর নিকট থেকে প্রাপ্ত ৩.০০ একর অকৃষি খাস জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত প্রদানের প্রস্তাব ৮,২৭,৮৬,৫০০/- টাকা সেলামীতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণ

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভবন না থাকায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গত ১ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ ৩টি বেইজমেন্টসহ মোট ১৫ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি বেইজমেন্ট ও ৩টি ফ্লোরের ছাদ ঢালাই এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩৯% ও আর্থিক অগ্রগতি ৩৮%। ২০১৬ সালের অক্টোবরের মধ্যে ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

জনবল

বিআরটিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৮২৩ এ উন্নীত করা হয়। ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ৫২৭টি পদ পূরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৯৬টি পদ শূন্য রয়েছে। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ সংশোধন করে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নিয়োগবিধি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর নবসৃষ্ট ও শূন্য পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা সম্ভব হবে।

নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত কমিটি

সড়কপথে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল ও সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদ দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিদের অঙ্গীকার ও সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের মহাসড়ক সংলগ্ন বাজারসমূহ নিরাপদ দুরত্বে স্থানান্তর এবং মহাসড়কের পার্শ্বে বাজার স্থাপন প্রতিরোধ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নেতৃত্বে গত ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। একই তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর অবস্থিত অবৈধ হাট-বাজার অপসারণ এবং অবৈধ নসিমন, করিমন, ইজিবাইক ও অনুরূপ যানবাহন চলাচল বন্ধের জন্য প্রতিটি জেলায় সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দকে উপদেষ্টা এবং জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটিসমুহ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

ঢাকা
পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ০২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজিপুর ও নরসিংদী জেলা এর আওতাধীন। বর্তমানে ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। ডিটিসিএ কার্যত এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

রূপকল্প

বৃহত্তর ঢাকার জন্য পরিকল্পিত আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা।

অভিলক্ষ্য

পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়, পরিবহন পরিকল্পনা এবং দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারনের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য পরিবহন সেবা প্রদান।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১। পরিবহণ ব্যবস্থায় আন্তঃকর্তৃপক্ষের সমন্বয় ও সহযোগিতা জোরদারকরণ;
২। সমন্বিত পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ;
৩। দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন;
৪। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৫। সড়ক নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠু সড়ক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
৬। গণপরিবহনে যাতায়াত স্বাচ্ছন্দ ও নিরবচ্ছিন্নকরণ।

পরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয়

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ডিটিসিএ এর ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। বৃহত্তর ঢাকায় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালনা পরিষদ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৩টি পরিচালনা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ মে, ২০১৫ অনুষ্ঠিত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর পরিচালনা পরিষদের ৬ষ্ঠ সভা

Strategic Transport Plan (STP)

২০০৫ সালে ২০ (বিশ) বৎসর মেয়াদী Strategic Transport Plan (STP) প্রণয়ন করা হয়। ডিটিসিএ এর অধিক্ষেত্র বৃদ্ধি, দ্রুত নগরায়ন, নাগরিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে Strategic Transport Plan (STP) Revision এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় Strategic Transport Plan (STP) এর Revision কাজ মে, ২০১৪ মাসে শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৫ মাসে STP Revision এর কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে Interim Report-I জমা দিয়েছে। উল্লেখ্য, মূল STP-তে সুপারিশকৃত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ও বাস্তবায়নাধীন আছে।

২৭ মে ২০১৫ তারিখে Revised STP এর উপর অনুষ্ঠিত Workshop

Clearing House

SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম মে, ২০১৪ মাস থেকে শুরু হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে Inception Report জমা দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে এ কার্ডের নাম 'Rapid Pass' নির্ধারন করা হয়েছে। বর্তমানে Rapid Pass কার্ডের ডিজাইন অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

ডিটিসিএ অফিস ভবন

ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণের জন্য তেজগাঁওস্থ সড়ক ভবন কমপ্লেক্স এলাকায় ০২ (দুই) বিঘা ভূমি বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ১৪তলা বিশিষ্ট ডিটিসিএ ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৫ মাসে ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ভবনের খসড়া ডিজাইন দাখিল করেছে।

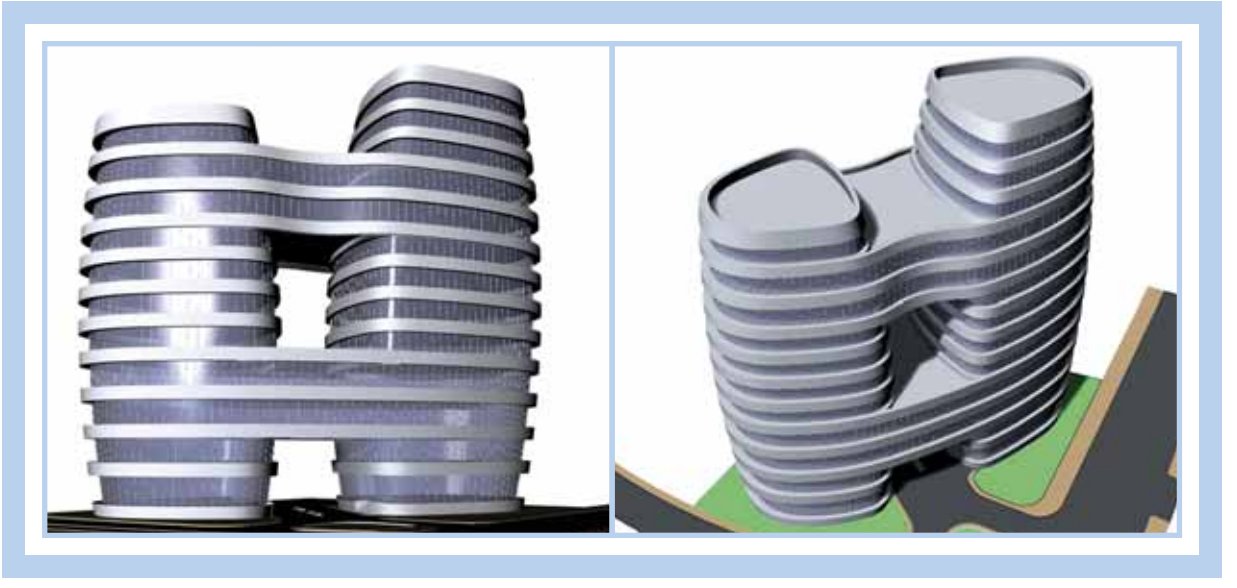

প্রস্তাবিত ডিটিসিএ ভবনের প্রক্ষেপিত চিত্র

আইন, বিধি ও টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন

মেট্রোরেল সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১৫ মাসে মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ জারী করা হয়েছে। ডিটিসিএ এর পরিচালনা পরিষদের ৬ষ্ঠ সভায় মেট্রোরেল এর টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড অনুমোদিত হয়েছে। মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ এর আলোকে খসড়া মেট্রোরেল বিধিমালা, ২০১৫ প্রস্তুত করা হয়েছে যার অনুমোদন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT) Line-6

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে ২১,৯৮৫.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর, ২০১২ মাসে ঢাকার উত্তরা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড MRT Line-6 (মেট্রোরেল) নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এটি বাংলাদেশের ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা। এ গণপরিবহনে প্রতি ঘন্টায় উভয়দিকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) যাত্রী পরিবহন করা যাবে। শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) মেট্রোরেল পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ২০১৯ সালে মেট্রোরেল চালু করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- Dhaka Mass Rapid Transit Development (MRT Line-6) প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও কোম্পানীর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর পরিচালনা পরিষদের ৫টি সভা চলতি বছরে অনুষ্ঠিত হয়।
- MRT Line-6 এর ডিপো নির্মাণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) থেকে ২৩.৮৪ হেক্টর (৫৮.৯১ একর) জমি বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
- নিয়োজিত General Consultant (GC) ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে Basic Design-এর কাজ সম্পন্ন করেছে এবং আগস্ট ২০১৬ মাসে Detail Design-এর কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

- Utility Verification সার্ভে কাজ মে ২০১৫ এ শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০১৫ এ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।
- Resettlement Assistant Consultant (RAC) নিয়োগের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CCDB এর সঙ্গে ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। RAC জানুয়ারি ২০১৫ মাসে কার্যক্রম শুরু করেছে।
- ২১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে CP-০৮ (Rolling Stock & Depot Equipment for Rolling Stock) এর PQ document গ্রহণ ও খোলা হয়েছে। গত ২৮-০৫-২০১৫ তারিখ TEC মূল্যায়ন শেষ করে। Evaluation প্রতিবেদনের উপর JICA'র Concurrence এর জন্য ১৪ জুন ২০১৫ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখ CP-07 (E&M System) এর PQ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। মোট ৩১ (একত্রিশ) টি PQ আবেদনপত্র বিক্রি হয়। PQ জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১৩ জুলাই ২০১৫।
- ২২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ CP-01 (Depot Land Development) এর Tender বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। মোট ২২ (বাইশ) টি টেন্ডার ডকুমেন্ট বিক্রি হয়। ২৩ জুলাই ২০১৫ তারিখ CP-01 (Depot Land Development) এর Tender গ্রহণ ও খোলার জন্য নির্ধারিত আছে।
- ৩০ জুন ২০১৫ তারিখ CP-03 (Civil Works Viaduct & Stations from Uttara North to Pallabi) এবং CP-04 (Civil Works Viaduct & Stations from Uttara North to Agargaon এর বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় এবং PQ জমা দেয়ার শেষ তারিখ ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫।

আশা করা যায়, আগামী ২০১৬ সালের মার্চ মাস নাগাদ MRT Line-6 এর ডিপোর নির্মাণ কাজ শুরু হবে এবং ২০১৬ সালের অক্টোবরে Viaduct এর নির্মাণ কাজ শুরু হবে। ২০১৯ সালে উত্তরা (৩য় পর্ব) হতে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ এবং ২০২০ সালে মতিঝিল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ চালু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

চলমান মেট্রোরেল প্রকল্পের কাজ

Historical Importance/Archaeological Impact Study for MRT Line-6 (Metro Rail) উপলক্ষে
Dhaka University এর Vice Chancellor মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনা

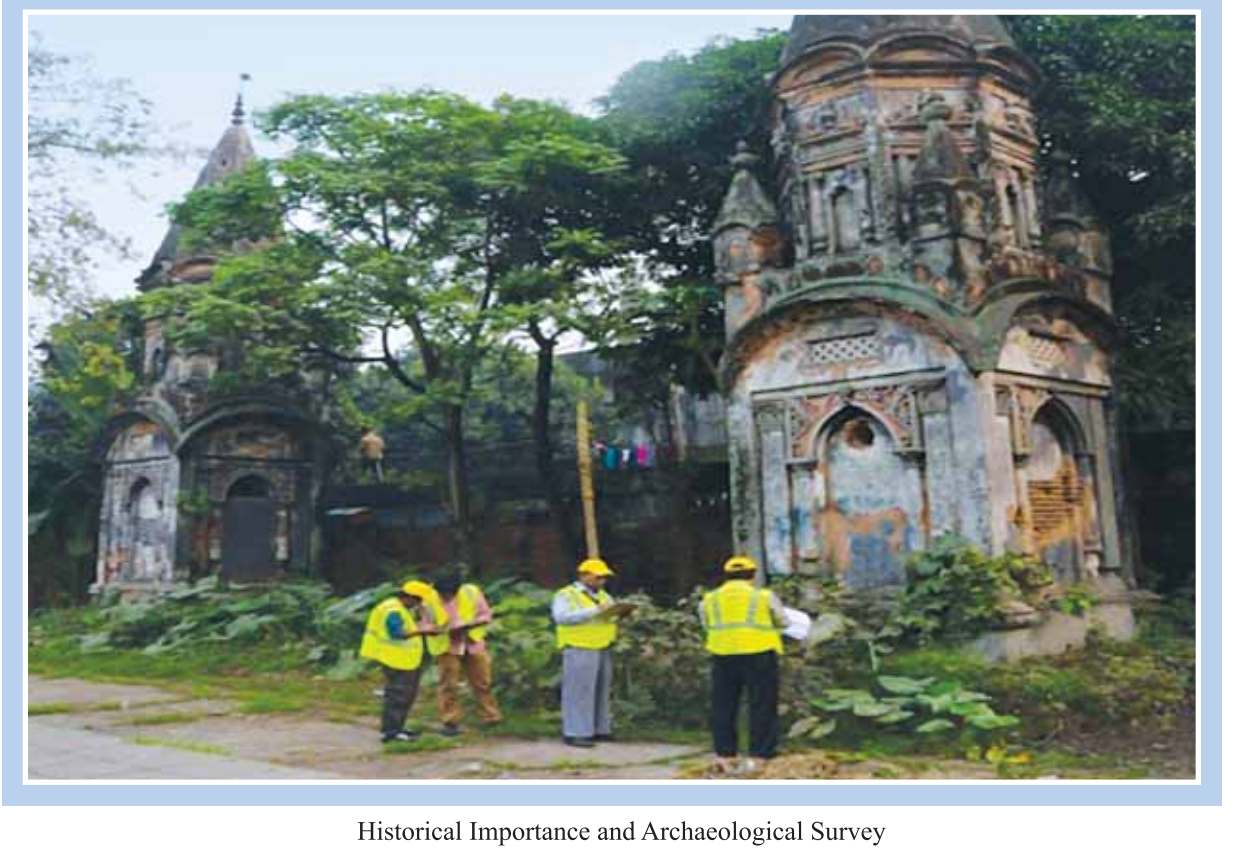

Historical Importance and Archaeological Survey

১৬ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ অনুষ্ঠিত DMTCL এর প্রথম বোর্ড মিটিং

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে এবং যাত্রীসাধারণের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের কথা বিবেচনা করে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা Strategic Transport Plan (STP) এর সুপারিশের আলোকে ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ BRT Line-3 নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল পর্যন্ত বিস্তৃত এ গণপরিবহনে উভয়দিকে প্রতিঘন্টায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) যাত্রী পরিবহন করা যাবে। এর প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। BRT Line-3 এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত BRT রুটের আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গাজীপুর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত BRT System ব্যবহার করে যাতায়াত করা যাবে।

অগ্রগতিঃ

- ইতোমধ্যে রুট সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশার কাজ শেষ হয়েছে।
- Detailed Engineering Design এর কাজ চলমান আছে। ডিসেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে এ কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অপারেশন প্ল্যান, বেসিক ডিজাইন রিপোর্ট, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট, আইটিএস রিপোর্ট এবং খসড়া ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং সম্পন্ন করে জমা দিয়েছে।
- BRT Line-3 প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার Preparation Mission আগস্ট ২০১৫ মাসে ঢাকা সফর করে। তবে এখনও অর্থায়ন নিশ্চিত হয়নি।

Traffic Management

ঢাকা শহরের ৪টি স্থানে ইন্টারসেকশন এবং ITS (Intelligent Transport System) ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী ও সরকারি অর্থায়নে একটি পাইলট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। ইন্টারসেকশনগুলো হলো: পল্টন মোড়, গুলশান-১, গুলিস্তান মোড় ও মহাখালী রেল ক্রসিং।

ডিটিসিএ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি

ডিটিসিএ'র সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় একটি কারিগরি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এ কারিগরি প্রকল্পের প্রধান প্রধান খাতগুলো নিম্নরুপ:

(i) DTCA General Capacity Building
(ii) Traffic and Parking Management Capacity Building
(iii) Public Space Central Areas Development Capacity Building
(iv) Dhaka Bus Network Restructuring Capacity Building.

বাংলাদেশ
সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীতে এ সংস্থাটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাস বহর

বিআরটিসি'র বাস বহরে বিদ্যমান ১৫৩৩টি বাসের মধ্যে ১০৮৭টি বাস চলমান আছে। চলমান বাসগুলোর মধ্যে ৮৬টি এসি, ৪৬টি আর্টিকুলেটেড, ২৫৯টি টাটা টিসি, ৩৩৮টি দ্বিতল, চায়না একতলা ১৪৯টি এবং কোরিয়ান দাইয়্যু ২০৯টি বাস রয়েছে। অবশিষ্ট অচল ৪৪৬টি বাসের মধ্যে হালকা মেরামতাধীন ২২টি, ভারী মেরামতাধীন ২৬৫টি এবং বিইআর প্রস্তাবিত ১৫৯টি বাস রয়েছে। গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুনভাবে আরো ৩০০টি দ্বিতল বাস ও ১০০টি আর্টিকুলেটেড বাস সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

বাস বহর

ট্রাক বহর

বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে বিদ্যমান সর্বমোট ১৩৮টি ট্রাকের মধ্যে ১১৮টি ট্রাক চলমান রয়েছে। ১৩৮টি ট্রাকের মধ্যে ১১টনের অশোক লিল্যান্ড ৩৮টি এবং ১০ টনের ইস্যুজু ৮০টি। অবশিষ্ট ২০টি ট্রাকের মধ্যে ভারী মেরামতাধীন ০৮টি এবং বিইআর প্রস্তাবিত ১২টি ট্রাক রয়েছে। বর্তমান বহরে ট্রাকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে আরো ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।

ট্রাক সার্ভিস

প্রশিক্ষণ

দক্ষ গাড়ীচালক সৃষ্টি এবং দেশের যুবক ও যুব মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিআরটিসি'র ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে (পরিশিষ্ট-১)। তম্মধ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় নতুন স্থাপিত ট্রেনিং ইনস্টিটিউটটি গত ২৪/০১/২০১৫ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে টুঙ্গীপাড়া ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উদ্বোধনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এসকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পুলিশ, আনসার ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ আগ্রহী নারী-পুরুষ সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪৩১জন মহিলাসহ ৭৬৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চালকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে বিআরটিসি'র ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে অটো-ট্রান্সমিশন সিস্টেম সম্বলিত ০৪টি ট্রেনিং কার সংযোজন করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

মতবিনিময় সভা

গত ২৪/০২/২০১৫ তারিখ মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জোয়ারসাহারা বাস ডিপোতে বিআরটিসি'র কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় তিনি বিআরটিসি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা ও শ্রমিক/কর্মচারীদের জনসচেতনামূলক বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক মতবিনিময় সভা

ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ

বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একই উদ্দেশ্যে বিআরটিসিতে কর্মরত কর্মচারী ও শ্রমিকদের নিয়ে কর্মশালারও আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরে ৬৯৮জন চালককে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ

মহিলা বাস সার্ভিস

ঢাকা শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবি মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিস চালু আছে। ২০১২-১৩ সালে ১০টি বাসের সমন্বয়ে মহিলা বাস সার্ভিস চালু করা হয়। জুন ২০১৫ তে এ সংখ্যা ১৬টি-তে উন্নীত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মহিলা বাসের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা হবে।

মহিলা বাস সার্ভিস

স্কুল বাস সার্ভিস

ঢাকা মহানগরীর স্কুল-কলেজগামী ছাত্র/ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মিরপুর ১২ - আজিমপুর রুটে স্কুল বাস সার্ভিস চালু আছে। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্বল্প ভাড়ায় ৮টি বাস প্রদান করা হয়েছে।

স্কুল বাস সার্ভিস

স্টাফ বাস সার্ভিস

সচিবালয়সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্থলে যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র স্টাফ বাস সার্ভিস চালু আছে। চলতি অর্থবছরে ১৫৯টি রুটে ৪০টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২৪৫টি স্টাফ বাস সার্ভিস পরিচালিত হচ্ছে।

স্টাফ বাস

সিটি বাস সার্ভিস

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সমন্বয়ে বিআরটিসি'র সিটি সার্ভিস রয়েছে। বর্তমানে ৪১টি রুটে ৯৫টি একতলা, ২৭১টি দ্বিতল, ৪৮টি আর্টিকুলেটেড এবং ৪৩টি একতলা এসি বাসসহ মোট ৪৫৭টি বাস চলাচল করছে।

সিটি বাস সার্ভিস

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

বিআরটিসি'র আন্তঃজেলা বাস সার্ভিসে ১৮০টি রুটে ৪১৯টি বাস চলাচল করছে। তন্মধ্যে ৮৮টি অশোক লিল্যান্ড এসি বাস এবং ৩৩১টি একতলা দাইয়্যু এসি-ননএসি এবং টিসি বাস রয়েছে।

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ সুলভ ও সহজ করার নিমিত্ত বিআরটিসি'র উদ্যোগে ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা এবং ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। গত ৬ জুন, ২০১৫ তারিখ ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে কোলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা রুটে বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন।

ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা বাস সার্ভিস

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

Wi-Fi Internet সমৃদ্ধ বাস সার্ভিস

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বিআরটিসি'র ঢাকা মহানগরীর আব্দুলাহপুর-মতিঝিল রুটে পরিচালিত ২৫টি এসি বাসে Wi-Fi Internet সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এসকল বাসে যাত্রীসাধারণ Wi-Fi Internet সার্ভিস সুবিধার প্রেক্ষিতে বাসে বসেই বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্রাউজিং, মেইল চেকিং ও ডাউনলোড সহ ইন্টারনেটের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করছেন।

ই-টিকেটিং/ S-PASS কার্ড:

মতিঝিল-আব্দুলাহপুর রুটে এসি বাসে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু রয়েছে। এ সিস্টেমে যাত্রী সাধারণ S-PASS কার্ড এবং ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে যাতায়াতের সুবিধা ভোগ করছেন। চলতি অর্থ বছরে ১২৭০টি S-PASS কার্ড বিক্রি হয়েছে।

S-Pass কার্ড কাউন্টার

বাস ও ট্রাক ডিপো

বিআরটিসি'র আওতায় ১৮টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে। বিবেচ্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গাবতলী ও মোহাম্মদপুরে ২টি নতুন বাস ডিপো চালু করা হয়েছে।

ডিএসএল পরিশোধ

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত **Debt Service Liability (DSL)** পরিশোধে বিআরটিসি অত্যন্ত আন্তরিক। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১০-২০১১ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সর্বমোট ৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ডিএসএল পরিশোধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৮০.০০ লক্ষ টাকা **DSL** পরিশোধ করা হয়েছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

দক্ষ জনবল গড়ার লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় জিওবি অর্থায়নে ৯.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে।

আয়-ব্যয় ও লাভ/ক্ষতি

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আয় ২৩৪.০৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২৩০.৫১ কোটি টাকা। উক্ত অর্থ বছরে সংস্থার অপারেটিং লাভের পরিমাণ ৩.৫৬ কোটি টাকা।

বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা

১। কেন্দ্রীয় ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

২। তেজগাঁও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট।

৩। টুঙ্গিপাড়া ট্রেনিং ইনস্টিটিউট।

৪। বগুড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৫। নারায়ণগঞ্জ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৬। নরসিংদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৭। কুমিল্লা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৮। দিনাজপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৯। খুলনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১০। যশোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১১। পাবনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১২। বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৩। সিলেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৪। উথলী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৫। মিরপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৬। সোনাপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১৭। চট্টগ্রাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এর
চিত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের প্যাকেজ-৩ এর কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন একটি বাইপাস সড়ক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়ক
(পোল্ডার রোড) ৮-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন
অক্সিজেন মোড়-হাটহাজারি মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ফেনী রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক উত্তরায় সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত জনসচেতনতামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

১৫ জুন ২০১৫ তারিখ ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicle Agreement (MVA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুর কাদের

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের নীচের সড়কের মেরামত কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/প্রকৌশলীগণ সমন্বয়ে পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক মগবাজার ফ্লাইওভার নির্মাণকালীন সৃষ্ট যানজট পরিস্থিতির উন্নয়নে নীচের সড়কের মেরামত ও সংস্কার কাজ ত্বরান্বিত করতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমন্বয়ে পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য ঢাকার সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক আগারগাঁও-এ বিআরটিএ'র উদ্যোগে মোটর ভেহিকেল অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর আওতায় পরিচালিত মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম অবলোকন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়কে বিরুলিয়া সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক থানচি-আলীকদম
মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায়
কুমিল্লার শাসনগাছায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক চন্দ্রা-নয়ারহাট
মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক চন্দ্রা-আশুলিয়া
মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক
নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বিআরটিএ'র
মিরপুর অফিস আকস্মিক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক যশোর-খুলনা
মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক
৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের সীতাকুন্ডু অংশ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক হেমায়েতপুর-সিংগাইর
মহাসড়ক পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক আচমত আলী খান
বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক যশোর সড়ক বিভাগের
আওতাধীন বাবলাতলা সেতু পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন
চন্দ্রা-ইন্টারসেকশন পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকা মহানগরীর ফার্মগেইট এলাকায় মোটরসাইকেল আরোহীকে দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক আইন মেনে চলার পরামর্শ প্রদান করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশের কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকা মহানগরীর গুলিস্তান এলাকার ফুটপাতের উপর হকারগণ কর্তৃক অবৈধভাবে স্থাপিত দোকানপাট অপসারণের নির্দেশনা প্রদান করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন কালনা সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত এলাইনমেন্ট পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন
মেঘনা সেতুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা মহানগরীর
গাবতলী বাস টার্মিনাল পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে বাসযাত্রীদের নিকট হতে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঢাকাস্থ ভারতীয় মান্যবর হাই কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সড়ক যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুলতানপুর-চিনাইর-আখাউড়া মহাসড়ক পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভূলতায় ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর পার্শ্বে নির্মাণাধীন নতুন গোলাকান্দাইল সেতুর কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক জিঞ্জিরা-কেরাণীগঞ্জ-দোহার মহাসড়ক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক কুমিল্লা সেনানিবাসের অভ্যন্তরস্থ
টিপরাবাজার-বার্ড মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বগুড়া-সারিয়াকান্দি মহাসড়কে
সারিয়াকান্দি সেতু পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কে ইষ্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন সেতুর কাজ পরিদর্শন করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে নির্মাণাধীন শেখ কামাল সেতুর এপ্রোচের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক ফেরী থেকে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে নির্মাণাধীন শেখ জামাল সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক রায়পুরা-নরসিংদী-মদনগঞ্জ মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক টঙ্গী-কালীগঞ্জ-ঘোড়াশাল মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক যশোর-খুলনা মহাসড়ক
উন্নয়ন পরবর্তী কাজ প্রত্যক্ষ করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক বাংলাদেশ-মায়ানমার আন্তঃরাষ্ট্রীয়
সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত রুটসমূহ হেলিকপ্টার থেকে পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পর কাজের মান প্রত্যক্ষ করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়কে নির্মাণাধীন বিরুলিয়া সেতুর এপ্রোচের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক রাত্রিকালীন সময়ে গাড়ী থেকে প্রত্যক্ষ করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের অসমাপ্ত কালভার্টের নির্মাণ স্থান পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

বাংলাদেশে সুষ্ঠুভাবে মেট্রোরেল বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাপানের মেট্রোরেল সিস্টেম সরজমিনে পরিদর্শন
শেষে আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনে বাংলাদেশ ও জাপানের কর্মকর্তাবৃন্দ

অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক জয়দেবপুর-ময়নসিংহ
মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক
ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের রংপুর অংশের মেরামত কাজ পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব
জনাব মোঃ ফারুক জলীলকে সাথে নিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নির্মাণাধীন মহিপাল ফ্লাইওভার এর কাজ পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল ঢাকা-চট্টগ্রাম
মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ কোর কাটিং মেশিনের সাহায্যে যাচাই করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক সিলেটে
কাজিরবাজার সেতু পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক
লালমনিরহাট-পাটগ্রাম মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিদর্শন

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব জাহাঙ্গীর আলম রাজশাহী সড়ক বিভাগাধীন মহাসড়কের পার্শ্বের
ঢেকে যাওয়া মাইলপোস্ট দৃশ্যমান করার জন্য ঝোপঝাড় অপসারণের নির্দেশনা প্রদান করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১ এর প্রধান জনাব সফিকুল ইসলাম ও সদস্যগণ কর্তৃক নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২ এর প্রধান জনাব আব্দুল মালেক ও সদস্যগণ কর্তৃক ঢাকা বাইপাস সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত ভোগড়া-মীরেরবাজার অংশে পিএমপি এর আওতায় চলমান মেরামত কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৩ এর প্রধান জনাব মোহাম্মদ সফিকুল করিম
কর্তৃক নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন পোল্ডার রোডের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৪ এর প্রধান বেগম যাহিদা খানম ও সদস্যগণ কর্তৃক
কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন মহাসড়কে নির্মাণাধীন সেতু পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৫ এর প্রধান জনাব মোঃ সামছুল করিম ভূঁইয়া
ও সদস্যগণ কর্তৃক নলকা-নকুগাঁও মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৬ কর্তৃক সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই-হবিগঞ্জ
মহাসড়কের মেরামত কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৭ এর প্রধান জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ খান ও সদস্যগণ কর্তৃক
হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙা-খাগড়াছড়ি মহাসড়কের ৪৪তম কিলোমিটারে গচ্ছাবিল-১ সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৮ এর প্রধান জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান ও সদস্যগণ কর্তৃক কক্সবাজার সড়ক বিভাগের
আওতাধীন চকোরিয়া-বদরখালী মহাসড়কে বাটাখালী সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৯ এর প্রধান জনাব দীপঙ্কর মন্ডল ও সদস্যগণ কর্তৃক ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৪) চৌমুহনী বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট কাজ পরিদর্শন

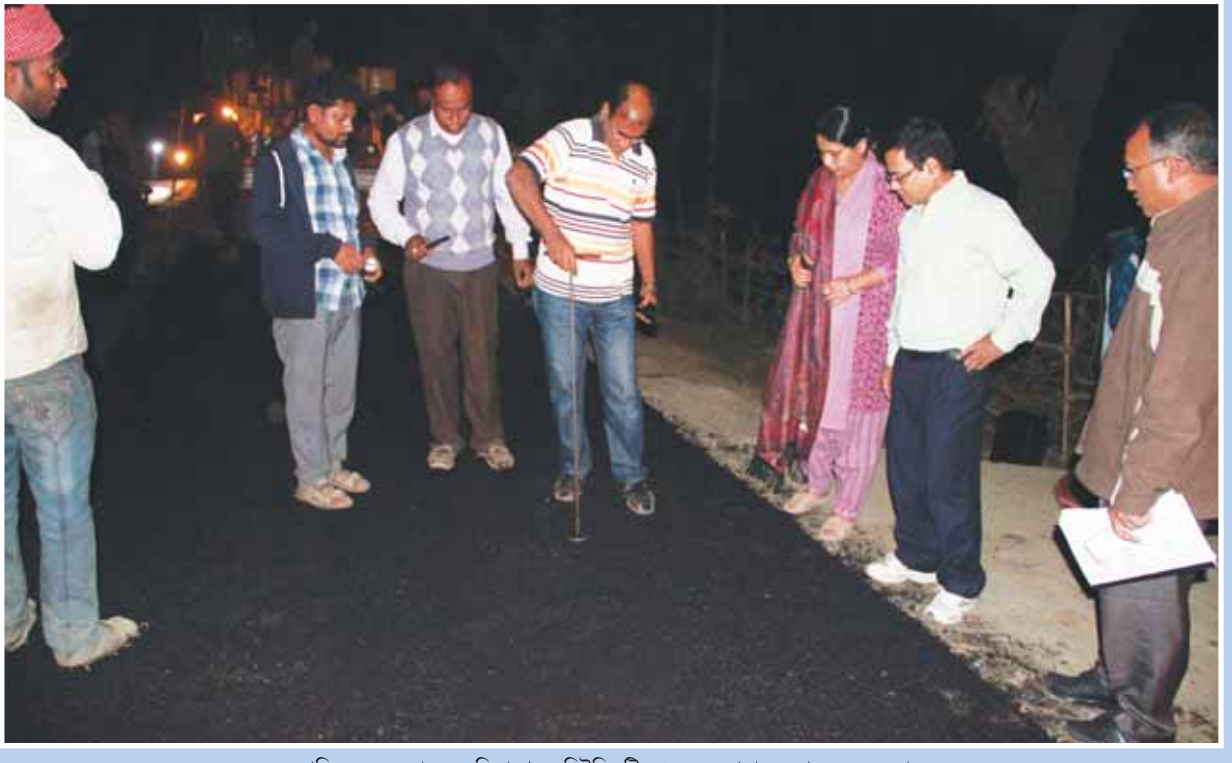

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১০ এর প্রধান জনাব চন্দন কুমার দে ও সদস্যগণ কর্তৃক সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১১ এর প্রধান ড. সৈয়দা সালমা বেগম ও
সদস্যগণ কর্তৃক ঢাকা-হবিগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কের মেরামত কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১২ এর প্রধান জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ফকির
ও সদস্যগণ কর্তৃক খুলনায় মহাসড়কের কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৩ এর প্রধান জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন ও সদস্যগণ কর্তৃক যশোর সড়ক বিভাগের পালবাড়ী-বোর্ডঅফিস-মনিহার সড়কে বাবলাতলা সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৪ এর প্রধান ড. কামরুল আহসান ও সদস্যগণ কর্তৃক সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৫ এর প্রধান জনাব মুহাম্মদ আউয়াল মোল্লা ও সদস্যগণ কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা সড়ক বিভাগের দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়কের ৫তম কিলোমিটারে মাইনর পিএমপির আওতায় সড়ক প্রশস্থকরণের চলমান কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৬ এর প্রধান জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম ও সদস্যগণ কর্তৃক মাদারীপুর সড়ক বিভাগের আওতাধীন সাধুর ব্রীজের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৭ এর প্রধান আলিম রুদাবা ও সদস্যগণ
কর্তৃক রাজবাড়ী-বাগমারা-জৌকুড়া মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৮ এর প্রধান জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ ও সদস্যগণ কর্তৃক
ভান্ডারিয়া-পৈকখালী-কাঠালিয়া (পিরোজপুর অংশ) মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৯ এর প্রধান জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার ও সদস্যগণ কর্তৃক
বাকেরগঞ্জ-পাদরিশিবপুর-কাঠালতলি-সুবিদখালি-বরগুনা মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২১ এর প্রধান রওশন আরা বেগম ও সদস্যগণ কর্তৃক চাপাইনবাবগঞ্জ
সড়ক বিভাগের আওতাধীন চাপাইনবাবগঞ্জ-আমনুরা মহাসড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২২ এর প্রধান জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান ও সদস্যগণ কর্তৃক সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন হাটিকামরুল-বগুড়া মহাসড়কাংশে মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২৩ এর প্রধান জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও সদস্যগণ কর্তৃক ঢাকা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়কের রংপুর অংশের কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২৪ এর প্রধান তসলিমা কানিজ নাহিদা ও সদস্যগণ কর্তৃক মেলান্দহ সেতুর পশ্চিম পার্শ্বের রক্ষাপ্রদ কাজ ও এপ্রোচ সড়ক এর কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২৫ এর প্রধান জনাব পরিতোষ হাজরা ও সদস্যগণ কর্তৃক নীলফামারী সড়ক বিভাগের আওতাধীন জলঢাকা-ডিমলা মহাসড়কের পিএমপি কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ডিজিটাল ওর্য়াল্ড-২০১৫ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তথ্য কণিকা প্রদর্শন করছেন

ডিজিটাল ওর্য়াল্ড-২০১৫ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহেমদ ওয়াজেদ এর নিকট থেকে বেস্ট স্টল এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন এ বিভাগের চীফ ইনোভেশন অফিসার (অতিরিক্ত সচিব) জনাব সফিকুল ইসলাম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ বিআরটিএ প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়া আড্ডায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, কুষ্টিয়া ও বাগেরহাটেরজেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সেবাগ্রহীতাগণ উপস্থিত ছিলেন

১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম (NESS) এর মাধ্যমে নথি অনুমোদন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের নাটোর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন

Launching of Google Street View in Bangladesh কর্মসূচীতে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশে ভারতের মান্যবর হাইকমিশনার ঢাকা-শিলং-গৌহাটি ও কোলকাতা-ঢাকা-আগরতলা রুটে বাস সার্ভিস চালুর Agreement ও Protocol হস্তান্তর করছেন

বাংলাদেশের ১৭৫২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়কগুলোকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়নে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে সুইডেনে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভা

Design & Printing : Preview